যদ্যাসিতুং ন সংস্থানং বিদ্যতে তোয়মধ্যতঃ।
অন্যত্র বা তদা স্থিত্বা দেবপূজাং সমাচরেৎ ॥ ৪১
ইত্যেতৎ কথিতং পুত্র পূজ্যপূজকসঙ্গতম্।
আসনং পাদ্যমমুনা শৃণু বেতাল ভৈরব ॥ ৪২
পাদ্যার্থমুদকং পাদ্যং কেবলং তোয়মেব তৎ।
তত্তৈজসেন পাত্রেণ শঙ্খেনাপি প্রদাপয়েৎ ॥ ৪৩
ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণাং সংস্থানং পাদ্যমিষ্যতে।
তদাসনোত্তরং দদ্যান্মূলমন্ত্রেণ সর্ব্বতঃ ॥ ৪৪
কুশপুষ্পাক্ষতৈশ্চৈব সিদ্ধার্থৈশ্চন্দনৈস্তথা।
তোয়ৈর্গন্ধৈর্যথালব্ধৈরর্ঘ্যং দদ্যাত্তু সিদ্ধয়ে ॥ ৪৫
অর্ঘ্যেণ লভতে কামানর্ঘ্যেণ লভতে ধনম্।
পুত্রায়ুঃসুখমোক্ষাণি দানার্ঘ্যস্য বৈ লভেৎ ॥ ৪৬
ন দদ্যাদ্ভাস্করায়ার্ঘ্যং শঙ্খতোয়ৈর্বিচক্ষণঃ।
তথা ন শুক্তিপাত্রেণ বিষ্ণবেঽর্ঘ্যং নিবেদয়েৎ ॥ ৪৭
দদ্যাদাচমনীয়ন্তু সুগন্ধিসলিলৈঃ শুভৈঃ।
কর্পূরবাসিতৈর্বাপি কৃষ্ণাগুরুবিধূপিতৈঃ ॥ ৪৮
যথা তথা সুগন্ধৈর্ব্বা প্রসন্নৈঃ ফেনবর্জ্জিতৈঃ।
তত্তৈজসেন পাত্রেণ শঙ্খেনাপি প্রদাপয়েৎ ॥ ৪৯
উদকং দীয়তে যত্তু প্রসন্নং ফেনবর্জ্জিতম্।
আচমনায় দেবেভ্যস্তদাচমনমুচ্যতে ॥ ৫০

যদি সেই জলে আসনারোপে সংস্থান না থাকে, তাহা হইলে পূজক মনে মনে আসনের কল্পনা করিয়া পূজা করিবে। ৪০

যদি জলের মধ্যে অথবা অন্যত্র আসন পাতিবার সুযোগ না থাকে, তাহা হইলে সেই স্থানে দাঁড়াইয়া দেবপূজা করিবে। ৪১

হে পুত্রদ্বয় বেতাল ও ভৈরব। পূজা এবং পূজক সম্বন্ধে আসনের কথা বলা হইল, এক্ষণে পাদ্যের কথা শ্রবণ কর। ৪২

পাদপ্রক্ষালনার্থ উদকের নাম পাদ্য; উহা কেবল জল। উহা কোন তৈজস পাত্রে অথবা শঙ্খে রাখিয়া দান করিবে। ৪৩

এই পাদ্য ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের সংস্থান। আসনের পরই মূলমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া পাদ্য দান করিবে। ৪৪

কুশ, পুষ্প, অক্ষত, সিদ্ধার্থ, চন্দন এবং জল এই সমস্ত দ্রব্য অথবা ইহাদের যাহা যাহা লব্ধ হইবে, তাহা দ্বারা সিদ্ধিলাভের নিমিত্ত অর্ঘ্য দান করিবে। ৪৫

অর্ঘ্য দ্বারা কামনার সিদ্ধি হয়, অর্ঘ্য দ্বারা ধনলাভ হয় এবং অর্ঘ্য দান করিলে পুত্র, আয়ু, সুখ ও মোক্ষ লাভ হয়। ৪৬

বিচক্ষণ সাধক শঙ্খজলের দ্বারা সূর্য্যকে এবং শুক্তিপাত্রে বিষ্ণুকে অর্ঘ্য দান করিবে না। ৪৭

সুগন্ধি, নির্ম্মল, ফেনবর্জিত কৃষ্ণাগুরু ধূপ দ্বারা ধূপিত, কর্পূরবাসিত শুভরূপ সলিল আচমনরূপে তৈজস পাত্রে বা শঙ্খে রাখিয়া দান করিবে। ৪৮-৪৯

কেবলং তোয়মাত্রেণ তদ্বা দদ্যান্ন মিশ্রিতম্ ।
বাসিতন্তু সুগন্ধাদ্যৈঃ কর্ত্তব্যং যদি লভ্যতে ॥ ৫১
আয়ুর্বলং যশোবৃদ্ধিং প্রদায়াচমনীয়কম্ ।
লভতে সাধকো নিত্যং কামাংশ্চৈব যথোত্থিতান্[১] ॥ ৫২
দধিসর্পির্জলং ক্ষৌদ্রং সিতা তাভিশ্চ পঞ্চভিঃ ।
প্রোচ্যতে মধুপর্কস্তু সর্ব্বদেবৌঘতুষ্টয়ে ॥ ৫৩
জলন্তু সর্ব্বতঃ স্বল্পং সিতাদধিঘৃতং সমম্ ।
সর্ব্বেভ্যশ্চাধিকং[২] ক্ষৌদ্রং মধুপর্কে প্রয়োজয়েৎ ॥ ৫৪
তদ্দদ্যাৎ কাংস্যপাত্রেণ রৌক্মশ্বেতময়েন বা ।
জ্যোতিষ্টোমাশ্বমেধাদৌ পূর্ব্বে চেষ্টে চ পূজনে । ৫৫
মধুপর্কঃ প্রদিষ্টোঽয়ং সর্ব্বদেবৌঘতুষ্টিদঃ ।
ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণাং সাধকঃ পরিকীর্ত্তিতঃ ॥ ৫৬
মধুপর্কঃ সৌখ্যভোগ্য-তুষ্টিপুষ্টিপ্রদায়কঃ ॥ ৫৭
পিষ্টাতকোঽথ কস্তূরী রোচনং কুঙ্কুমং তথা ।
গুড়ং ক্ষৌদ্রং পঞ্চগব্যং সর্ব্বৌষধিগণস্তথা ॥ ৫৮
সিতা নির্ণেজনস্তৈলং স্নিগ্ধস্নেহেন তত্তিলাঃ[৩] ।
প্রান্তে তোয়মিতি প্রোক্তং স্নানীয়ং কল্পকোবিদৈঃ ॥ ৫৯

দেবতার উদ্দেশে ফেনবর্জিত কেবল যে নির্ম্মল জলদান করা হয়, তাহাকে আচমনীয় বলে । ৫০

অমিশ্রিত কেবল শুদ্ধ জলই আচমনীয়রূপে দান করিবে এবং যদি সুলভ হয়, তবে গন্ধদ্রব্যে সুগন্ধি করিয়া আচমনীয় দান করিবে । ৫১

সাধক আচমনীয় দান করিয়া নিত্য আয়ুঃ, বল, যশঃ, বৃদ্ধি এবং অভিলষিত লাভ করে । ৫২

দধি, ঘৃত, জল, মধু এবং চিনি এই পাঁচটী দ্রব্য মিশ্রিত হইয়া মধুপর্ক হয়, ইহা দেবতাগণের তুষ্টি প্রদান করে । ৫৩

মধুপর্কে জল অতি অল্প মাত্রায় দান করিবে, চিনি, দধি এবং ঘৃত সমান পরিমাণে দান করিবে এবং মধু অধিক পরিমাণে দান করিবে । ৫৪

ঐ মধুপর্ক জ্যোতিষ্টোম, অশ্বমেধ, পূর্ত্ত, ইষ্ট বা পূজায় কাংস্য পাত্রে রৌক্ম বা শ্বেতময় পাত্রে দান করিবে । ৫৫

এই মধুপর্ক সমুদয় দেবতাগণের তুষ্টিপ্রদ এবং ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের সাধক । ৫৬

মধুপর্ক, সৌখ্য, ভোগ্য, তুষ্টি ও পুষ্টি প্রদান করে । ৫৭

পিষ্টাতক, কস্তূরী, রোচনা, কুঙ্কুম, গুড়, মধু, পঞ্চগব্য, সর্ব্বৌষধিগণ, চিনি, নির্ণেজন, তৈল, স্নিগ্ধ স্নেহ এবং স্বস্তিক এই সকল দ্রব্য দানের পর কল্পকোবিদ পণ্ডিতগণ কর্পূরাদিদ্বারা অধিবাসিত সুবর্ণ বা রত্নোদক স্নানীয়দ্বারা দান করিতে বিধান করিয়াছেন । ৫৮-৫৯

১। যথেপ্সিতান্—ইতি পাঠান্তরম্ ।
২। সর্ব্বেষাম্—ইতি পাঠান্তরম্ ।
৩। স্নেহস্তু স্বস্তিমান্—ইতি পাঠান্তরম্ ।

স্বর্ণরত্নোদকঞ্চৈব কর্পূরাদ্যধিবাসিতম্ ।
তৈজসৈঃ কাংস্যপাত্রৈর্ব্বা শঙ্খৈর্ব্বা তন্নিবেদয়েৎ ।
মণ্ডলে কেশরে দেয়মাদিত্যপ্রতিমাসু চ[১] ॥ ৬০
শিবলিঙ্গে তথা ভোগে পীঠে দেবতনৌ তথা ।
সদ্যঃস্নিগ্ধে মৃন্ময়ে বা সর্পিঃসিন্দুরজে তথা ॥ ৬১
শ্রীচন্দনপ্রতিষ্ঠে বা লেপয়েৎ প্রতিমাতনৌ ।
অস্তিকস্থাপিতে[২] খড়্গে স্নাপয়েদ্দর্পণেঽথ বা ॥ ৬২
এবং দদ্যাত্তু স্নানীয়ং মহাদেব্যৈ বিশেষতঃ ।
রবি[৩]বিষ্ণুশিবেভ্যো বা যত্র তত্র প্রপূজনে ॥ ৬৩
পূজকঃ স্নানদানাত্তু চিরায়ুরুপজায়তে ।
সম্যক্ স্নানপ্রদানাত্তু কল্পান্তং স্বর্গভাগ্ ভবেৎ ॥ ৬৪
যদেব দীয়তে পাদ্যং গন্ধপুষ্পাদিকং তথা ।
উপচারাংস্তথা সর্ব্বানর্ঘ্যপাত্রাহিতৈর্জলৈঃ ॥ ৬৫
অমৃতীকরণাদ্যৈস্তু সংস্কৃতৈস্তুভিষিচ্য তৈঃ ।
প্রদদ্যাদিষ্টদেবেভ্যো গৃহ্লাতি চ ততঃ স্বয়ম্ ॥ ৬৬
অর্ঘ্যপাত্রাণি তৈস্তোয়ৈর্বিনা[৪] যদ্বিনিবেদনম্ ।
দীয়তে চেষ্টদেবেভ্যঃ সর্ব্বং তনিষ্ফলং ভবেৎ ॥ ৬৭
রাগাল্লোভাৎ প্রমাদাদ্বা হ্যর্ঘাৎ পাত্রামৃতীকৃতম্ ।
তোয়ং স্রুতং স্যাৎ পাত্রাত্তু পুনঃ কুর্য্যাত্তদামৃতম্ ॥ ৬৮

তৈজস, কাংস্য পাত্র বা শঙ্খের দ্বারা ঐ স্নানীয় জল মণ্ডলে কেশরাগ্রে বা প্রতিমাতে দান করিবে। ৬০

শিবলিঙ্গে, যোগপীঠে, দেবতাশরীরে, সদ্যস্নিগ্ধে মৃন্ময়ে, ঘৃত ও সিন্দুর অঙ্কিত করাইবে। ৬১

শ্রীচন্দন প্রতিষ্ঠা বা লেপজ প্রতিমার গাত্রে, স্বস্তিকস্থাপিত প্রতিমায়, খড়্গে অথবা দর্পণে স্নান করাইবে। ৬২

মহাদেবীকে বিশেষ ব্রহ্মা,বিষ্ণু এবং শিবের পূজায় এইরূপে স্নানীয় দান করিবে। ৬৩

পূজক সম্যক্ বিধিপূর্ব্বক স্নানীয় দান করিয়া চিরায়ুঃ হয় এবং কল্পান্ত পর্য্যন্ত স্বর্গভাগী হয়। ৬৪

পাদ্য, গন্ধ ও পুষ্প প্রভৃতি সমুদয় উপচার অর্ঘ্যপাত্রনিহিত অমৃতীকৃত ও সংস্কৃত জল দ্বারা অভিষিক্ত করিয়া ইষ্ট দেবকে দান করিলে ইষ্টদেব উহা স্বয়ং গ্রহণ করেন। ৬৪-৬৬

অর্ঘ্যপাত্রনিহিত জল দ্বারা অভিষেক ব্যতীত যদি ইষ্ট দেবকে কোন বস্তু দান করা যায় তাহা হইলে উহা নিষ্ফল হয়। ৬৭

মোহেই হউক, লোভেই হউক অথবা প্রমাদবশতই হউক, অর্ঘ্যপাত্র হইতে অমৃতীকৃত জল যদি নিঃসৃত হয়, তাহা হইলে পুনর্ব্বার অমৃতীকরণ করিবে। ৬৮

১। মণ্ডলং কেসরে দেয়মগ্রেষু প্রতিমাস্বথ।
২। স্বস্তিকস্থাপিতে—ইতি পাঠান্তরম্।
৩। বিধি। ৪। অর্ঘ্যপাত্রাহিতৈঃ।

স্বল্পাবশেষতোয়ে তু পাত্রস্থে হ্যমৃতীকৃতে।
তত্রান্যদুদকং দদ্যাত্তত্তেনৈবামৃতং ভবেৎ ॥ ৬৯
বহূনি যদি পুষ্পানি মালা বা প্রচুরা যদি[১]।
দীয়ন্তে চার্ঘ্যপাত্রস্থৈর্জলৈঃ সংসিচ্য চোৎসৃজেৎ ॥ ৭০
অন্যতোয়ৈর্যদুৎসৃষ্টমর্ঘ্যপাত্রস্থিতেতরৈঃ।
তন্ন গৃহ্ণাতীষ্টদেবো দত্তং বিধিশতৈরপি ॥ ৭১
সংস্কৃতে ত্বর্ঘ্যপাত্রে তু নবভিঃ প্রতিপত্তিভিঃ।
তিষ্ঠন্তি সর্ব্বতীর্থানি পীযূষাণি চ সর্ব্বতঃ ॥ ৭২
তস্মাত্তত্র স্থিতৈস্তোয়ৈরভ্যুক্ষ্যোপচারানুৎসৃজেৎ।
ন যোগ্যমর্ঘ্যপাত্রেষু নিধায় বিনিবেদয়েৎ ॥ ৭৩
ইদং তে ভৈরব প্রোক্তং ষট্কঞ্চৈবাসনাদিকম্।
বস্ত্রাদি দশ বক্ষ্যামি শৃণু বিজ্ঞানবৃদ্ধয়ে ॥ ৭৪

ইতি শ্রীকালিকাপুরাণে অষ্টষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬৮

পাত্রে অমৃতীকৃত জলের অল্প মাত্র অবশিষ্ট থাকিলে তাহাতে অন্যপাত্র হইতে উদক ঢালিয়া দিবে এবং উহাও অমৃত হইবে। ৬৯

যদি পুষ্প অনেক থাকে এবং মালা প্রচুর হয় তাহা হইলে অর্ঘ্যপাত্রস্থিত জল দ্বারা উহা সিক্ত করিয়া দান করিবে। ৭০

যাহা অর্ঘ্যপাত্র ভিন্ন অন্য পাত্রস্থিত জল দ্বারা সিক্ত হয়, উহা শত বিধি-পূর্ব্বক দান করিলেও দেবতা গ্রহণ করেন না। ৭১

নব প্রকার প্রতিপত্তি দ্বারা অর্ঘ্যপাত্র সংস্কৃত হইলে তাহাতে সকল তীর্থ এবং সর্ব্বপ্রকার অমৃত আসিয়া অবস্থান করে। ৭২

অতএব সকল প্রকার উপচার অর্ঘ্যপাত্রস্থিত জল দ্বারা অভ্যুক্ষিত করিয়া দান করিবে এবং যাহা অর্ঘ্যপাত্রে রাখিবার যোগ্য তাহা অর্ঘ্যপাত্রে রাখিয়া নিবেদন করিবে। ৭৩

হে ভৈরব। এই তোমার নিকটে আসনাদি ছয় বস্তুর দানের কথা বলিলাম; এক্ষণে জ্ঞানবৃদ্ধির নিমিত্ত বস্ত্রাদি দশ বস্তু দানের কথা শুন। ৭৪

অষ্টষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৬৮

১। ভবেৎ—ইতি পাঠান্তরম্।

একোনসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ

শ্রীভগবানুবাচ—

কার্পাসং কম্বলং বাল্কং কৌশেয়ং বস্ত্রমিষ্যতে।
তৎপূর্ব্বং পূজয়িত্বৈব মন্ত্রৈর্দ্দেবায় চোৎসৃজেৎ ॥ ১
নির্দ্দশং মলিনং জীর্ণং ছিন্নং গাত্রাবলিঙ্গিতম্।
পরকীয়ং হ্যাখুদষ্টং সূচীবিদ্ধং তথোষিতম্ ॥ ২
উপ্তকেশং[১] বিধৌতঞ্চ শ্লেষ্মমূত্রাদিদূষিতম্।
প্রদানে দেবতাভ্যশ্চ দৈবে পিত্র্যে চ কর্ম্মণি ॥ ৩
বর্জ্জয়েৎ স্বোপযোগেন যজ্ঞাদাবুপযোজনে ॥ ৪
উত্তরীয়োত্তরাসঙ্গৈর্নিচোলো মোদচেলকঃ।
পরিধানঞ্চ পঞ্চৈতান্যসূত্যানি[২] প্রযোজয়েৎ ॥ ৫
শাণবস্ত্রং[৩] নিশারঞ্চ তথৈবাতপবারণম্।
চণ্ডাতকং তথা দৃশ্যং পঞ্চ স্যুতান্যদুষ্টয়ে ॥ ৬
পতাকাধ্বজকুণ্ডাদৌ স্যুতং বস্ত্রং প্রযোজয়েৎ।
অন্যত্রাবরণাদৌ চ তদ্বিনাশস্য তেন তৎ ॥ ৭
রক্তং কৌশেয়বস্ত্রঞ্চ মহাদৈব্যৈ প্রশস্যতে।
পীতং তথৈব কৌশেয়ং বাসুদেবায়[৪] চোৎসৃজেৎ ॥ ৮
রক্তন্তু কম্বলং দদ্যাচ্ছিবায় পরমাত্মনে।
বিচিত্রং সর্ব্বদেবেভ্যো দেবীভ্যোঽংশু নিবেদয়েৎ ॥ ৯

বস্ত্রাদি উপচারাষ্টক

ভগবান্ বলিলেন,—কার্পাস, কম্বল, বাল্ক এবং কৌষেয় এই চারি প্রকার বস্ত্র। এই সকল প্রথমে মন্ত্র দ্বারা অর্চ্চনা করিয়াই দেবতাকে দান করিবে। ১

দশাশূন্য, মলিন, জীর্ণ, ছিন্ন, পূর্বে গাত্রসংসক্ত, পরকীয়, আখুদষ্ট, সূচিবিদ্ধ, পরিহিত, উপ্তকেশ, বিধৌত, শ্লেষ্ম ও মূত্রাদিদূষিত এইরূপ বস্ত্র দেবতার দানে দৈব ও পৈত্রকর্ম্মে এবং যজ্ঞাদি কার্যে বর্জ্জন করিবে। ২-৪

উত্তরীয়, উত্তরীয়াসঙ্গ, নিচোল প্রভৃতি কয় প্রকার বস্ত্র অ-সেলাই করাই দান করিবে। ৫

শণবস্ত্র, নিসার, ছত্র, চন্দ্রাতপ এবং অদৃশ্য এই পাঁচপ্রকার বস্ত্র সেলাই করা দূষণীয় নহে। ৬

পতাকা, ধ্বজ এবং দণ্ডাদিতে সেলাইকরা বস্ত্রই দান করিবে। অন্যত্র আবরণাদিতে সেলাইকরা বা অ-সেলাইকরা দুই প্রকার বস্ত্রই দান করিবে। ৭

রক্তবর্ণ কৌষেয়বস্ত্র মহাদেবীকে দান করিবার নিমিত্ত প্রশস্ত এবং পীতবর্ণ কৌষেয় বস্ত্র বিষ্ণুকে দান করিবার জন্য প্রশস্ত। ৮

পরমাত্মা শিবকে রক্ত কম্বল দান করিবে এবং সমুদয় দেব ও দেবীকে বিচিত্র বস্ত্র দান করিবে। ৯

১। গুপ্তকেশম্।
২। পঞ্চ চৈতান্। ন চ চৈতান্।
৩। শনবস্ত্রং, বালবস্ত্রং।
৪। বামদেবায়।

কার্পাসং সর্ব্বতোভদ্রং দদ্যাৎ সর্ব্বেভ্য এব চ ॥ ১০
নৈকান্তরক্তং দদ্যাত্তু বাসুদেবায় চৈলকম্ ।
তথা নৈকান্তনীলন্তু শিবায় বিনিবেদয়েৎ ॥ ১১
নীলীরক্তন্তু যদ্বস্ত্রং তৎ সর্ব্বত্র বিবর্জ্জিতম্ ।
দৈবে পিত্র্যে ত্বোপযোগে বর্জ্জয়েত্তু বিচক্ষণঃ ॥ ১২
নীলীরক্তং প্রমাদাত্তু যো দদ্যাদ্বিষ্ণবে বুধঃ ।
নিষ্ফলা তস্য তৎপূজা তদা ভবতি ভৈরব ॥ ১৩
বিচিত্রে বাসসি পুনর্লগ্নং নীলীবিরঞ্জিতম্ ।
বস্ত্রং দদ্যান্মহাদেব্যৈ নান্যস্মৈ তু কদাচন ॥ ১৪
দ্বিপদাং ব্রাহ্মণো যদ্বদ্দেবানাং বাসবো যথা ।
তথা ভূষণবর্গেষু বস্ত্রমুত্তমমুচ্যতে ॥ ১৫
বস্ত্রেণ জীর্য্যতে লজ্জা বস্ত্রেণ হীয়তে ত্বঘম্ ।
বস্ত্রাৎ স্যাৎ সর্ব্বতঃ সিদ্ধিশ্চতুর্বর্গপ্রদঞ্চ তৎ ॥ ১৬
বস্ত্রং তে কথিতং পুত্র সর্ব্বপ্রীতিপ্রদায়কম্ ।
ভোগ্যং ভূষোত্তমং নিত্যং ভূষণানি শৃণুষ্ব মে ॥ ১৭
কিরীটঞ্চ শিরোরত্নং কুণ্ডলঞ্চ ললাটিকা ।
তালপত্রঞ্চ হারশ্চ গ্রৈবেয়কমথোর্ম্মিকা ॥ ১৮
প্রালম্বিকারত্নসূত্রমুত্তঙ্গোতক্ষমালিকা ।
পার্শ্বদ্যোতো নখদ্যোতো হ্যঙ্গুলীচ্ছদিকস্তথা ॥ ১৯

সর্ব্বতোভদ্র (সকল প্রকারের বিশুদ্ধ) কার্পাসবস্ত্র সকল দেবতাকে দান করিতে পারে। ১০

কেবল রক্তবর্ণ চেলির কাপড় বিষ্ণুকে দান করিবে না এবং কোন নীলবর্ণ বস্ত্র শিবকে দান করিবে না। ১১

যে বস্ত্রের রঙ নীল ও লালে মিশ্রিত, তাহা সকল কার্য্যেই বর্জ্জনীয়, বিচক্ষণ ব্যক্তি ঐরূপ বস্ত্রকে দৈব পৈত্র্য অথবা নিজের ব্যবহার কার্য্যে পরিত্যাগ করিবে। ১২

হে ভৈরব! যে ব্যক্তি প্রমাদবশতঃ ঐরূপ নীল-রক্ত বস্ত্র বিষ্ণুকে অর্পণ করে, তাহার সেই পূজা একেবারে নিষ্ফল হয়। ১৩

নীল ও রক্তরঙে রঞ্জিত বিচিত্র বসন কেবল মহাদেবীকে দান করিতে পারে, অন্য দেবতাকে কখনই দান করিতে পারে না। ১৪

মনুষ্যদিগের মধ্যে ব্রাহ্মণ যেমন এবং দেবতাদিগের মধ্যে ইন্দ্র যেমন, সেইরূপ ভূষণসমূহের মধ্যে বস্ত্র, সকলের শ্রেষ্ঠ। ১৫

বস্ত্রদ্বারা লজ্জা নিবারণ হয়, পাপও বস্ত্রদ্বারা জিত হয় এবং বস্ত্রদ্বারা সকল প্রকার সিদ্ধি লাভ হয়, এই নিমিত্ত বস্ত্র চতুর্ব্বর্গপ্রদ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে। ১৬

হে পুত্র! সর্ব্বপ্রকার সিদ্ধিপ্রদ এবং ভোগ্যবস্তুর মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বস্ত্রের বিষয় তোমার নিকট কীর্ত্তন করিলাম, এক্ষণে অলঙ্কারের কথা শুন। ১৭

কিরীট, শিরোরত্ন, কুণ্ডল, ললাটিকা, তালপত্র হার, গ্রৈবেয়ক, উর্ম্মিকা, প্রালম্বিকা, রত্নসূত্র, উত্তঙ্গ, অক্ষমালিকা, পার্শ্বদ্যোত, নখদ্যোত, অঙ্গুলীচ্ছাদক। ১৮-১৯

জূটালকং[১] মানবকো মূর্দ্ধতারাখলন্তিকা।
অঙ্গদো বাহুবলয়ঃ শিখাভূষণ ইঙ্গিকা ॥ ২০
প্রাগ্‌দণ্ডবন্ধমুদ্ভাসনাভিপুরোঽথ মালিকা।
সপ্তকী শৃঙ্খলঞ্চৈব দন্তপত্রঞ্চ কর্ণকঃ ॥ ২১
উরুসূত্রঞ্চ নীবীঞ্চ মুষ্টিবন্ধং প্রকীর্ণকম্।
পাদাঙ্গদং হংসকশ্চ নূপুরং ক্ষুদ্রঘণ্টিকা।
সুখপট্টমিতি প্রোক্তা অলঙ্কারাঃ সুশোভনাঃ ॥ ২২
চত্বারিংশদমী প্রোক্তা লোকে বেদে তু সৌখ্যদাঃ ॥ ২৩
অলঙ্কারপ্রদানেন চতুর্ব্বর্গপ্রসাধনম্।
এতেষাং পূজনং কৃত্বা প্রদদ্যাদিষ্টসিদ্ধয়ে ॥ ২৪
তেষাং দৈবতমুচ্চার্য্য পূজয়েত্তু বিচক্ষণঃ।
শিরোগতানি বা দদ্যাৎ সৌবর্ণানি তু সর্ব্বদা ॥ ২৫
চূড়ারত্নাদিকানীহ ভূষণানি তু ভৈরব।
গ্রৈবেয়কাদিহংসান্তং সৌবর্ণং রাজতঞ্চ বা ॥ ২৬
নিবেদয়েত্তু দেবেভ্যো নান্যত্তৈজসসম্ভবম্।
রীতিরঙ্গাদিসঞ্জাতং[২] পাত্রোপকরণাদিকম্ ॥ ২৭
দদ্যাদায়ুসমর্জ্জন্তু ভূষণং ন কদাচন।
ঘণ্টাচামরকুম্ভাদি-পাত্রোপকরণাদিকম্ ॥ ২৮
তদ্ভূষণান্তরে দদ্যাদস্মাত্তদুপভূষণম্।
সর্ব্বং তাম্রময়ং দদ্যাৎ যৎ কিঞ্চিদ্ভূষণাদিকম্ ॥ ২৯

কুটুম্বক, মানবক, মূর্দ্ধাতারা, খলন্তিকা, অঙ্গদ, বাহুবলয়, শিখাভূষণ, ইঙ্গিকা, প্রাগদণ্ডবন্ধ, উদ্ভাস, নাভিপুর, মালিকা, সপ্তকী, শৃঙ্খল, দন্তপত্র, কর্ণক, উরুসূত্র, নীবী, মুষ্টিবন্ধ, প্রকীর্ণক, পাদাঙ্গদ, হংসক, নূপুর, ক্ষুদ্রঘণ্টিকা এবং সুখপট্ট, —এই সুশোভন অলঙ্কার সকল উক্ত হইল। এই চল্লিশপ্রকার অলঙ্কার উক্ত হইল, ইহারা লোক ও বেদে সুখপ্রদ। ২০-২৩

অলঙ্কার সকল দাতার চতুর্ব্বর্গের সাধক, ইহাদিগকে প্রথমে অর্চ্চিত করিয়া দেবতার উদ্দেশে দান করিবে। ২৪

বিচক্ষণ সাধক অলঙ্কারের অর্চ্চনের সময় দেবতারও উল্লেখ করিবে। ২৫

হে ভৈরব! চূড়ারত্নাদি মস্তকের ভূষণ সকল সুবর্ণনির্ম্মিত করিয়া অর্পণ করিবে। গ্রৈবেয়ক হইতে হংস পর্য্যন্ত যে সকল ভূষণ উক্ত হইয়াছে, উহা বর্গ ও রজতনির্ম্মিত করিয়াই দেবতাদিগকে অর্পণ করিবে, অন্য ধাতুনির্ম্মিত নয়। ২৬-২৭

লৌহভিন্ন পিতল বা রঙ্গাদিজাত পাত্রের উপকরণ দেবতাকে দান করিতে পারে কিন্তু ভূষণ কখনই পারে না। ২৮

ঘণ্টা চামর এবং কুম্ভ প্রভৃতি পাত্রোপকরণ—ইহারা যে যে অঙ্গে ধৃত হয়, সেই সেই অঙ্গের অলঙ্কারের সহিত ইহাদিগকে দান করিবে, কারণ ইহারা সেই অঙ্গের উপভূষণ। ২৯

১। কুটুম্বকং মানবকো মূর্দ্ধতারাস্খলন্তিকা।
২। রীতিবংশাদি—ইতি পাঠান্তরম্।

সর্ব্বত্র স্বর্ণবত্তাম্রমর্ঘ্যপাত্রে ততোঽধিকম্ ।
পূজার্ঘ্যপাত্রনৈবেদ্যাধারপাত্রঞ্চ পানকম্ ॥ ৩০
ঔদুম্বরং সদা বিষ্ণোঃ প্রীতিদং তোষদং তথা ॥ ৩১
তাম্রে দেবাঃ প্রমোদন্তে তাম্রে দেবাঃ স্থিতাঃ সদা ।
সর্ব্বপ্রীতিকরং তাম্রং তস্মাত্তাম্রং প্রযোজয়েৎ ॥ ৩২
স্বোপযোগে নরঃ কুর্য্যাদ্দেবানামপি ভৈরব ।
গ্রীবোর্দ্ধদেশে রৌপ্যন্তু ন কদাচিচ্চ ভূষণম্ ॥ ৩৩
প্রাবারঃ পানপাত্রঞ্চ গণ্ডুকো গৃহমেব চ ।
পর্য্যঙ্কাদি যদন্যচ্চ সর্ব্বং তদুপভূষণম্ ॥ ৩৪
অয়োময়মৃতে কাংস্যমৃতে যত্তূষণং ভবেৎ ।
স্বর্ণরৌপ্যস্য চাভাবে ত্বধঃ কায়ে নিযোজয়েৎ ॥ ৩৫
এতেষাং ভূষণাদীনাং যদ্দাতুং শক্যতে নরৈঃ ।
তত্তদ্দদ্যাৎ সম্ভবে তু সর্ব্বমেব প্রদাপয়েৎ ॥ ৩৬
চতুর্ব্বর্গপ্রদং ত্বিত্থং ভূষণং সর্ব্বসৌখ্যদম্ ।
তুষ্টিপুষ্টিপ্রীতিকরং যথাশক্তীষ্টয়ে সৃজেৎ ॥ ৩৭
ইদং বা ভূষণং প্রোক্তং সর্ব্বদেবস্য তুষ্টিদম্ ।
গন্ধঞ্চ সম্যক্ শৃণুতং পুত্রৌ বেতালভৈরবৌ ॥ ৩৮
চূর্ণীকৃতো বা ঘৃষ্টো বা দাহাকর্ষিত এব বা ।
রসঃ সম্মর্দ্দজো বাপি প্রাণ্যঙ্গোদ্ভব এব বা ।
গন্ধঃ পঞ্চবিধঃ প্রোক্তো দেবানাং প্রীতিদায়কঃ ॥ ৩৯

সকল প্রকার ভূষণ তাম্রময় করিয়াও দান করিতে পারা যায়। সকল স্থলেই তাম্র সুবর্ণের সদৃশ, কিন্তু অর্ঘ্যপাত্রে সুবর্ণ অপেক্ষাও ফলপ্রদ। ৩০

পূজার্ঘ্যপাত্র, নৈবেদ্যের আধারপাত্র, পানপাত্র যদি উদুম্বরনির্ম্মিত হয়, তাহা হইলে বিষ্ণুর অধিক প্রীতি এবং তোষপ্রদ হয়। ৩১

তাম্রলাভ করিয়া দেবতারা আমোদ করেন, তাম্রেই দেবগণ সর্ব্বদা অবস্থিতি করেন। তাম্র সকলের প্রীতিকর, এই তাম্রের অধিক ব্যবহার করিবে। ৩২

হে ভৈরব! মনুষ্যেরা আপনার সাধ্যমত ভূষণ সকল নির্ম্মাণ করিবে, কিন্তু গ্রীবার ঊর্দ্ধদেশে কখন রৌপ্য ভূষণ ব্যবহার করিবে না। ৩৩

প্রাবার, পানপাত্র, গেণ্ডুক, গৃহ, পর্য্যঙ্ক প্রভৃতির ব্যবহারের বস্তু সকল উপভূষণ বলিয়া বিখ্যাত। ৩৪

স্বর্ণ এবং রৌপ্যের অভাবে লৌহময় এবং কাংস্যময় ব্যতীত অন্যপ্রকার ভূষণ অধঃশরীরে ধারণ করিবে। ৩৫

এই সকল ভূষণের মধ্যে যাহার যেরূপ শক্তি হইবে, সে তত পরিমাণে ভূষণ দান করিবে। সম্ভব হইলে সকলপ্রকার ভূষণই দান করিবে। ৩৬

ভূষণ সর্ব্বদা চতুর্ব্বর্গপ্রদ সৌখ্যদানকারী এবং নিত্য তুষ্টি ও পুষ্টিদায়ক, অতএব যথাশক্তি ভূষণ দান করিবে। ৩৭

সকল দেবতার তুষ্টিপ্রদ ভূষণের বিষয় তোমাদের নিকট বলা হইল। এক্ষণে হে পুত্র বেতাল ও ভৈরব! চন্দনের বিষয় সম্যক্ শ্রবণ কর। চূর্ণীকৃত,

গন্ধচূর্ণং গন্ধপত্রং চূর্ণং সুমনসস্তথা।
প্রশস্তগন্ধযুক্তানাং পত্রচূর্ণানি যানি তু।
তানি গন্ধবহানি স্যুঃ সগন্ধঃ প্রথমঃ স্মৃতঃ ॥ ৪০
ঘৃষ্টো মলয়জো গন্ধঃ সচূর্ণীকৃতমেরুণা।
অগুরুপ্রভৃতিশ্চাপি যস্য পঙ্কঃ প্রদীয়তে।
গন্ধো দৃষ্ট্বামঘৃষ্টোঽয়ং[১] দ্বিতীয়ঃ পরিকীর্ত্তিতঃ ॥ ৪১
দেবদার্বগুরুব্রহ্মশালশারাস্তচন্দনাঃ[২]।
প্রিয়াদীনাং যো দগ্ধ্বা[৩] গৃহ্যতে দাহজো রসঃ।
স দাহাকর্ষিতো গন্ধস্তৃতীয়ঃ পরিকীর্ত্তিতঃ ॥ ৪২
সুগন্ধকরবীবিল্বগন্ধীনি তিলকং তথা।
প্রভৃতীনাং রসো যোঽসৌ নিষ্পীড্য পরিগৃহ্যতে।
সসম্মর্দ্দোদ্ভবো গন্ধঃ সম্মর্দ্দজ ইতীষ্যতে ॥ ৪৩
মৃগনাভিসমুদ্ভূতস্তৎকোষোদ্ভব এব বা।
গন্ধঃ প্রাণ্যঙ্গজঃ প্রোক্তো মোদদঃ স্বর্গবাসিনাম্ ॥ ৪৪
কর্পূরগন্ধসারাদ্যাঃ ক্ষোদে ঘৃষ্টে চ সংস্থিতাঃ।
চন্দ্রভাগাদয়শ্চাপি রসে পঙ্কে চ সঙ্গতাঃ ॥ ৪৫
গন্ধসারং সর্ব্বরসং গন্ধাদৌ চ প্রযুজ্যতে।
মৃগনাভির্ভবেদ্ঘৃষ্টশ্চূর্ণোঽপ্যন্যস্য যোগতঃ ॥ ৪৬
এবং সর্ব্বং তু সর্ব্বত্র গন্ধো ভবতি পঞ্চধা।
ঘৃষ্টাদিভাবাদন্যোন্যং গন্ধঃ প্রীতিকরঃ পরঃ ॥ ৪৭

ঘৃষ্ট, দাহাকর্ষিত, সম্মর্দ্দজ রস অথবা প্রাণীর অঙ্গ সমুদ্ভব—এই পাঁচ প্রকার গন্ধ দেবতাদিগের প্রীতিদায়ক। ৩৮-৩৯

গন্ধদ্রব্যের চূর্ণ, গন্ধপত্র বা পুষ্পের চূর্ণ এবং প্রশস্ত গন্ধযুক্ত বৃক্ষের পত্রচূর্ণ এই সকল প্রকার গন্ধ প্রথমজাতীয় গন্ধের অনুগত। ৪০

চন্দন সরল ও চমেরুর ঘর্ষণ জন্য গন্ধ এবং অগুরু প্রভৃতি ঘর্ষণদ্বারা যাহার পঙ্ক নির্গত করিয়া দেবতাকে অর্পণ করা যায়, তাহা ঘৃষ্ট ও দ্বিতীয় প্রকারের গন্ধ। ৪১

দেবদারু, অগুরু, পত্র, গন্ধসার, চন্দনপ্রিয়া চোঁয়াইয়া যে সুগন্ধি রস নির্গত করা হয়, উহার নাম দাহজ গন্ধ; উহা তৃতীয় প্রকার গন্ধের অন্তর্গত। ৪২

সুগন্ধ করবীর, বিল্ব, গন্ধিনী এবং তিলক প্রভৃতি নিষ্পীড়ন করিয়া যে রস গৃহীত হয়, সেই সম্মর্দ্দজন্য গন্ধের নাম সম্মর্দ্দজ গন্ধ। ৪৩

মৃগনাভি বা তাহার কোষ হইতে যে গন্ধ উৎপন্ন হয়, তাহার নাম প্রাণ্যঙ্গজ গন্ধ, উহা স্বর্গবাসিদের অত্যন্ত মনোহর। ৪৪

কর্পূর এবং গন্ধসারাদি চূর্ণ এবং ঘৃষ্ট এই উভয়ের অন্তর্গত চন্দ্রভাগাদি রস এবং পঙ্কের অন্তর্গত। ৪৫

সকল প্রকার সম্মর্দ্দাদিতে গন্ধসারের প্রয়োগ হয়; অপরের যোগে মৃগনাভি কখন ঘৃষ্ট কখন বা চূর্ণ হয়। ৪৬

১। ঘৃষ্টামঘৃষ্টগন্ধোঽয়ম্।
২। দেবদার্বগুরুপদ্ম-গন্ধরাশাস্তচন্দনাঃ। ৩। গন্ধঃ।

গন্ধস্য বিস্তরো ভেদঃ প্রোক্তঃ কালীয়কাদয়ঃ।
সর্ব্বঃ পঞ্চবিধেষ্বেব প্রবিষ্টো ভবতি ক্ষণাৎ ॥ ৪৮
গন্ধো মলয়জো যস্তু দৈবে পৈত্র্যে চ সম্মতঃ।
তস্য পঙ্কো রসো বাপি চূর্ণো বা বিষ্ণুতুষ্টিদঃ।
সর্ব্বেষু গন্ধজাতেষু প্রশস্তো মলয়োদ্ভবঃ।
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন দদ্যান্মলয়জং সদা ॥ ৪৯
কৃষ্ণাগুরুঃ সকর্পূরঃ সহিতো মলয়োদ্ভবৈঃ।
বৈষ্ণবী প্রীতিদো গন্ধঃ কামাখ্যায়াশ্চ ভৈরব ॥ ৫০
কুঙ্কুমাগুরুকস্তূরীচন্দ্রভাগৈঃ সমীকৃতৈঃ।
ত্রিপুরাপ্রীতিদো গন্ধস্তথা চণ্ড্যাশ্চ শস্যতে ॥ ৫১
দৈবতোদ্দেশপূর্ব্বেণ গন্ধং সম্পূজ্য সাধকঃ।
দেবায়েষ্টায় বিতরেৎ সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদং সদা[১] ॥ ৫২
গন্ধেন লভতে কামান্ গন্ধো ধর্ম্মপ্রদঃ সদা।
অর্থানাং সাধকো গন্ধো গন্ধে মোক্ষঃ প্রতিষ্ঠিতঃ ॥ ৫৩
অয়ং বাং কথিতো গন্ধঃ পুত্রৌ বেতালভৈরবৌ।
পুষ্পাণি দেব্যা বৈষ্ণব্যাঃ[২] প্রিয়াণি শৃণু সম্প্রতি ॥ ৫৪
বকুলৈশ্চৈব মন্দারৈঃ কুন্দপুষ্পৈঃ কুরুণ্টকৈঃ।
করবীরার্কপুষ্পৈশ্চ শাল্মলৈশ্চাপরাজিতৈঃ ॥ ৫৫

এইরূপ সকল প্রকারেই গন্ধ পাঁচ প্রকারের অধিক হয় না। পরস্পরের ঘৃষ্টাদি ভাব থাকাতে গন্ধ সকল অত্যন্ত প্রীতিকর। ৪৭

কালীয়কাদি নানাপ্রকার ভেদ কথিত হইয়াছে। ঐ সকল প্রকার গন্ধই পাঁচ প্রকারের অন্তর্গত। ৪৮

মলয়জ গন্ধ দৈব এবং পৈত্রকার্য্যে সম্মত, তাহার পঙ্কই হউক, রসই হউক অথবা চূর্ণই হউক, বিষ্ণুর তুষ্টিপ্রদ। সকল প্রকার গন্ধের মধ্যে মলয়োদ্ভব অত্যন্ত প্রশস্ত; এই নিমিত্ত অতি যত্নপূর্ব্বক মলয়জদান করিবে। ৪৯

হে ভৈরব! কৃষ্ণ অগুরু, কর্পূর এবং মলয়োদ্ভব একত্র মিশ্রিত হইয়া যে গন্ধ উৎপাদন করে, তাহা বৈষ্ণবী দেবীর এবং কামাখ্যার প্রীতিপ্রদ হয়। ৫০

কুঙ্কুম, অগুরু এবং কস্তূরী ইহারা সমানাংশ চন্দ্রভাগের সহিত মিলিত হইয়া যে গন্ধ উৎপাদন করে, তাহা ত্রিপুরা দেবীর এবং শম্ভু ও চণ্ডিকাদেবীর প্রীতিপ্রদ হয়। সাধক দেবতোদ্দেশপূর্ব্বক গন্ধ অর্চ্চনা করিয়া ইষ্টদেবকে অর্পণ করিলে সকল প্রকার ফলপ্রাপ্ত হয়। ৫১-৫২

গন্ধ দ্বারা কাম লাভ হয়, গন্ধ সর্বদা ধর্ম্মপ্রদ, গন্ধ অর্থের সাধক এবং গন্ধ মোক্ষেরও কারণ। ৫৩

হে পুত্র বেতাল ও ভৈরব! তোমাদিগকে গন্ধের কথা বলিলাম, এক্ষণে বৈষ্ণবী দেবীর প্রিয় পুষ্পের কথা শ্রবণ কর। ৫৪

বকুল, মন্দার, কুন্দ, কুরুণ্টক, করবীর, অর্কপুষ্প, শাল্মল, অপরাজিতা,

---

১। সর্বসাধ্যমবাপ্নুয়াৎ—ইতি পাঠান্তরম্।
২। যানি পুষ্পাণি চ দেব্যাঃ।

দমনৈঃ সিন্ধুবারৈশ্চ সুরভীকুরুবকৈস্তথা।
লতাভির্বৃক্ষবৃক্ষস্য দূর্ব্বাঙ্কুরৈশ্চ কোমলৈঃ ॥ ৫৬
মঞ্জরীভিঃ কুশানাঞ্চ বিল্বপত্রৈঃ সুশোভনৈঃ।
পূজয়েদ্বৈষ্ণবীং দেবীং কামাখ্যাং ত্রিপুরাং তথা ॥ ৫৭
অন্যাশ্চ যাঃ শিবাপ্রীত্যৈ জায়ন্তে পুষ্পজাতয়ঃ।
তা ইমাঃ শৃণু কথ্যন্তে ময়া বেতালভৈরব ॥ ৫৮
মালতী মল্লিকা জাতী যূথিকা মাধবী তথা।
পাটলা করবীরশ্চ জবা নর্কারিকা তথা ॥ ৫৯
কুব্জকস্তগরশ্চৈব কর্ণিকারোঽথ রোচনা।
চম্পকাম্রতকৌ বাণো বর্ব্বরা মল্লিকা তথা ॥ ৬০
অশোকো লোধ্রতিলকৌ অটরূষশিরীষকৌ।
শমীপুষ্পঞ্চ দ্রোণশ্চ পদ্মোৎপলবকারুণাঃ ॥ ৬১
শ্বেতারুণৈস্ত্রিসন্ধ্যৌ চ পলাশঃ খদিরস্তথা।
বনমালাথ সেবন্তী[১] কুমুদোঽথ কদম্বকঃ ॥ ৬২
চক্রং কোকনদঞ্চৈব তণ্ডিলো[২] গিরিকর্ণিকা।
নাগকেশরপুন্নাগৌ কেতক্যঞ্জলিকা তথা ॥ ৬৩
দোহদা বীজপূরশ্চ নমেরুঃ শাল এব চ।
ত্রপুষী চণ্ডবিল্বশ্চ ঝিণ্টী পঞ্চবিধাস্তথা ॥ ৬৪
এবমাদ্যৈস্তুকুসুমৈঃ পূজয়েদ্বরদাং শিবাম্ ॥ ৬৫
অপামার্গস্য পত্রন্তু ততো ভৃঙ্গারপত্রকম্।
ততোঽপি গন্ধিনীপত্রং বলাহকমতঃ পরম্ ॥ ৬৬
তস্মাৎ খদিরপত্রন্তু বঞ্জুলস্তবকস্তথা।
আম্রন্তু বকগুচ্ছন্তু জম্বুপত্রং ততঃ পরম্ ॥ ৬৭
বীজপূরস্য পত্রন্তু ততোঽপি কুশপত্রকম্।
দূর্ব্বাঙ্কুরং ততঃ প্রোক্তং শমীপত্রমতঃ পরম্ ॥ ৬৮

মদন, সিন্ধুবার, সুরভি কুরুবক, লতা, বৃক্ষ, কোমল দূর্বাঙ্কুর, কুশের মঞ্জরী, শোভন এই সকল পুষ্পাদি দ্বারা বৈষ্ণবী দেবী কামাখ্যা এবং ত্রিপুরাকে পূজা করিবে। ৫৫-৫৭

এতদ্ভিন্ন আরও পুষ্পজাতি অন্যান্য দেবীরও প্রীতির নিমিত্ত হয়। হে বেতাল ভৈরব! আমি সেই সকল পুষ্পের বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। ৫৮

মালতী, মল্লিকা, জাতি, যূথিকা, মাধবী, পাটলা, করবীর, জবা নর্কারিকা, কুব্জ, তগর, কর্ণিকার, রোচন, আতাম্র, চম্পক, বাণ, বর্ব্বরা, মল্লিকা, অশোক, তিলক, লোধ্র, অটরূষ, শিরীষ, শমীপুষ্প, দ্রোণ, পদ্ম, উৎপল, করুন, শোভাঞ্জন, পলাশ, খাদির, বনমালা সীমন্তী, কুমুদ, কদম্ব, চক্র, কোকনদ, ভণ্ডিল, গিরিকর্ণিকা, নাগেশ্বর, পুন্নাগ, কেতকী, অঞ্জলিকা, দোহদা, বীজপুর, নমেরু, শাল, ত্রপুষী, চণ্ডবিল্ব, পঞ্চবিধ ঝিণ্টী ইত্যাদি সকল প্রকার কুসুম দ্বারা বরদায়িনী শিবার পূজা করিবে। ৫৯-৬৫

অপামার্গপত্র, ভৃঙ্গারকপত্র, গন্ধিনী-পত্র, বলাহকপত্র, খদিরপত্র, বঞ্জুলস্তবক,

---

১। সেমন্তী। ২। মণ্ডিলো। ৩। রঞ্জনং স্তবকং।

পত্রমামলকং তস্মাদামলং পত্রমন্ততঃ[১] ।
সর্বতো বিল্বপত্রন্তু দেব্যাঃ প্রীতিকরং মতম্ ॥ ৬৯
পুষ্পং কোকনদং পত্রং জবা বন্ধুক এব চ ।
পত্রং বিল্বস্য সর্ব্বেভ্যো বৈষ্ণবীতুষ্টিদং মতম্ ॥ ৭০
সর্ব্বেষাং পুষ্পজাতীনাং রক্তপদ্মমিহোত্তমম্ ॥ ৭১
রক্তপদ্মসহস্রেণ যো মালাং সম্প্রযচ্ছতি ।
ভক্তিযুক্তো মহাদেব্যৈ তস্য পুণ্যফলং শৃণু ॥ ৭২
কল্পকোটিসহস্রাণি কল্পকোটিশতানি চ ।
স্থিত্বা মম পুরে শ্রীমাংস্ততো রাজা ক্ষিতৌ ভবেৎ[২] ॥ ৭৩
পত্রেষু বিল্বপত্রন্তু দেবীপ্রীতিকরং মতম্ ।
তৎসহস্রকৃতা মালা পূর্ব্ববৎ ফলদা ভবেৎ ॥ ৭৪
কিঞ্চাত্র বহুনোক্তেন সামান্যেনেদমুচ্যতে ।
উক্তানুক্তৈস্তথাপুষ্পৈর্জলজৈঃ স্থলসম্ভবৈঃ ॥ ৭৫
পদ্মৈঃ সর্ব্বৈর্যথালাভং সর্ব্বৌষধিগণৈরপি ।
বনজৈঃ সর্ব্বপুষ্পৈশ্চ পত্রৈরপি শিবাং যজেৎ ॥ ৭৬
পূজয়েৎ পরমেশানীং পুষ্পাভাবেঽপি পত্রকৈঃ ।
পত্রাণামপ্যভাবে তু তৃণগুল্মৌষধাদিভিঃ ॥ ৭৭
ঔষধীনামভাবে তু তৎফলৈরপি পূজয়েৎ ।
অক্ষতৈর্বা জলৈর্বাপি তদভাবে তু সর্ষপৈঃ ॥ ৭৮

আম্র-স্তবক, জম্বুপত্র বীজপুর পত্র, কুশপত্র, দূর্বাঙ্কুর, শমীপত্র, আমলকপত্র, আম্রপত্র, ইহারা যথাক্রমে দেবীর অধিক প্রীতিকর এবং সকলের অপেক্ষা বিল্বপত্র প্রীতিকর। ৬৬-৬৯

কোকনদ, পুষ্প, জবা. বন্ধুক এবং বিল্বপত্র ইহা সর্বাপেক্ষা দেবীর অধিক তুষ্টিপ্রদ বলিয়া প্রসিদ্ধ। ৭০

সকল প্রকার পুষ্পের মধ্যে রক্তপদ্মই দেবীপূজায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য। ৭১

যে ব্যক্তি ভক্তিযুক্ত হইয়া সহস্র রক্তপদ্ম দ্বারা মালা নির্ম্মাণ করিয়া মহাদেবীকে অর্পণ করে তাহার ফলের বিষয় শ্রবণ কর। ৭২

সে আমার নগরে শতাধিক সহস্র কল্প বাস করিয়া অন্তে পৃথিবীতে রাজা হইয়া জন্মগ্রহণ করে। ৭৩

পত্রের মধ্যে বিল্বপত্র দেবীর অধিক প্রীতিকর, এই বিল্বপত্রসহস্রদ্বারা মালা নির্ম্মাণ করিয়া দেবীকে অর্পণ করিলে পূর্ব্বোক্ত ফললাভ হয়। ৭৪

অধিক কথা বলিয়া আর ফল কি, সামান্যতঃ এই কথা বলিলেই যথেষ্ট যে, উক্তই হউক আর অনুক্তই হউক; জলজাত হউক বা স্থলজাত হউক, সকল প্রকার পদ্ম, তথা সকল প্রকার ঔষধি, বনজ সকল প্রকার পুষ্প এবং পত্রদ্বারা দুর্গা দেবীর পূজা করিবে। ৭৫-৭৬

পুষ্পের অভাবে সেই পরমেশ্বরী দেবীর পত্রের দ্বারা পূজা করিবে, পত্রের অভাবে তৃণ, গুল্ম এবং ওষধী দ্বারা, ওষধীর অভাবে তাহাদের ফল দ্বারা; তাহার

১। তস্মাদাম্রপত্রং মতং ততঃ।
২। শ্রীমানন্তে মোক্ষমবাপ্নুয়াৎ।

সিতৈস্তস্যাপ্যলাভে তু মানসীং ভক্তিমাচরেৎ ॥ ৭৯
বাজিদন্তকপত্রৈশ্চ পুষ্পৌঘৈরপি পূজয়েৎ[১] ।
তুলসীকুসুমৈঃ পত্রৈরর্চ্চয়েৎ শ্রীবিবৃদ্ধয়ে ॥ ৮০
পুরশ্চরণকার্য্যেষু বিল্বপুষ্পযুতৈস্তিলৈঃ ।
সাক্ষতৈঃ সঘৃতৈর্বাপি শিবামুদ্দিশ্য যত্নতঃ ।
জুহুয়াদনলং বৃদ্ধং সংস্কৃতং কামবৃদ্ধয়ে ॥ ৮১
সঙ্কল্পিতঃ কামসিদ্ধ্যৈ সংখ্যয়া যঃ কৃতো জপঃ ।
তদন্তে পূজনং যত্তু বিহিতং ক্রিয়তে দ্বিজৈঃ ।
পুরশ্চরণসংজ্ঞস্তু কীর্ত্তিতং দ্বিজসত্তমৈঃ ॥ ৮২
তস্মিন্ পুরাণকে পূর্ব্বং পূর্ব্বোক্তৈর্বিস্তরোদিতৈঃ ।
বিধানৈঃ পূজয়েদ্দেবীং কামাখ্যাং বৈষ্ণবীমপি ॥ ৮৩
যথাসম্ভবমেবাত্র দদ্যাৎ ষোড়শ সাধকঃ ।
উপচারাংস্তথৈবোক্তান্ বিধিকৃত্যান্ন লঙ্ঘয়েৎ ॥ ৮৪
সম্পূর্ণং পূজনং কৃত্বা কল্পোক্তং শতধা জপেৎ ।
জপান্তে জুহুয়াদগ্নিং হোমান্তে তু বলিত্রয়ম্ ॥ ৮৫
ত্রিজাতীয়ন্তু বিতরেত্তৌর্য্যত্রিকমতঃ পরম্ ।
পত্নী স্বয়ং বা ভ্রাতা বা গুরুর্বা বিনিযোজয়েৎ ॥ ৮৬
নৈবেদ্যাদীনি সর্ব্বাণি স্বপুত্রঃ শিষ্য এব বা ।
যজ্ঞাবসানে দদ্যাত্তু গুরবে দক্ষিণাং শুভাম্ ॥ ৮৭
চামীকরং তিলাঙ্গাঞ্চ তদশক্তৌ তু চেলকম্ ।
অষ্টম্যাং শুক্লপক্ষস্য ব্রহ্মচারী জিতেন্দ্রিয়ঃ ।
নবম্যাং বা চতুর্দ্দশ্যাং মহাদেব্যাঃ পুরশ্চরেৎ ॥ ৮৮

অভাবে আতপ তণ্ডুল বা জল দ্বারা, তাহার অভাবে শ্বেত সর্ষপ দ্বারা, তাহারও অভাব হইলে মানসিক ভক্তি করিবে। ৭৭-৭৯

বাজিদন্তক পত্র বা পুষ্প অথবা তুলসীর পত্র ও পুষ্প দ্বারা শ্রীর বৃদ্ধি কামনায় চণ্ডিকাদেবীর পূজা করিবে। ৮০

পুরশ্চরণ কার্য্যে তিলযুক্ত বিল্বপত্র দ্বারা কামনার বৃদ্ধির নিমিত্ত প্রজ্বলিত এবং সংস্কৃত অগ্নিতে হোম করিবে। ৮১

কামনার বৃদ্ধির নিমিত্ত সঙ্কল্পপূর্ব্বক গণনা করিয়া যে জপ করা হয়, সেই জপের অন্তে ব্রাহ্মণগণ যে পূজা করেন, ব্রাহ্মণগণ তাহাকে পুরশ্চরণ বলিয়া অভিহিত করেন। ৮২

সেই পুরশ্চরণ কার্য্যে পূর্ব্বোক্ত বিধি দ্বারা কামাখ্যা এবং বৈষ্ণবী দেবীর পূজা করিবে। সাধক এই পূজাতেও যথাসম্ভব ষোড়শ প্রকার উপচার দান করিবে, বিধি বিহিত কার্য্যের লঙ্ঘন করিবে না। ৮৩-৮৪

কল্পোক্ত পূজা সম্পূর্ণ করিয়া দশবার মূলমন্ত্র জপ করিবে, জপের পর হোম করিবে, তদনন্তর তিনটি বলিপ্রদান করিবে। ৮৫

তদনন্তর তিন প্রকার তৌর্য্যত্রিকের প্রয়োগ করিবে এবং পত্নী স্বয়ং ভ্রাতা অথবা গুরু অথবা স্বপুত্র কিংবা শিষ্য নৈবেদ্য আদির যোজনা করিবে। ৮৬

যজ্ঞের অবসানে গুরুকে শুভ দক্ষিণা দান করিবে। ৮৭

১। চণ্ডিকাম্।

আদদ্যাদ্ গুরুবক্ত্রাত্তু বিধিনা বিস্তরেণ তু।
কল্পোদিতেন সম্পূজ্য তিথিষ্বেতাসু ভৈরব ॥ ৮৯
সম্পূর্ণপূজাং নো কৃত্বা ন দদ্যান্মন্ত্রমীপ্সিতম্।
ন পুরশ্চরণং বাপি কুর্য্যাৎ কৃত্বাঽবসীদতি ॥ ৯০
নিত্যপূজা সা তু পুনঃ সম্পূর্ণা যদি শক্যতে।
কল্পোদিতং পূজয়িতুং তদা কুর্য্যাদতন্দ্রিতঃ ॥ ৯১
ন চেদ্বিস্তরশঃ কর্ত্তুং দেব্যাঃ পূজাস্তু ভৈরব।
কল্পোক্তাং বাস্তদেবস্য তত্রায়ং বিধিরুচ্যতে ॥ ৯২
মার্জ্জনাদ্যৈস্তু সংস্কৃতা স্থণ্ডিলে মণ্ডলং লিখেৎ।
পাত্রস্য প্রতিপত্তিস্তু কৃত্বা দাহং প্লবং তথা ॥ ৯৩
ধ্যায়েদাত্মানমথ চ সংস্কৃত্যাঙ্গস্বরূপতঃ।
অঙ্গুষ্ঠাদ্যস্ত্রপর্য্যন্তং দ্বাদশাঙ্গস্য শুদ্ধয়ে।
অর্ঘ্যপাত্রেঽষ্টধা জপ্ত্বা উপচারান্ প্রসেচয়েৎ।
আধারশক্তিপ্রমুখং মূলবর্ণান্ প্রযুজ্য চ ॥ ৯৪
হৃদিস্থাং দেবতাং ধ্যাত্বা বহিঃকৃত্যঞ্চ বায়ুনা।
আরোপ্য মণ্ডলে দদ্যাদুপচারান্ যথাবিধি[১] ॥ ৯৫
পূজয়িত্বা ষড়ঙ্গানি তথাষ্টৌ দলদেবতাঃ।
পুষ্পাঞ্জলিত্রয়ং দত্ত্বা জপ্ত্বা স্তুত্বা প্রণম্য চ ॥ ৯৬

ঐ দক্ষিণার দ্রব্য সুবর্ণ তিল এবং গাভী। ইহাতে অশক্ত হইলে চেলীর যোড় দক্ষিণা দিবে। শুক্লপক্ষের অষ্টমী, নবমী অথবা চতুর্দ্দশীতে জিতেন্দ্রিয় এবং ব্রহ্মচারী হইয়া মহাদেবীর পুরশ্চরণ করিবে। ৮৮

হে ভৈরব! এই সকল তিথিতে কল্পোদিত বিস্তৃত বিধি অনুসারে পূজা করিয়া গুরুবক্ত্র হইতে মন্ত্র গ্রহণ করিবে। ৮৯

সম্পূর্ণ পূজা না করিয়া অভীপ্সিত মন্ত্র গ্রহণ করিবে না এবং পুরশ্চরণও করিবে না, যদি করে তাহা হইলে অবসাদ প্রাপ্ত হইবে। ৯০

নিত্য পূজাতেও যদি কল্পোদিত সম্পূর্ণ পূজা করিতে সক্ষম হয়, তাহা হইলে আলস্য ত্যাগ করিয়া তাহা করিবে। ৯১

হে ভৈরব! যদি দেবীর বা অন্য দেবতার কল্পোক্ত বিস্তর পূজা করিতে সক্ষম না হয়, তাহা হইলে বক্ষ্যমাণ বিধির অনুসরণ করিবে। ৯২

মার্জ্জনাদি দ্বারা সংস্কার করিয়া স্থণ্ডিলে মণ্ডল অঙ্কিত করিবে এবং পাত্রের প্রতিপত্তি দাহ এবং প্লব করিবে। ৯৩

তদনন্তর আত্মার অনুরূপ সংস্কার করিয়া ধ্যান করিবে। অনন্তর শুদ্ধির নিমিত্ত অঙ্গুষ্ঠাদি হইতে অস্ত্র পর্য্যন্ত দ্বাদশ প্রকার ন্যাস করিয়া অর্ঘ্যপাত্রে আট বার মূলমন্ত্র জপ করিয়া উপচার সকল ঐ জল দ্বারা সিঞ্চন করিয়া আধারশক্তি আদি সুমেরু পর্য্যন্ত পীঠদেবতার পূজা করিবে। ৯৪

অনন্তর হৃদয়স্থিত দেবতার ধ্যান করিয়া এবং বায়ুর সহিত হৃদয় হইতে তাঁহাকে বাহির করিয়া মণ্ডলে আরোপ করিয়া যথাশক্তি উপচার প্রদান করিবে। ৯৫

১। যথাশুভান্—ইতি পাঠান্তরম্।

মুদ্রামগ্রে প্রদর্শ্যাথ ততঃ পশ্চাদ্বিসর্জ্জয়েৎ।
সর্ব্বেষামেব দেবানামেষ এব বিধিঃ স্মৃতঃ ॥ ৯৭
সম্যক্ কল্পোদিতা পূজা যদি কর্ত্তুং ন শক্যতে।
উপচারাংস্তথা দাতুং পঞ্চৈতাং বিতরেত্তদা ॥ ৯৮
গন্ধং পুষ্পঞ্চ ধূপঞ্চ দীপং নৈবেদ্যমেব চ।
অভাবে পুষ্পতোয়াভ্যাং তদভাবে তু ভক্তিতঃ ॥ ৯৯
সঙ্ক্ষেপপূজা কথিতা তথা বস্ত্রাদিকং পুনঃ।
পুরশ্চরণকৃত্যে[১] চ প্রদীপং শৃণু ভৈরব ॥ ১০০
দীপেন লোকান্ জয়তি দীপস্তেজোময়ঃ স্মৃতঃ।
চতুর্ব্বর্গপ্রদো দীপস্তস্মাদ্দীপৈর্যজেচ্ছ্রিয়ম্ ॥ ১০১
সততং পুষ্পদীপাভ্যাং পূজয়েদ্ যস্তু দেবতাম্।
তাভ্যামেব চতুর্ব্বর্গঃ কথিতো নাত্র সংশয়ঃ[২] ॥ ১০২
পুষ্পৈর্দেবাঃ প্রসীদন্তি পুষ্পে দেবাশ্চ সংস্থিতাঃ।
চরাচরাশ্চ সকলাঃ সদা পুষ্পরসাঃ স্মৃতাঃ ॥ ১০৩
কিঞ্চাতিবহুনোক্তেন পুষ্পস্যোক্তির্মতল্লিকা।
পরং জ্যোতিঃ পুষ্পগতং পুষ্পেনৈব প্রসীদতি ॥ ১০৪
ত্রিবর্গসাধনং পুষ্পং তুষ্টিশ্রীপুষ্টিমোক্ষদম্[৩] ॥ ১০৫

তাহার পর ষড়ঙ্গ পূজা, অষ্টদল দেবতার পূজা, জপ, স্তব এবং প্রণাম করিয়া তিন বার পুষ্পাঞ্জলি দান করিবে। ৯৬

তদনন্তর দেবতার সম্মুখে মুদ্রা প্রদর্শন করিয়া বিসর্জ্জন করিবে। সকল প্রকার দেবতারই এইরূপ পূজাবিধি জানিবে। ৯৭

যদি কল্পোক্ত সম্যক্ পূজা করিতে অক্ষম হয় এবং সকল প্রকার উপচার দান করিতে অক্ষম হয়, তাহা হইলে বক্ষ্যমাণ পাঁচ উপচার দান করিবে। ৯৮

গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ এবং নৈবেদ্য এই পাঁচ প্রকার উপচারের অভাবে পুষ্প এবং জল দিয়া পূজা করিবে এবং তাহারও অভাব হইলে কেবল ভক্তি দ্বারা পূজা করিবে। ৯৯

হে ভৈরব! সংক্ষেপ পূজা, বস্ত্রাদি এবং পুরশ্চরণ কার্য্যের বিষয় বলা হইল। এক্ষণে দীপের কথা শুন। ১০০

দীপ দ্বারা লোক জয় হয়, এই দীপ তেজোময় এবং চতুর্ব্বর্গপ্রদ, এই নিমিত্ত দীপ দ্বারা পূজা করা বিধেয়। ১০১

যে সর্ব্বদা পুষ্প দীপ দ্বারা দেবতার পূজা করে, তাহা দ্বারাই সে স্বর্গগামী হয়, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। ১০২

পুষ্প দ্বারা দেবতা প্রসন্ন হন, পুষ্পেই দেবতাদিগের স্থিতি এবং চরাচর সকল পুষ্পরস বলিয়া অভিহিত হয়। ১০৩

পুষ্পের অতি প্রশস্ততার বিষয় আর কত বলিব? সেই পরম জ্যোতিঃ স্বরূপ পরমাত্মা পুষ্পে বাস করেন এবং পুষ্প দ্বারাই প্রসন্ন হন। ১০৪

পুষ্প ত্রিবর্গের সাধন এবং তুষ্টি, পুষ্টি ও প্রমোদদায়ক। ১০৫

১। পুরশ্চরণকৃত্যং চ।
২। তাভ্যামেব স্বর্গগঃ কথিতঃ স্যান্নাত্রাত্র সংশয়ঃ।
৩। মোদনম্।

পুষ্পমূলে বসেদ্ ব্রহ্মা পুষ্পমধ্যে তু কেশবঃ।
পুষ্পাগ্রে তু মহাদেবঃ সর্ব্বে দেবাঃ স্থিতা দলে ॥ ১০৬
তস্মাৎ পুষ্পৈর্যজেদ্দেবান্ নিত্যং ভক্তিযুতো নরঃ।
উচ্চারিতং নামমাত্রং জায়তে সর্ব্বভূতয়ে ॥ ১০৭
ঘৃতপ্রদীপঃ প্রথমস্তিলতৈলোদ্ভবস্ততঃ।
সার্ষপঃ ফলনির্য্যাসজাতো বা রাজিকোদ্ভবঃ।
দধিজশ্চান্নজশ্চৈব দীপাঃ সপ্ত প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥ ১০৮
পদ্মসূত্রভবা দর্ভগর্ভসূত্রভবাঽথবা।
শণজা বাদরী বাপি ফলকোষোদ্ভবা তথা।
বর্ত্তিকা দীপকৃত্যেষু সদা পঞ্চবিধাঃ স্মৃতাঃ ॥ ১০৯
তৈজসং দারবং লৌহং মার্ত্তিক্যং নারিকেলজম্।
তৃণধ্বজোদ্ভবং বাপি দীপপাত্রং প্রশস্যতে ॥ ১১০
দীপবৃক্ষাশ্চ কর্ত্তব্যা তৈজসাদ্যৈস্তু ভৈরব।
বৃক্ষেষু দীপো দাতব্যো ন তু ভূমৌ কদাচন ॥ ১১১
সর্ব্বংসহা বসুমতী সহতে ন ত্বিদং দ্বয়ম্।
অকার্য্যপাদঘাতঞ্চ দীপতাপং তথৈব চ ॥ ১১২
তস্মাদ্ যথা তু পৃথিবী তাপং নাপ্নোতি বৈ তথা।
দীপং দদ্যান্মহাদেব্যৈ অন্যেভ্যোঽপি চ ভৈরব ॥ ১১৩
কুর্ব্বন্তং পৃথিবীতাপং যো দীপমুৎসৃজেন্নরঃ।
স তাম্রতাপং[১] নরকং প্রাপ্নোত্যেব শতং সমাঃ ॥ ১১৪

পুষ্পের মূলে ব্রহ্মা বাস করেন, পুষ্পের মধ্যে কেশব এবং অগ্রভাগে মহাদেব বাস করেন, পুষ্পের দলে সকল দেবতা অবস্থান করেন। ১০৬

এই হেতু মনুষ্য ভক্তিযুক্ত হইয়া পুষ্প দ্বারা দেবতাদিগের পূজা করিবে। পুষ্পের নাম মাত্র উচ্চারণে সকল প্রকার বিভূতি লাভ হয়। ১০৭

প্রদীপ সাত প্রকার ;—ঘৃত প্রদীপ, তিলতৈলযুক্ত প্রদীপ, সর্ষপ-তৈলযুক্ত প্রদীপ, নির্যাসজাত প্রদীপ, রাজিকাজাত প্রদীপ, দধিজাত প্রদীপ এবং অন্নজাত প্রদীপ। ১০৮

পদ্মসূত্র ভব, দর্ভ, গর্ভসূত্র ভব, শণজা, বাদরী ফলকোষোদ্ভবা এই পাঁচ প্রকার বাতি দীপকার্য্যে ব্যবহৃত হয়। ১০৯

তৈজস, দারুময়, লৌহনির্ম্মিত, মৃন্ময় এবং নারিকেলজাত এই কয় প্রকার দীপই প্রশস্ত। ১১০

হে ভৈরব। প্রদীপের আধার ও তৈজসাদির নির্ম্মাণ করিবে, অথবা বৃক্ষের উপরে দীপ দান করিবে, কদাচ ভূমিতে দীপ দান করিবে না। ১১১

বসুমতী সকলই সহ্য করেন বটে কিন্তু দুইটি সহ্য করিতে পারেন না ; অকার্য্যের নিমিত্ত পদাঘাত এবং প্রদীপের তাপ। ১১২

অতএব যাহাতে পৃথিবী তাপ না পান সেইরূপে, হে ভৈরব। মহাদেবী এবং অন্য দেবতাদিগকে দীপ দান করিবে। ১১৩

পৃথিবীকে তাপ দান করে, সে ব্যক্তি তাম্রতাপ নরক প্রাপ্ত হয়, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। ১১৪

১। পাত্রতাপনরকং—ইতি পাঠান্তরম্।

সুবৃত্তবর্ত্তিঃ সুস্নেহঃ পাত্রভগ্নঃ সুদর্শনঃ[১] ।
সুচ্ছায়ে বৃক্ষকোটৌ তু দীপং দদ্যাৎ প্রযত্নতঃ ॥ ১১৫
লভ্যতে যস্য তাপস্তু দীপস্য চতুরঙ্গুলাৎ ।
ন স দীপ ইতি খ্যাতো হ্যোঘবহ্নিস্তু স শ্রুতঃ ।
নেত্রাহ্লাদকরঃ স্বর্চ্চির্দ্দূরতাপবিবর্জ্জিতঃ ॥ ১১৬
সুশিখঃ শব্দরহিতো নির্ধূমো নাতিহ্রস্বকঃ ।
দক্ষিণাবর্ত্তবর্ত্তিস্তু প্রদীপঃ শ্রীবিবৃদ্ধয়ে ॥ ১১৭
দীপবৃক্ষস্থিতে পাত্রে শুদ্ধস্নেহপ্রপূরিতে ।
দক্ষিণাবর্ত্তবর্ত্ত্যা তু চারুদীপ্তঃ প্রদীপকঃ ॥ ১১৮
উত্তমঃ প্রোচ্যতে পুত্র[২] সর্ব্বতুষ্টিপ্রদায়কঃ ।
বৃক্ষেণ বর্জ্জিতো দীপো মধ্যমঃ পরিকীর্ত্তিতঃ ॥ ১১৯
বিহীনঃ পাত্রতৈলাভ্যামধমঃ পরিকীর্ত্তিতঃ ॥ ১২০
শাণং বা দারবং বস্ত্রং জীর্ণং মলিনমেব বা ।
উপযুঞ্জ্যাৎ নাদদ্যাদ্বর্ত্তিকার্থন্তু সাধকঃ ॥ ১২১
উপাদদ্যান্নূতনমেব সততং শ্রীবিবৃদ্ধয়ে ।
কোষজং রোমজং বস্ত্রং বর্ত্তিকার্থং ন চাদদেৎ ॥ ১২২
ন মিশ্রীকৃত্য দদ্যাত্তু দীপে স্নেহঘৃতাদিকান্ ।
কৃত্বা মিশ্রীকৃতং স্নেহং তামিস্রং নরকং ব্রজেৎ ॥ ১২৩
বসামজ্জাস্থিনির্য্যাসৈঃ স্নেহৈঃ প্রাণ্যঙ্গসম্ভবৈঃ ।
প্রদীপং নৈব কুর্য্যাত্তু কৃত্বা পঙ্কেঽবসীদতি ॥ ১২৪

শোভন বৃত্তাকার বর্ত্তিযুক্ত, সুস্নেহ, অভগ্নপাত্রে স্থিত, সুদৃশ্য সুচ্ছায় এইরূপ বৃক্ষকোষে যত্নপূর্ব্বক দীপ দান করিবে। ১১৫

যে দীপের তাপ চতুরঙ্গুলি দূর হইতে পাওয়া যায়, তাহা দীপ নয়, তাহা পাপবহ্নি বলিয়া অভিহিত হয়। ১১৬

নেত্রাদির আহ্লাদকর, শোভন অর্চ্চিযুক্ত, ভূমি তাপ বিবর্জ্জিত সুশিখ, শব্দ-শূন্য, নির্ধূম অতিহ্রস্ব এবং দক্ষিণাবর্ত্ত বর্ত্তিযুক্ত প্রদীপই শ্রীবৃদ্ধিকারক। ১১৭

দীপ যদি বৃক্ষে স্থিত হয় এবং পাত্র স্নেহদ্বারা পরিপূরিত থাকে, বর্ত্তী (সলিতা) যদি দক্ষিণাবর্ত্তে অবস্থিত হইয়া উজ্জ্বলভাবে জ্বলে তাহা হইলে হে পুত্র! সেই দীপই সর্ব্বোত্তম এবং সকলের তুষ্টিপ্রদ। ১১৮

যদি ঐরূপ দীপ বৃক্ষে না থাকে তাহা হইলে উহা মধ্যম বলিয়া কীর্ত্তিত হয়। ১১৯

যদি দীপপাত্র তৈলদ্বারা হীন হয়, তাহা হইলে উহা অধম বলিয়া গণিত হয়। ১২০

সাধক শণসূত্র বা বৃক্ষের ত্বক্ নির্ম্মিত কিম্বা জীর্ণ অথবা শক্ত অথচ মলিন বস্ত্র সলিতা নির্ম্মাণের নিমিত্ত গ্রহণ করিবে না। ১২১

শ্রীবৃদ্ধির নিমিত্ত সর্ব্বদা নূতনের দ্বারাই সলিতা পাকাইবে, কোষজ বা রোমজ বস্ত্রও সলিতার নিমিত্ত গ্রহণ করিবে না। ১২২

ঘৃত তৈলাদি মিশাইয়া দীপের স্নেহ করিবে না, যে ব্যক্তি ঘৃত তৈলাদি মিলাইয়া প্রদীপে স্নেহ দান করে, সে তামিস্র নরকে গমন করে। ১২৩

১। পাত্রেঽভগ্নে সুদর্শনে। ২। দীপঃ।

অস্থিপাত্রেঽথ বা পচ্যোদ্দুর্গন্ধাস্থিপবাসিনি।
নৈব দীপঃ প্রদাতব্যো বিবুধৈঃ শ্রীবিবৃদ্ধয়ে[১] ॥ ১২৫
নৈব নির্বাপয়েদ্দীপং কদাচিদপি যত্নতঃ।
সততং লক্ষণোপেতং দেবার্থমুপকল্পিতম্ ॥ ১২৬
ন হরেজ্জ্ঞানতো দীপং তথা লোভাদিনা নরঃ।
দীপহর্ত্তা ভবেদন্ধঃ কাণো নির্বাপকো ভবেৎ ॥ ১২৭
উদ্দীপ্তদীপ্তপ্রতিমঃ কাষ্ঠকাণ্ডসমুদ্ভবঃ।
বিল্বেধ্মোদ্ভবমেবাথ দীপালাভে নিবেদয়েৎ ॥ ১২৮
উল্মুকং নৈব দীপার্থে কদাচিদপি চোৎসৃজেৎ।*
প্রসন্নার্থন্তু তং দদ্যাদুপচারাদ্বহিষ্কৃতম্।
এবং বাং কথিতো দীপো ধূপঞ্চ শৃণুতং সুতৌ ॥ ১২৯
নাসাক্ষিরন্ধ্রসুখদঃ সুগন্ধোঽতিমনোহরঃ।
দহ্যমানস্য কাষ্ঠস্য প্রযতস্যেতরস্য চ ॥ ১৩০
পরাগস্যাথবা ধূমো নিস্তাপো যস্য জায়তে ॥
স ধূপ ইতি বিজ্ঞেয়ো দেবানাং তুষ্টিদায়কঃ ॥ ১৩১
রাশীকৃতৈর্ন চৈকত্র তৈর্দ্রব্যৈঃ পরিপূজয়েৎ।
তুষাগ্নিবর্ত্তুলাং কৃত্বা ন তৎ ফলমবাপ্নুয়াৎ ॥ ১৩২
শ্রীচন্দনঞ্চ সরলঃ শালঃ কৃষ্ণাগুরুস্তথা।
উদয়ঃ সুরথস্কন্দো রক্তবিদ্রুম এব চ ॥ ১৩৩
পীতশালঃ পরিমলো বিমর্দ্দী কাশলস্তথা।
নমেরুর্দেবদারুশ্চ বিল্বসারোঽথ খাদিরঃ ॥ ১৩৪

বসা, মজ্জা এবং অস্থি নির্য্যাস প্রভৃতি প্রাণীর অঙ্গ-সমুদ্ভব স্নেহ দ্বারা প্রদীপ জ্বালিবে না। ঐরূপ স্নেহ দ্বারা প্রদীপ জ্বালিলে নরকে গমন করে। ১২৪

জ্ঞানবান্ সাধক শ্রীবৃদ্ধির অভিলাষী হইয়া অস্থি নির্ম্মিত পাত্রে অথবা পচা দুর্গন্ধাদি যুক্ত পাত্রে প্রদীপ স্থাপন করিবে না। ১২৫

যত্নপূর্ব্বক কখনও লক্ষণযুক্ত এবং দেবতার নিমিত্ত উপকল্পিত প্রদীপ নির্বাণ করিবে না। ১২৬

জ্ঞানপূর্ব্বক অথবা লোভাদির বশীভূত হইয়া কখনও প্রদীপ হরণ করিবে না, কারণ দীপহরণকারী অন্ধ হয় এবং নির্ব্বাপক কাণা হয়। ১২৭

দেবতার প্রসন্নার্থ অপর উপচার হইতে পৃথক্ দীপ দান করিবে। এই ত দীপের বিষয় বলা হইল, এক্ষণে ধূপের বিষয় শ্রবণ কর। ১২৮-১২৯

নাসা এবং অক্ষিরন্ধ্রের সুখদ সুগন্ধ অতি মনোহর দহনশীল কাষ্ঠের অথবা অপর কোনরূপ পবিত্র চূর্ণ দ্রব্যের যে তাপশূন্য ধূপ উৎপন্ন হয়, তাহার নামই ধূপ, উহা দেবতাদিগের তুষ্টিপ্রদ। ১৩০-৩১

তুষাগ্নির ন্যায় ঐ সকল দ্রব্য রাশীকৃত করিয়া প্রধূপিত করিবে না, কারণ ঐরূপ করিলে তাহার ফল প্রাপ্ত হয় না। ১৩২

শ্রীচন্দন, সরল, সাল, কৃষ্ণাগুরু, উদয়, সুরথ, স্কন্দী, রক্তবিদ্রুম, পীতশাল,

---

১। সাধকানাং বিবৃদ্ধয়ে—ইতি পাঠান্তরম্।
* উদ্দীপ্তেত্যাদি-পাদষট্কং পুস্তকান্তরসম্মতম্।

সন্তানঃ পারিজাতশ্চ হরিচন্দনবল্লভৌ।
বৃক্ষেষু ধূপাঃ সর্ব্বেষাং প্রীতিদাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ ॥ ১৩৫
অরালঃ সহ সূত্রেণ শ্রীবাসঃ পট্টবাসকঃ।
কর্পূরঃ শ্রীকরশ্চৈব পরাগঃ শ্রীহরামলৌ ॥ ১৩৬
সর্ব্বৌষধীর জাতীব বরাহশ্চূর্ণ উৎকলঃ।
জাতীকোষস্য চূর্ণঞ্চ গন্ধঃ কস্তুরিকা তথা।
ক্ষোদে বৃত্তে চ গদিতা ধূপা এতে উদাহৃতাঃ ॥ ১৩৭
যক্ষধূপো বৃক্ষধূপঃ শ্রীপিষ্টোঽগুরুঝর্ঝরঃ।
পত্রিবাহঃ পিণ্ডধূপঃ সুগোলঃ কণ্ঠ এব চ ॥ ১৩৮
অন্যোন্যযোগা নির্য্যাসা ধূপা এতে প্রকীর্ত্তিতাঃ।
এতৈর্বিধূপয়েদ্দেবান্ ধূমিভিঃ কৃষ্ণবর্ত্মনা।
যেষাং ধূপোদ্ভবৈর্ঘ্রাণৈস্তুষ্টিং গচ্ছন্তি জন্তবঃ ॥ ১৩৯
নির্য্যাসশ্চ পরাগশ্চ কাষ্ঠং গন্ধং তথৈব চ।
কৃত্রিমশ্চেতি পঞ্চৈতে ধূপাঃ প্রীতিকরাঃ পরাঃ ॥ ১৪০
ন যক্ষধূপং বিতরেন্মাধবায় কদাচন।
ন রক্তং বিক্রমং মহ্যং সুরথং কদ্রিলং তথা ॥ ১৪১
যক্ষধূপঃ পত্রিবাহঃ পিণ্ডধূপঃ সুগোলকঃ।
কৃষ্ণাগুরুঃ সকর্পূরো মহামায়াপ্রিয়ঃ স্মৃতঃ ॥ ১৪২
বৃক্ষধূপেন বা দেবীং মহামায়াং প্রপূজয়েৎ।
মেদোমজ্জাসমাযুক্তান্ ন ধূপান্ বিনিযোজয়েৎ ॥ ১৪৩

পরিমল, বিমর্দ্দী, কাশন, নমেরু, দেবদারু, বিল্বশাখা, দাড়িম, সন্তান, পারিজাত, হরিচন্দন, বল্লভ, এই সকল বৃক্ষের ধূপ সকলের প্রীতিপ্রদ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে ১৩৩-৩৫

সূত্রের সহিত অরাল, শ্রীবাস, অমল, সর্ব্বৌষধিরজঃ, জাতিবারাহ চূর্ণ, তাহার কণা জাতীকোষের চূর্ণ, গন্ধ এবং কস্তুরিকা ইহাদের চূর্ণ করিলেও ইহারা ধূপ বলিয়া কথিত হয়। ১৩৬-১৩৭

যক্ষধূপ, বৃক্ষধূপ, শ্রীপিষ্ঠ, নির্জ্জর, পরিবাহ, পিণ্ডধূপ, সুগোলকণ্ঠ পরস্পর যুক্ত নির্য্যাস ধূপের এই কয়টি ভেদ কীর্ত্তিত হইয়াছে। ১৩৮

ইহাদের অগ্নির ধূম দ্বারা দেবতা সকলকে ধূপিত করিবে, কারণ ইহাদিগের ধূমোদ্ভব গন্ধ আঘ্রাণ করিয়া প্রাণিগণ তৃপ্তি লাভ করে। ১৩৯

নির্য্যাস (আটারূপ), পরাগ (গুড়াদ্রব্য) কাষ্ঠ, গন্ধ এবং এই পাঁচ প্রকার ধূপের আকার, ইহারা শুভদায়ক এবং প্রীতিকর। ১৪০

যক্ষধূপ এবং কাশন ইহা মাধবকে দান করিবে না এবং রক্তবিক্রম সুরথ বা কদ্রিল আমাকে দিবে না। ১৪১

যক্ষধূপ, পত্রিবাহ, পিণ্ডধূপ, সুগোলক, কৃষ্ণাগুরু এবং সুকর্পূর ইহারা মহামায়ার প্রিয়। ১৪২

অথবা মহামায়া দেবীকে বৃক্ষধূপ দ্বারা পূজা করিবে। মেদ ও মজ্জাযুক্ত পরকীয়, পূর্ব্ব আঘ্রাত, অপহরণ করিয়া আনীত অথবা যাচিত ধূপ কখনই দান করিবে না। ১৪৩

পরকীয়াংস্তথাঘ্রাতাংস্তেঽপি কৃত্যাভিমর্দ্দিতান্ ।
পুষ্পং ধূপঞ্চ গন্ধঞ্চ উপাচারাংস্তথাপরান্ ।
ঘ্রাত্বা নিবেদ্য দেবেভ্যো নরো নরকমাপ্নুয়াৎ ॥ ১৪৪
ন ভূমৌ বিতরেদ্ ধূপং নাসনে ন ঘটে তথা ।
যথাতথাধারগতাং কৃত্বা তদ্বিনিবেদয়েৎ ॥ ১৪৫
রক্তবিক্রমশালৌ চ সুরথঃ সুরলস্তথা[১] ।
সন্তানকো নমেরুশ্চ কালাগুরুসমন্বিতঃ ।
জাতীকোষাক্ষসংযুক্তো ধূপঃ কামেশ্বরীপ্রিয়ঃ ॥ ১৪৬
ত্রিপুণ্যায়াস্তথৈবায়ং মাতৃণামপি নিত্যশঃ ।
সর্ব্বেষাং পীঠদেবানাং রুদ্রাদীনাঞ্চ পুত্রকঃ ॥ ১৪৭
এষ রাং কথিতো ধূপঃ শৃণু তন্নেত্ররঞ্জনম্ ।
যেন তুষ্যতি কামাখ্যা ত্রিপুরাবৈষ্ণবী তথা ॥ ১৪৮
সৌবীরং যামুনং তুত্থং ময়ূরযামুনং তথা ।
দর্ব্বিকা মেঘনীলশ্চ অঞ্জনানি ভবন্তি ষট্ ॥ ১৪৯
স্রবদ্দ্রুমঞ্চ সৌবীরং যামুনং প্রস্তরং তথা ।
ময়ূরগ্রীবকং রত্নং[১] মেঘনীলস্তু তৈজসম্ ॥ ১৫০
ঘৃষ্টানি গ্রাহ্য চৈতানি শিলায়াং তৈজসেঽথ বা ।
প্রদদ্যাৎ সর্ব্বদেবেভ্যো দেবীভ্যশ্চাপি পুত্রক ॥ ১৫১
ঘৃততৈলাদিযোগেন তাম্রাদৌ দীপবহ্নিনা ।
যদঞ্জনং জায়তে তু দর্ব্বিকা পরিকীর্ত্তিতা ॥ ১৫২

মনুষ্য দ্বারা পুষ্প, ধূপ, গন্ধ এবং উপচার যদি আঘ্রাত হয়, তাহা হইলে দেবতাকে দিবে না, ঐ আঘ্রাত বস্তু দান করিলে নরকে গমন করে। ১৪৪

মৃত্তিকার আসনে অথবা ঘটে রাখিয়া ধূপ দান করিবে না, যেরূপ হউক, কোন প্রকার আসনে রাখিয়া উহা দান করিবে। ১৪৫

রক্তবিক্রম, শাল, সুরথ, সুরল, সন্তানক, নমেরু, কালাগুরু এই কয় প্রকার বৃক্ষসংসক্ত জাতীকোষ জন্য ধূপ কামেশ্বরী দেবীর প্রিয়। ১৪৬

হে পুত্রদ্বয়! এই ধূপ ত্রিপুরা দেবীর মাতৃগণের এবং কান্তাদি পীঠদেবতা সকলের নিত্য প্রিয়। ১৪৭

হে পুত্রদ্বয়! এই ধূপের বিষয় তোমাদের নিকট বলিলাম, এক্ষণে যেরূপ মহাদেবী কামাখ্যা, ত্রিপুরা ও বৈষ্ণবীর অঞ্জনের সৃষ্টি হয়, সেই অঞ্জনের বিষয় শ্রবণ কর। ১৪৮

সৌবীর, যামুন, তুত্থ, ময়ূর গ্রীবক, দর্ব্বিকা এবং মেঘনীল এই ছয় প্রকার অঞ্জন প্রসিদ্ধ। ১৪৯

হে পুত্র! সৌবীর স্রবদ্দ্রুম, যামুন প্রস্তর, ময়ূরগ্রীবক রত্ন, মেঘনীল তৈজস ইহাদিগকে শিলাপট্টে অথবা তৈজসপাত্রে ঘসিয়া ঘসিয়া রস বাহির করিয়া সকল দেব ও দেবীকে দান করিবে। ১৫০-১৫১

তাম্রাদি পাত্রে ঘৃত ও তৈলাদি লিপ্ত করিয়া অগ্নিতে তাতাইলে যে অঞ্জন উৎপন্ন হয়, তাহার নাম দর্ব্বিকা। ১৫২

১। সারথঃ সকলস্তথা—ইতি পাঠান্তরম্। ২। রূপং।

সর্ব্বাভাবে তু তদ্দদ্যাদ্দেবীভ্যো দাহজাঞ্জনম্ ।
মহামায়া জগদ্ধাত্রী কামাখ্যা ত্রিপুরা তথা
আপ্নুবন্তি মহাতোষং ষড়্ভিরেভিঃ সদাঞ্জনৈঃ ॥ ১৫৩
বিধবা নাঞ্জনং কুর্য্যান্মহামায়ার্থমুত্তমম্ ।
নাদত্তে ত্বঞ্জনং দেবী বৈষ্ণবী বিধবাকৃতম্ ॥ ১৫৪
ন মৃৎপাত্রে যোজয়েত্তু সাধকো নেত্ররঞ্জনম্ ।
ন পূজাফলমাপ্নোতি মৃৎপাত্রবিহিতাঞ্জনৈঃ ॥ ১৫৫
চতুর্বর্গপ্রদো ধূপঃ কামদং নেত্ররঞ্জনম্ ।
তস্মাদ্দ্বয়মিদং দদ্যাদ্দেবেভ্যো ভক্তিতো নরঃ ॥ ১৫৬
ইতি বাং গদিতো ধূপস্তথোক্তং নেত্ররঞ্জনম্ ।
নৈবেদ্যন্তু মহাদেব্যাঃ শৃণ্বেকাগ্রমনাঃ পুনঃ ॥ ১৫৭

ইতি শ্রীকালিকাপুরাণে একোনসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬৯

সপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ

শ্রীভগবানুবাচ—

নিবেদনীয়ং যদ্দ্রব্যং প্রশস্তং প্রযতং তথা ।
তদ্ভক্ষ্যাদ্যং পঞ্চবিধং নৈবেদ্যমিতি গদ্যতে ॥ ১
ভক্ষ্যং ভোজ্যঞ্চ লেহ্যঞ্চ পেয়ঞ্চোষ্যঞ্চ পঞ্চমম্ ।
সর্ব্বত্র চৈতন্নৈবেদ্যমারাধ্যেষ্টে নিবেদয়েৎ ॥ ২

অপর সকল প্রকার অঞ্জনের অভাবে দেবীগণকে দাহাঞ্জন দান করিবে। জগদ্ধাত্রী, মহামায়া, কামাখ্যা এবং ত্রিপুরা ইঁহারা ছয় প্রকার অঞ্জন দ্বারাই সর্ব্বদা তৃপ্তি লাভ করেন। ১৫৩

মহামায়ার নিমিত্ত বিধবা উত্তম অঞ্জন প্রস্তুত করিবে না। বৈষ্ণবীদেবী বিধবাকৃত অঞ্জন গ্রহণ করেন না। ১৫৪

সাধক মৃৎপাত্রে নেত্রাঞ্জনের যোগ করিবে না, কারণ মৃৎপাত্রনিহিত অঞ্জন দান করিলে পূজার ফল প্রাপ্ত হয় না। ১৫৫

ধূপ চতুর্ব্বর্গপ্রদ এবং নেত্রের অঞ্জন কামনার ফলদান করে। এজন্য লোকে ভক্তিতে এই দুইটি দেবতাকে দান করিবে। এই তোমাদিগের নিকট ধূপ এবং নেত্রের অঞ্জনের বিষয় বলা হইল, এক্ষণে একাগ্রমনে নৈবেদ্যের বিষয় শ্রবণ কর। ১৫৬-১৫৭

উনসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৬৯

সপ্ততিতম অধ্যায়

নৈবেদ্য

ভগবান্ বলিলেন ;—প্রশস্ত এবং পবিত্র নিবেদনীয় বস্তুর নাম নৈবেদ্য। উহা ভক্ষ্য প্রভৃতি পাঁচ প্রকার। ১

ভক্ষ্য, ভোজ্য, লেহ্য, পেয় ও চোষ্য ঐ পাঁচ প্রকার নৈবেদ্যের মধ্যে যাহা

তেষু প্রিয়তরং[১] দেব্যাঃ কথয়ে শৃণুতং তু বাম্।
ভক্ষ্যাদিপঞ্চকৈর্দেবী দত্তৈরেবাভিতুষ্যতি।
নাদত্তে বিধিবৎ কিঞ্চিদ্দত্তঞ্চৈতন্ন বিন্দতে[২] ॥ ৩
নাগরঞ্চ[৩] কপিত্থঞ্চ দ্রাক্ষাং ক্রমুকমেব চ।
করকং বরদং কোলং কুষ্মাণ্ডং পনসং তথা ॥ ৪
বকুলঞ্চ মধুকঞ্চ রসালাম্রাতকেশরম্।
আক্ষোড়ং পিণ্ডখর্জ্জুরং করুণং শ্রীফলং তথা ॥ ৫
ঔদুম্বরঞ্চ পুন্নাগং মাধবং কর্কটীফলম্।
জাম্ববং পিণ্ডখর্জ্জুরং বীজপূরঞ্চ জাম্ববম্ ॥ ৬
হরীতকীমামলকং ষড়্‌বিধং নাগরঙ্গকম্।
দেবকং মধুকং শীতং পটোলং ক্ষীরবৃক্ষজম্ ॥ ৭
পাটলং শালজং বৃন্তমগ্নিজং কদলীফলম্।
তিন্দুকং কুসুমং পীতং কারবিন্দং করূষকম্ ॥ ৮
গর্ভাবর্ত্তঞ্চ তৎপুষ্পং ক্ষীরস্রাব্যমনঙ্গজম্।
কুমুদানাং পঙ্কজানাং ফলানি বিবিধানি চ।
বন্যানাং সকলৈর্দ্দেবীং ফলৈঃ পুষ্পৈঃ প্রপূজয়েৎ ॥ ৯
ঋতে শ্লেষ্মাতকং বিম্বশৈলবং বৈষ্ণবং তথা।
সর্ব্বেষাং ফলজাতীনাং মধ্যে দেবীপ্রিয়ং ফলম্ ॥ ১০
লাঙ্গলং মাতুলুঙ্গঞ্চ করমর্দ্দং রসালকম্ ॥ ১১
এবং ফলানি দেয়ানি কামাখ্যায়ৈ চ ভৈরব।
ত্রিপুরায়ৈ তথা সম্যক্ পীঠদেবীভ্য এব চ ॥ ১২

দেবীর সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়তম তাহাদিগের বিষয় বলিতেছি তোমরা দুজনে শ্রবণ কর। ২

ভক্ষ্যাদি পঞ্চবিধ বস্তু প্রদত্ত হইলেই দেবী তুষ্ট হন। যথাবিধি দত্ত না হইলে উহা গ্রহণ করেন না। এই নিমিত্ত সকল বস্তুই নিবেদন করিবে। ৩

নাগর, কপিত্থ দ্রাক্ষা, ক্রমুক, করক, বদর, কোল, কুষ্মাণ্ড, পনস, বকুল, মধুক, রসালাম্রতক, কেশর, আখোড় (আকরোট), পিণ্ডখর্জ্জুর, করুণ, শ্রীফল, ডহু (ডাফল), ঔদুম্বর, পুন্নাগ, মাধব, কর্কটী ফল (কাঁকুড়), জাম্বব (জাম), বীজপুর, জম্বল, হরিতকী, আমলক, ছয়প্রকার নারঙ্গক (নারেঙ্গী), দেবক, মধুর, শীত, পটোল, ক্ষীরবৃক্ষজ (শশাআদি)। ৪-৭

পাটল, সালজ, বৃন্ত, অগ্নিজ, কদলীফল, তিন্দুক, কুসুম, পীত, কারবেল্ল, করূষজ, গর্ভাবর্ত্ত তাহার ফুল, ক্ষীরস্রাব্য, অনঙ্গজ, কুমুদ ও পঙ্কজের নানাবিধ ফল এবং সকল প্রকার বন্যফল দান করিয়া দেবীর পূজা করিবে। ৮-৯

শ্লেষ্মাতক, বিম্ব, শৈলক এবং বৈষ্ণব ফলজাতির মধ্যে এই কয়েকটি ফল ভিন্ন আর সকল ফলই দেবীর প্রিয়। ১০

হে ভৈরব! মাতুলুঙ্গ, নাগর, করমর্দ্দ রসালক এইরূপ ফল কামাখ্যা দেবীকে দান করিবে। ত্রিপুরা এবং পীঠদেবীদিগকেও এই সকল ফল দান করিবে। ১১-১২

১। তেষাং প্রিয়তমং……যুবাম্।
২। বৈ তৎ নিবেদয়েৎ।
৩। লাঙ্গলং।

শৃঙ্গাটকং কশেরুঞ্চ শালূকঞ্চ মৃণালকম্।
শৃঙ্গবেরং কাঞ্চনঞ্চ স্থূলং কন্দং বকুলকম্।
এবমাদীনি কন্দানি দেব্যৈ সর্ব্বাণি চোৎসৃজেৎ ॥ ১৩
পরমান্নং পিষ্টকঞ্চ যাবকং কৃশরং তথা।
মোদকং পৃথুকাদীনি কন্দুপক্বানি চোৎসৃজেৎ ॥ ১৪
হবিঃশাল্যোদনং[১] দিব্যমাজ্যযুক্তং সশর্করম্।
নিবেদয়েন্মহাদেব্যৈ সর্ব্বাণি ব্যঞ্জনানি চ ॥ ১৫
ক্ষীরাদিন্যথ গব্যানি মাহিষ্যাণি[২] চ সর্ব্বশঃ।
অজাবিকমৃগাণাঞ্চ ক্ষীরাদীনি নিবেদয়েৎ ॥ ১৬
মধ্বাদীনি[৩] চ সর্ব্বাণি গুড়ধানাঃ সিতাং তথা।
অন্নানি চৈব পানানি মাংসানি বিনিবেদয়েৎ ॥ ১৭
সর্ব্বং সুরভিগন্ধ্যাঢ্যং ব্যঞ্জনং সুমনোহরম্।
শাকমাংসাদিসম্ভূতং মহাদেব্যৈ নিবেদয়েৎ ॥ ১৮
আমিষং পরমান্নঞ্চ দধিসর্পিঃ সশর্করম্।
মহাদেব্যৈ নিবেদ্যাথ বাজিমেধফলং লভেৎ ॥ ১৯
সিতাসম্মিশ্রিতাং দত্ত্বা সুরাং মধুসমন্বিতাম্।
দেবীলোকে চিরং স্থিত্বা রাজা ক্ষিতিতলে ভবেৎ ॥ ২০
লাঙ্গলং ক্রমুকং দত্ত্বা রুচকং করমর্দ্দকম্।
সৌভাগ্যমতুলং প্রাপ্য দেবীলোকে মহীয়তে ॥ ২১

শৃঙ্গাটক, কশেরু (কেশুর), শালুক, মৃণাল, শৃঙ্গবের, কাঞ্চন, স্থূলকন্দ, কুমুন্দক এই সকল কন্দও দেবীকেও উৎসর্গ করিবে। ১৩

পরমান্ন, পিষ্টক যাবক, কৃশর, মোদক, পৃথুক (চিঁড়ে) এবং লাড্ডু এই সকলও দেবীকে দান করিবে। ১৪

ঘৃত ও শর্করাযুক্ত শালিধান্যের উত্তম অন্ন এবং সকল প্রকার অন্ন মহাদেবীকে দান করিবে। ১৫

গো, মহিষ, অজা, আবিক এবং মৃগ ইহাদিগের ক্ষীরও দেবীকে দান করিবে। ১৬

সকল প্রকার মধু, গুড়ধানা (গুড়েমুড়কি), শর্করা, সর্ব্ববিধ অন্ন, পান এবং মাংস ইহাও দেবীকে দান করিবে। ১৭

মধু আদি দ্রব্য সমুদয় গুড়ধানা এবং শর্করা প্রভৃতি অন্ন পান এবং ভক্ষ্য দেবীকে অর্পণ করিবে। ১৮

আমিক্ষা, পরমান্ন, শর্করার সহিত দধি ও ঘৃত এই সকল বস্তু মহাদেবীকে অর্পণ করিলে অশ্বমেধের ফললাভ হয়। ১৯

মিশ্রিত শর্করা, মধুসম্বলিত সুরা, ইহা দান করিলে বহুকাল দেবীলোকে বাস করিয়া পরে পৃথিবীতে রাজা হইয়া জন্মগ্রহণ করে। ২০

লাঙ্গল, ক্রমুক, রুচক, করমর্দ্দক এই সকলের দান করিলে অতুল সৌভাগ্য প্রাপ্ত হইয়া দেবীলোকে পূজিত হয়। ২১

১। হবিষা চৌদনং দেব্যামাজ্যযুক্তং.....।
২। ঘৃতাদীনি। ৩। দধ্যাদীনি।

মাষান্ মুদ্গান্মসুরাংশ্চ তিলান্ ভঙ্গাংস্তথৈব চ।
যবাদীন্যথ সর্ব্বাণি যথাযোগ্যং নিবেদয়েৎ ॥ ২২
যথা যথা ভবেদ্ভক্ষ্যং যথা দ্রব্যং তথা তথা।
সংস্কৃত্য বেশবারাদ্যৈর্মহাদেব্যৈ নিবেদয়েৎ ॥ ২৩
মহাবীরো মুনির্বাপি ব্রাহ্মণশ্চেতরোঽথ বা।
যদ্যদ্ভক্ষ্যং স্বমর্থস্তু প্রকল্প্যং স্যাদ্ যথা যথা।
তথা তথা মহাদেব্যৈ ভক্তিযুক্তো নিবেদয়েৎ ॥ ২৪
সংস্কার্য্যাণ্যথ সংস্কৃত্য যথা সংস্কারকং ভবেৎ।
সংস্কার্য্যশ্চ যথা তস্যাস্তত্তদ্দদ্যাত্তথা তথা ॥ ২৫
যৎপূতিগন্ধসংযুক্তং দগ্ধং ভোজ্যবিবর্জ্জিতম্[১]।
তদুক্তমপি নো দদ্যান্মহাদেব্যৈ কদাচন ॥ ২৬
তাম্বুলং গন্ধসংযুক্তং কর্পূরাদ্যধিবাসিতম্।
সঞ্চূর্ণৈর্জলজানাঞ্চ সংস্কৃতং বিনিবেদয়েৎ ॥ ২৭
বলিদানেষু বিহিতা য এব মৃগপক্ষিণঃ।
তেষাং মাংসানি মৎস্যানাং মাংসানি চ নিবেদয়েৎ ॥ ২৮
খড়্গবাধ্রীণসচ্ছাগ-মাংসৈর্মিশ্রীকৃতৈঃ কৃতম্।
ব্যঞ্জনং স্বাদুগন্ধাঢ্যং বাসিতং সুমনোহরম্ ॥ ২৯
সকৃদ্দত্ত্বা মহাদেব্যৈ সার্ব্বভৌমো নৃপো ভবেৎ ॥ ৩০
মূলকৈরেণমাংসেন লোহপাত্রে সুসংস্কৃতম্।
ব্যঞ্জনং গন্ধিনং দত্ত্বা দেবীলোকমবাপ্নুয়াৎ ॥ ৩১

মাষ, মুদ্গ, মসূর, তিল এবং ভঙ্গা (ভাং) এবং যব প্রভৃতি সকল প্রকার শস্য এই সকল যোগ্যতা অনুসারে দান করিবে। ২২

যেরকম ভক্ষ্য বা দ্রব্য হউক না কেন, উহা বেশবারাদি দ্বারা সংস্কার করিয়া মহাদেবীকে নিবেদন করিবে। ২৩

মহাদেব, মুনি, ব্রাহ্মণ বা ইহাঁদের সামান্য লোক সকল, ইহাঁরা যে বস্তু ভোজন করেন তাহারা যেরূপে হয়, সেইরূপ করিবে এবং ভক্তিসহকারে মহাদেবীকেও সেই সেইরূপে নিবেদন করিবে। ২৪

সংস্কার্য্য বস্তুর যেমন সংস্কার করিতে হয়, সংস্কারক এবং সংস্কার যেরূপ হয়, সেই সকল বস্তু সেইরূপেই দান করিবে। ২৫

যাহা পূতিগন্ধসংযুক্ত, দগ্ধ এবং ভোজনের অযোগ্য তাহা শাস্ত্রে উক্ত হইলেও দেবীকে দান করিবে না। ২৬

গন্ধসংযুক্ত কর্পূরাদি দ্বারা অধিবাসিত তাম্বুল জলজ চূর্ণদ্বারা সংস্কৃত করিয়া দেবতাকে দান করিবে। ২৭

যে সকল মৃগ ও পক্ষী বলিদানে ছেদন করিবে তাহাদের মাংস, মৎস্যমাংস দেবতাকে দান করিবে। ২৮

গণ্ডার, বাধ্রীণস, ছাগ এবং মৎস্য ইহাদের মাংস এক এক করিয়া পাক করিলে যে ব্যঞ্জন হয় উহা গন্ধাঢ্য, সুবাসিত এবং মনোহর হয়। ২৯

ঐরূপ মাংস একবার মহাদেবীকে দান করিলে সার্ব্বভৌম রাজা হয়। ৩০

১। ভোগ্যবহিঃ কৃতম্।

খর্জ্জুরং পিণ্ডখর্জ্জুরং যবচূর্ণঞ্চ সাজ্যকম্।
বৈষ্ণব্যৈ বিনিবেদ্যৈব রাজসূয়ফলং লভেৎ ॥ ৩২
কৃশরান্নপ্রদানেন সৌভাগ্যমতুলং ভবেৎ।
দত্ত্বৈব নারিকেলাম্বু বহ্নিষ্টোমফলং লভেৎ ॥ ৩৩
জাম্বরং লবলী ধাত্রী শ্রীফলানি নিবেদ্য চ।
বহ্নিষ্টোমফলং লব্ধ্বা দেবীলোকমবাপ্নুয়াৎ ॥ ৩৪
দ্রাক্ষাং সিতাসমাযুক্তাং নাগরঙ্গকসংযুতাম্।
বিনিবেদ্য মহাদেব্যৈ লক্ষ্মীবান্ রূপবান্ ভবেৎ ॥ ৩৫
ধান্যঞ্চ পৃথুকং দেব্যৈ দত্ত্বা শ্রিয়মবাপ্নুয়াৎ ॥ ৩৬
ইক্ষুদণ্ডং মুদ্গমণ্ডং নবনীতং নিবেদ্য চ।
সৌভাগ্যমুত্তমং প্রাপ্য দেবীলোকে মহীয়তে ॥ ৩৭
নবনীতসমাযুক্তং তিলং দেব্যৈ নিবেদ্য চ।
ইহ কামানবাপ্যৈব মৃতো মোক্ষমবাপ্নুয়াৎ ॥ ৩৮
অভক্ষ্যবর্জ্জ্যং সর্ব্বান্নং ব্যঞ্জনেন সমন্বিতম্।
ভোজ্যবৎ পরিকল্প্যাথ মহাদেব্যৈ নিবেদয়েৎ ॥ ৩৯
রত্নতোয়সমাযুক্তং সলিলং নারিকেলজম্।
ক্ষীরাজ্যমধুভির্মিশ্রং সিতাদধিসমন্বিতম্।
যস্তৈজসেন পাত্রেণ পেয়ং দেব্যৈ নিবেদয়েৎ।
ভক্তিপ্রবণচিত্তেন তস্য পুণ্যফলং শৃণু ॥ ৪০
কল্পকোটিসহস্রাণি কল্পকোটিশতানি চ।
স্থিত্বা দেবীপুরে ধীরঃ সার্ব্বভৌমো ভবেৎ ক্ষিতৌ ॥ ৪১

মূলক এবং হরিণ মাংস একত্র করিয়া লৌহপাত্রে সংস্কৃত করিয়া যে সুগন্ধি ব্যঞ্জন উৎপন্ন হয় তাহা দান করিলে দেবী-লোক প্রাপ্ত হয়। ৩১

খর্জ্জুর, পিণ্ডখর্জ্জুর, সঘৃত যবচূর্ণ এই সকল বস্তু বৈষ্ণবীকে নিবেদন করিয়া রাজসূয় ফললাভ হয়। ৩২

কৃশরান্ন প্রদান করিলে অতুল সৌভাগ্যের লাভ হয় এবং নারিকেলের জল দান করিলে অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের ফললাভ হয়।

জাম্বুর, লবলী, ধাত্রী এবং শ্রীফল দান করিলে অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হইয়া দেবীলোকে গমন করে। ৩৪

দ্রাক্ষা, শর্করা এবং নাগরঙ্গ ইহা মহাদেবীকে নিবেদন করিলে লক্ষ্মীবান্ এবং রূপবান্ হয়। ৩৫

ধানা এবং পৃথুক দেবীকে দান করিলে লক্ষ্মীযুক্ত হয়। ৩৬

ইক্ষুদণ্ড, মুদ্গমণ্ড এবং নবনীত নিবেদন করিয়া অতুল সৌভাগ্যের সহিত দেবীলোক প্রাপ্ত হয়। ৩৭

নবনীতযুক্ত তিল দেবীকে দান করিয়া ইহলোকে সমস্ত অভিলাষ প্রাপ্ত হইয়া মরণান্তর মোক্ষ প্রাপ্ত হয়। ৩৮

যে মনুষ্য রত্নতোয় সমাযুক্ত নারিকেল জল, ক্ষীর, ঘৃত মধুমিশ্রিত এবং শর্করা ও দধিযুক্ত পেয় বস্তু তৈজস পাত্রে রাখিয়া দেবীকে দান করে, ভক্তি-প্রবণ চিত্তে তাহার পুণ্য ফল শ্রবণ কর। ৩৯-৪০

ততঃ পরন্তু কৈবল্যমাপ্নোতি চ যথেচ্ছয়া।
কলায়ঞ্চ সনীবারং কথিতং দধিসংযুতম্।
মহাদেব্যৈ নিবেদ্যৈব কামমিষ্টমবাপ্নুয়াৎ ॥ ৪২
মরীচং পিপ্পলীকোলং জীরকং তন্তুভং তথা।
সংস্কারে চ সমক্ষে চ মহাদেব্যৈ নিবেদয়েৎ ॥ ৪৩
তিন্তিড়ীং খণ্ডসংযুক্তাং ভক্তিযুক্তো নিবেদ্য চ।
জ্যোতিষ্টোমফলং লব্ধ্বা দেবীলোকমবাপ্নুয়াৎ ॥ ৪৪
রাজমাষং মসূরঞ্চ পালঙ্কঞ্চাথ পোতিকাম্।
কালশাকং কলায়ঞ্চ ব্রাহ্মীমূলকমেব চ ॥ ৪৫
বাস্তুকঞ্চ কলম্বীঞ্চ কঞ্চুকং হিলমোচিকাম্।
চক্রং বিদ্রুমপত্রঞ্চ তথৈব চ পুনর্নবাম্ ॥ ৪৬
শাকানেতান্ মহাদেব্যৈ যোজয়েদ্ভক্তিসংযুতঃ।
সোঽতুলাং শ্রিয়মাপ্নোতি মম লোকে মহীয়তে ॥ ৪৭
শ্রদ্ধাপরীষ্টিসংস্কার-ভক্তিদ্রব্যাভিসম্ভ্রমম্।
রাগাধিক্যাৎ ফলাধিক্যং হীনাদ্বৈ হীনতাং ব্রজেৎ ॥ ৪৮
মন্ত্রকালবিরুদ্ধানি নৈবেদ্যানি কদাচন।
দেবেভ্যো নোপযুঞ্জীত গুরুতাবিহিতানি চ ॥ ৪৯
রাজতে বাঽথ সৌবর্ণে তাম্রে বা প্রস্তরেঽপি চ।
পদ্মপত্রেঽথ বা দদ্যান্নৈবেদ্যং মৎপ্রিয়াপ্রিয়ম্ ॥ ৫০
তৈজসেষু চ পাত্রেষু সৌবর্ণং তাম্রমেব বা।
প্রাশনার্থমুপাদদ্যাদর্ঘ্যপাত্রার্থমেব বা ॥ ৫১

সেই মনুষ্য শতাধিক সহস্র কোটিকল্প দেবীর সম্মুখে বাস করিয়া পরে পৃথিবীতে সার্ব্বভৌম রাজা হয়। ৪১

তাহার পর চারিপ্রকার কৈবল্যের মধ্যে যেরূপ কৈবল্য ইচ্ছা করে তাহাই প্রাপ্ত হয়। নীবার ও কলায় দধির সহিত একত্র কুট্টিত করিয়া যদি মহাদেবীকে দান করে, আপনার অভীপ্সিত প্রাপ্ত হয়। ৪২

মরীচ, পিপ্পলী, কোষ, জীবক, তন্তুভ ইহাদের সংস্কার করিয়া মহাদেবীর সমক্ষে নিবেদন করিবে। খণ্ডযুক্ত তিন্তিড়ী ভক্তিসহকারে নিবেদন করিলে জ্যোতিষ্টোম যজ্ঞের ফল লাভ করিয়া দেবীলোক প্রাপ্ত হয়। ৪৩-৪৪

রাজমাষ, মসূর, পালঙ্ক, পোতিকা, কালশাক, কলায়, ব্রাহ্মীশাক, মূলক, বাস্তুক, কলম্বী, চটুক, হিলমোচিকা, চুক্র, বিদ্রুমপত্র এবং নপুর্ণবা, যে মনুষ্য এই সকল শাক ভক্তিসহকারে দেবীকে প্রদান করে, সে অতুল লক্ষ্মী লাভ করিয়া আমার লোকে পূজ্য হয়। ৪৫-৪৭

শ্রদ্ধা, পরীষ্টি, সংস্কার, ভক্তি, দ্রব্য, অভিমন্ত্রণ এবং অনুরাগ ইহাদিগের যেমন যেমন আধিক্য হইবে, সেইরূপ সেইরূপ ফলের আধিক্য হইবে এবং ইহাদের হীনতা হইলে ফলেরও হীনতা হইবে। ৪৮

মন্ত্র এবং কালবিরুদ্ধ এবং গুরুভারসমন্বিত নৈবেদ্য কখনই দেবতাকে অর্পণ করিবে না। রজত, সৌবর্ণ এবং তাম্রপাত্রে অথবা প্রস্তরের কিম্বা মদ্যপাত্রে আমার প্রিয়ার প্রিয় নৈবেদ্য দান করিবে। ৪৯-৫০

যজ্ঞদারুময়ং বাপি পাত্রং মধ্যমমিষ্যতে।
সর্ব্বালাভে তু মাহেয়ং স্বহস্তঘটিতং যদি ॥ ৫২
এতন্মাৎ কথিতং পুত্রৌ নৈবেদ্যং বৈষ্ণবাপ্রিয়ম্।
কামাখ্যায়াস্তথা দেব্যাস্ত্রিপুরায়া বিশেষতঃ।
প্রদক্ষিণনমস্কারৌ সাম্প্রতং শৃণুতং যুবাম্ ॥ ৫৩

ইতি কালিকাপুরাণে সপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭০

একসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ

শ্রীভগবানুবাচ—

প্রসার্য্য দক্ষিণং হস্তং স্বয়ং নম্রশিরাঃ পুনঃ।
দক্ষিণং দর্শয়ন্ পার্শ্বং মনসাপি[১] চ দক্ষিণঃ ॥ ১
সকৃৎ ত্রির্বা বেষ্টয়েয়ুর্দেব্যাঃ প্রীতিঃ প্রজায়তে।
স চ প্রদক্ষিণো জ্ঞেয়ঃ সর্ব্বদেবৌঘতুষ্টিদঃ ॥ ২
অষ্টোত্তরশতং যস্তু দেব্যাঃ কুর্য্যাৎ প্রদক্ষিণম্।
স সর্ব্বকামমাসাদ্য[২] পশ্চান্মোক্ষমবাপ্নুয়াৎ ॥ ৩
(মনসাপি চ যো দদ্যাদ্দেব্যৈ ভক্ত্যা প্রদক্ষিণম্।
প্রদক্ষিণাদ্ যমগৃহে নরকাণি ন পশ্যতি।)*

তৈজসপাত্রের মধ্যে সৌবর্ণ অথবা তাম্রপাত্রে ভোজন অর্ঘ্যপাত্রের জন্য অর্পণ করিবে। ৫১

যজ্ঞ দারুময় পাত্র মধ্যম বলিয়া প্রসিদ্ধ এ সকল পাত্রের অলাভ হইলে আপনার হস্ত নির্ম্মিত মৃন্ময় পাত্রের ব্যবহার করিবে। ৫২

হে পুত্রদ্বয়! বৈষ্ণবী কামাখ্যা ও ত্রিপুরার বিশেষ প্রিয় নৈবেদ্যের বিষয় তোমাদিগকে বলিলাম। এক্ষণে তোমরা দুজনে প্রদক্ষিণ ও নমস্কারের কথা শুন। ৫৩

সপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৭০

একসপ্ততিতম অধ্যায়

নমস্কার

ভগবান্ বলিলেন,— দক্ষিণ হস্ত প্রসারিত করিয়া স্বয়ং নম্রশিরা হইয়া দেবতাকে নিজের দক্ষিণ পার্শ্ব দেখাইয়া মনে মনে উদারভাব অবলম্বন করিয়া একবার বা তিনবার যে দেবতার প্রীতিকর বেষ্টন করা হয়, তাহার নাম প্রদক্ষিণ। ইহা সকল দেবতার তুষ্টিপ্রদ।১-২

হে ব্যক্তি দেবীর অষ্টোত্তর শত প্রদক্ষিণ করে, সে সকল প্রকার কামনা লাভ করিয়া অন্তে মোক্ষপ্রাপ্ত হয়। ৩

১। দক্ষিণা। ২। সর্ব্বান্ কামান্ সমাসাদ্য।
* পুস্তকান্তর-ধৃতোঽয়মধিকঃ পাঠঃ।

কায়িকো বাগ্‌ভবশ্চৈব মানসস্ত্রিবিধঃ স্মৃতঃ।
নমস্কারঃ শ্রুতস্তজ্জ্ঞৈ-রুত্তমাধমমধ্যমঃ ॥ ৪
প্রসার্য্য পাদৌ হস্তৌ চ পতিত্বা দণ্ডবৎক্ষিতৌ।
জানুভ্যামবনিং গত্বা শিরসাস্পৃশ্য মেদিনীম্।
ক্রিয়তে যো নমস্কার উত্তমঃ কায়িকস্তু সঃ ॥ ৫
জানুভ্যাং ন ক্ষিতিং স্পৃষ্ট্বা[১] শিরসাস্পৃশ্য মেদিনীম্।
ক্রিয়তে যো নমস্কারো মধ্যমঃ কায়িকঃ স্মৃতঃ ॥ ৬
পুটীকৃত্য করৌ শীর্ষে দীয়তে যদ্ যথা তথা।
অস্পৃষ্ট্বা জানুশীর্ষাভ্যাং ক্ষিতিং সোঽধম উচ্যতে ॥ ৭
যা স্বয়ং গদ্যপদ্যাভ্যাং ঘটিতাভ্যাং নমস্কৃতিঃ।
ক্রিয়তে ভক্তিযুক্তেন বাচিকস্তূত্তমস্তু সঃ ॥ ৮
পৌরাণিকৈর্বৈদিকৈর্বা মন্ত্রৈর্বা ক্রিয়তে নতিঃ।
স মধ্যমো নমস্কারো ভবেদ্বাচনিকঃ সদা ॥ ৯
যত্তু মানুষ্যবাক্যেন নমনং ক্রিয়তে সদা।
স বাচিকোঽধমো জ্ঞেয়ো নমস্কারেষু পুত্রকৌ ॥ ১০
ইষ্টমধ্যানিষ্টগতৈর্মনোভিস্ত্রিবিধং পুনঃ।
নমনং মানসং প্রোক্তমুত্তমাধমমধ্যমম্ ॥ ১১
ত্রিবিধে চ নমস্কারে কায়িকশ্চোত্তমঃ স্মৃতঃ।
কায়িকৈস্তু নমস্কারৈর্দেবাস্তুষ্যন্তি নিত্যশঃ ॥ ১২

তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিরা কায়িক, বাচিক এবং মানসিক-নমস্কারের এই তিন প্রকার ভেদ করিয়াছেন। ৪

ইহারা প্রত্যেকে আবার উত্তম অধম এবং মধ্যম এই তিন প্রকার। জানু-দ্বয় এবং মস্তক দ্বারা পৃথিবী স্পর্শ করিয়া যে নমস্কার করা হয়; তাহা উত্তম কায়িক নমস্কার। ৫

জানু দ্বারা পৃথিবী স্পর্শ না করিয়া কেবল মস্তক দ্বারা পৃথিবী স্পর্শ করিয়া যে নমস্কার করা হয়, তাহা মধ্যম কায়িক। ৬

জানু বা মস্তক এই উভয়াঙ্গ দ্বারা পৃথিবী স্পর্শ না করিয়া কেবল দুটি হাত একত্র করিয়া মস্তকে ঠেকাইয়া যে নমস্কার করা হয় তাহার নাম অধম নমস্কার। নিজে গদ্য পদ্য রচনা করিয়া ভক্তিপূর্ব্বক যে নমস্কার করা হয় তাহার নাম উত্তম বাচিক। ৭-৮

পৌরাণিক বা বৈদিক নমস্কার মন্ত্র উচ্চারণ মাত্র করিয়া যে নমস্কার করা হয়, তাহার নাম মধ্যম বাচিক। ৯

ভাষাবাক্য দ্বারা যে নমস্কার করা হয়, হে পুত্রদ্বয়! উহা বাচিক নমস্কারের মধ্যে অধম জানিবে। ১০

ইষ্ট, মধ্য এবং অনিষ্টগত মন দ্বারা যে তিন প্রকার নমস্কার করা হয়, উহাদের নাম মানস নমস্কার এবং উহারাও যথাক্রমে উত্তম, মধ্যম এবং অধম বলিয়া প্রসিদ্ধ। ১১

তিন প্রকার নমস্কারের মধ্যে কায়িক নমস্কারই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। এই কায়িক নমস্কার দ্বারাই দেবী সর্ব্বদা তুষ্ট হন। ১২

১। জানুভ্যাং ক্ষিতিমস্পৃষ্ট্বা।

[১]অয়মেব নমস্কারো দণ্ডাদিপ্রতিনামভিঃ।
প্রণাম ইতি বিজ্ঞেয়ঃ স পূর্ব্বং প্রতিপাদিতঃ ॥ ১৩
নৈবেদ্যেন ভবেৎ সর্ব্বং নৈবেদ্যেনামৃতং ভবেৎ।
ধর্ম্মার্থকামমোক্ষশ্চ নৈবেদ্যেষু প্রতিষ্ঠিতাঃ ॥ ১৪
সর্ব্বযজ্ঞময়ং নিত্যং নৈবেদ্যং সর্ব্বতুষ্টিদম্।
জ্ঞানদং কামদং পুণ্যং সর্ব্বভোগ্যময়ং তথা ॥ ১৫
মনসাপি মহাদেব্যৈ নৈবেদ্যং দাতুমিচ্ছতি।
যো নরো ভক্তিযুক্তঃ সন্ স দীর্ঘায়ুঃ সুখী ভবেৎ ॥ ১৬
মহামায়াং সদা[২] দেবীমর্চ্চয়িষ্যামি ভক্তিতঃ। ১৭
নানাবিধৈস্তু নৈবেদ্যৈরিতি চিন্তাকুলস্তু যঃ।
স সর্ব্বকামান্ সম্প্রাপ্য মম লোকে মহীয়তে ॥ ১৮
মনসাপি চ যো দদ্যাদ্দেব্যৈ ভক্ত্যা প্রদক্ষিণম্।
স দক্ষিণে যমগৃহে নরকাণি ন পশ্যতি ॥ ১৯
দেবমানুষগন্ধর্ব্বা যক্ষরাক্ষসপন্নগাঃ।
নমস্কারেণ তুষ্যন্তি মহাত্মানঃ সমন্ততঃ ॥ ২০
নমস্কারেণ লভতে চতুর্ব্বর্গং মহামতিঃ।
সর্ব্বত্র সর্ব্বসিদ্ধ্যর্থং নতিরেব প্রশস্যতে ॥ ২১
নত্যা বিজয়তে লোকান্নত্যায়ুরপি বর্দ্ধতে।
নমস্কারেণ দীর্ঘায়ুরচ্ছিন্না লভতে প্রজাঃ ॥ ২২

এই নমস্কারই দণ্ডাদি প্রতিপত্তি দ্বারা যুক্ত হইয়া প্রণাম নামে অভিহিত হয়, ইহা পূর্ব্বেই প্রতিপাদিত হইয়াছে। ১৩

নৈবেদ্য দ্বারা সকল সিদ্ধ হয়, নৈবেদ্য দ্বারা অমৃত লাভ হয়। ধর্ম্ম, কাম, অর্থ এবং মোক্ষ, ইহারা সকলে নৈবেদ্যেই প্রতিষ্ঠিত আছে। ১৪

নৈবেদ্য সর্ব্বযজ্ঞময় এবং সকলের তুষ্টিপ্রদ, ইহা জ্ঞান ও কামদায়ক, পবিত্র এবং সকল ভোগ্যস্বরূপ। ১৫

যে মনুষ্য মহাদেবীকে মনঃকল্পিত নৈবেদ্যও দান করিতে ইচ্ছা করে, সে দীর্ঘায়ুঃ এবং সুখী হয়। ১৬

যে ব্যক্তি দেবী মহামায়াকে শক্তি অনুসারে নানাবিধ নৈবেদ্য দ্বারা পূজা করিব, এইরূপ চিন্তায় আকুল হয়, সে সকল প্রকার কাম প্রাপ্ত হইয়া আমার লোকে পূজিত হয়। ১৭

যে ব্যক্তি দেবীকে মনে মনেও ভক্তিপূর্ব্বক প্রদক্ষিণ করে, তাহার দক্ষিণ দিকে যমের গৃহে নরক দেখিতে হয় না। ১৮

দেব, মানুষ, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, রাক্ষস, পন্নগ এবং সকল মহাত্মাগণ নমস্কার দ্বারা তুষ্টি লাভ করেন। ১৯

মহামতি মনুষ্য নমস্কারদ্বারাই চতুর্ব্বর্গ প্রাপ্ত হয়। সর্ব্বত্র সর্ব্ব সিদ্ধির নিমিত্ত নমস্কারই প্রশস্ত উপায়। ২০

নমস্কার দ্বারা লোক সকল বিজিত হয়, আয়ু বর্দ্ধিত হয়, প্রজাগণ নমস্কার দ্বারা অচ্ছিন্ন দীর্ঘায়ুঃ লাভ করে। ২১

১। স্বয়মেব……প্রতিপত্তিভিঃ।
২। মহামায়াং মহাদেবীমর্চ্চয়িষ্যামি শক্তিতঃ।

নমস্কুরু মহাদেব্যৈ প্রদক্ষিণমথো কুরু।
নৈবেদ্যং দেহি নিতরামিতি যো ভাষতে মুহুঃ ॥২৩
সোঽপি কামানবাপ্যেহ মম লোকে প্রমোদতে।
বিদধাতি চ নৈবেদ্যং মহাদেব্যৈ সুভক্তিমান্ ॥ ২৪
দাতুঃ প্রতি নরঃ সোঽপি দেবীলোকমবাপ্নুয়াৎ।
ইতি বাং কথিতাঃ সম্যগুপচারাস্তু ষোড়শ।
কিমন্যদ্রুচিতং বাং তৎ কথয়িষ্যামি পৃচ্ছতোঃ ॥২৫

ইতি শ্রীকালিকাপুরাণে ষোড়শোপচারনির্ণয়ে একসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭১

দ্বিসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ

শ্রীভগবানুবাচ—

কামাখ্যায়াশ্চ মাহাত্ম্যং শৃণুতঞ্চ[১] বদামি বাম্।
সাঙ্গং তৎসরহস্যঞ্চ শৃণু বেতাল ভৈরব ॥ ১
একদা গরুড়েনাশু বিষ্ণুর্বিষ্ণুপরায়ণো[২]।
গচ্ছন্ দেবীং তু কামাখ্যাং নীলস্থামাসসাদ হ ॥ ২
আসাদ্য তং গিরিশ্রেষ্ঠমবজ্ঞায় স কেশবঃ।
গচ্ছ গচ্ছেতি গরুড়ঞ্চোদয়ামাস তং গতৌ ॥ ৩
তঞ্চ দেবী মহামায়া কামাখ্যা জগতাং প্রসূঃ।
গরুড়েন সমং কৃষ্ণং স্তম্ভয়ামাস রোদসী ॥ ৪

"মহাদেবীকে নমস্কার এবং প্রদক্ষিণ কর এবং বিপুল নৈবেদ্য দান কর" যে ব্যক্তি বারংবার এই বাক্য উচ্চারণ করে, সে ব্যক্তি ইহলোকে সমুদয় কাম প্রাপ্ত হইয়া অন্তে আমার লোকে পূজ্য হয়। ২২-২৩

যে ভক্তিমান্ মনুষ্য মহাদেবীকে নৈবেদ্য দান করিবার নিমিত্ত বিধানও করে, সে দেবীলোক প্রাপ্ত হয়। ২৪

এই তোমাদের নিকট ষোড়শ উপচারের বিষয় বলিলাম, এক্ষণে আর শুনিতে তোমাদের ইচ্ছা হয়, জিজ্ঞাসা কর; আমি বলিব। ২৫

একসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৭১

দ্বিসপ্ততিতম অধ্যায়

কামাখ্যা-কবচ

ভগবান্ বলিলেন,—হে বেতাল ও ভৈরব! এক্ষণে তোমাদের নিকট সাঙ্গ এবং সরহস্য কামাখ্যা দেবীর মাহাত্ম্য এবং কবচ বলিতেছি শ্রবণ কর। ১

কোন কালে বিষ্ণু গরুড়ের উপর আরোহণ করিয়া আকাশপথে যাইতে যাইতে নীলগিরিস্থিত কামাখ্যা দেবীকে প্রাপ্ত হইলেন। ২

সেই গিরিশ্রেষ্ঠ প্রাপ্ত হইয়াও বিষ্ণু অবজ্ঞাপূর্ব্বক (সেখানে দর্শন না করিয়া) চল চল বলিয়া গরুড়কে যাইতে প্রেরণ করিলেন। ৩

১। কবচঞ্চ। ২। .....পদায়নে।

স তু গন্তুং মহামায়া-মায়য়া পরিমোহিতঃ[১] ।
ন গন্তুমথ বাগন্তুমশকদ্বদ্ধবৎ স্থিতঃ ॥ ৫
অশক্তং গরুড়ং দৃষ্ট্বা গমনে গরুড়ধ্বজঃ ।
ক্রুদ্ধস্তং পর্ব্বতশ্রেষ্ঠমুৎসারয়িতুমুদ্যতঃ ॥ ৬
ততঃ করাভ্যাং তং শৈলং ক্রোড়ীকৃত্য জগৎপতিঃ ।
অভূৎ ক্ষমশ্চালয়িতুং মনাগপি ন কেশবঃ ॥ ৭
তং চিচালয়িষুং শৈলং কামাখ্যা ক্রোধতৎপরা ।
সিদ্ধসূত্রেণ বৈকুণ্ঠং ববন্ধ গরুড়েন হি ॥ ৮
তং বদ্ধা সিদ্ধসূত্রেণ গ্রাহাগ্রে লবণার্ণবে ।
চিক্ষেপ হেলয়া দেবী সঙ্ক্ষেপাৎ প্রাপতত্তলম্ ॥ ৯
তং সাগরতলং প্রাপ্তং পুনরেব স্বমায়য়া ।
যন্ত্রয়িত্বা সমাক্রম্য জগ্রাহাব্ধিতলস্থিতম্[২] ॥ ১০
স প্রযত্নেন মহতা নোৎপ্লুতিং কর্ত্তুমিষ্টবান্ ।
মহাযত্নং প্রকুর্ব্বাণঃ পুনরুন্মজ্জনে[৩] হরিঃ ॥ ১১
তস্যাসারং প্রসারঞ্চ কামাখ্যা প্রত্যষেধয়ৎ ।
জ্ঞানোদ্গমনমপ্যস্য সা দেবী প্রত্যষেধয়ৎ ॥ ১২
ততঃ প্রজ্ঞানরহিতঃ প্রসারাসারবর্জ্জিতঃ ।
গরুড়েন সমং তোয়তলে শীর্ণমভূচ্চিরম্ ॥ ১৩

তখন জগৎপ্রসবিনী মহামায়া কামাখ্যা দেবী গরুড়ের সহিত সেই বিষ্ণুকে আকাশপথেই স্তম্ভিত করিলেন। ৪

গরুড় যাইতে যাইতে মহামায়ার মায়ায় বিমোহিত হইয়া সহসা গমন ও প্রত্যাগমন কিছুই না করিতে সমর্থ হইয়া স্তম্ভিতভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। ৫

তখন গরুড়াসন নারায়ণ গরুড়কে গমনে অশক্ত দেখিয়া ক্রোধান্বিত হইয়া সেই পতগশ্রেষ্ঠ গরুড়কে নড়াইতে উদ্যত হইলেন। ৬

অনন্তর জগৎপতি বিষ্ণু দুই হস্তদ্বারা সেই পর্ব্বতকে জড়াইয়া ধরিয়া অল্পও নড়াইতে সক্ষম হইলেন না। ৭

এদিকে কামাখ্যা দেবী ক্রোধে অধীর হইয়া সেই পর্ব্বত চালাইতে উদ্যত বিষ্ণুকে গরুড়ের সহিত সিদ্ধসূত্র দ্বারা বদ্ধ করিলেন। ৮

গ্রাহের ন্যায় উগ্ররূপ সিদ্ধসূত্র দ্বারা তাঁহাকে আবদ্ধ করিয়া দেবী কামাখ্যা অবলীলাক্রমে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিলেন, তাহাতে তিনি সাগরমধ্যে ভূতলে পতিত হইলেন। ৯

সেই সাগরতল-স্থিত বিষ্ণুকে পুনর্ব্বার নিজের মায়া দ্বারা আবদ্ধ করিয়া সাগরতলেই তাঁহাকে আক্রমণ করিলেন। ১০

তিনি অতিশয় যত্ন করিয়া উত্থান করিতে ইচ্ছা করিলেন এবং উঠিবার নিমিত্তও বারংবার যত্ন করিতে লাগিলেন। ১১

তখন, কামাখ্যাদেবী তাঁহার নড়ন-চড়ন ও জ্ঞানোদ্গমের নিরোধ করিলেন। ১২

তাহাতে সেই বিষ্ণু জ্ঞান ও চেষ্টাশূন্য হইয়া গরুড়ের সহিত সেই সমুদ্রতলে অনেকক্ষণ শীর্ণের মত অবস্থান করিলেন। ১৩

১। মোহিতঃ খগঃ। ২। .....ভবনস্থিতম্। ৩। .....সর্জ্জনে.....।

মার্গমাণস্তু তং স্রষ্টা সাগরান্তরসংস্থিতম্ ।
হরিমাসাদয়ামাস বিশীর্ণং প্রাকৃতং যথা ॥ ১৪
তমাসাদ্য সতার্ক্ষ্যস্তু স্রষ্টা লোকপিতামহঃ ।
হস্তাভ্যাং তং সমাদায় বোৎপ্লাবয়িতুমিষ্টবান্[১] ॥ ১৫
তমুৎপ্লাবয়িতুং শক্তো নাভূল্লোকপিতামহঃ ।
স্বয়ঞ্চ দেবীমায়াভির্বদ্ধঃ সন্ বিস্ময়ন্ স্থিতঃ ॥ ১৬
মার্গমাণাস্তু তে সর্ব্বে দেবাঃ শক্রপুরোগমাঃ ।
চিরেণ চাথ কালেন সমাসেদুর্জ্জলান্তরে ॥ ১৭
তাবাসাদ্য ততঃ সর্ব্বে সুরাঃ শক্রপুরোগমাঃ ।
সমুৎপ্লাবয়িতুং যত্নং চক্রুর্ন্নাশক্নুবংশ্চ তে ॥ ১৮
ততঃ সর্ব্বেঽপি তে দেবা মোহিতা মায়য়া ভৃশম্ ।
বিধিবিষ্ণূ স্থিতৌ যত্রত্রত্তে তত্র সংস্থিতাঃ ॥ ১৯
মার্গমাণোঽথ তান্ সর্ব্বান্ দেবান্ দেবগুরুস্তদা ।
বৃহস্পতির্ম্মাং হিমবত্যাসদৎসানুসংস্থিতম্ ॥ ২০
সমাসাদ্য স দেবানাং বৃত্তান্তং দেবপূজিতঃ ।
পৃষ্টবান্ সাদরং সম্যক্ স্তুত্বা নত্বা যথাবিধি ॥ ২১

গুরুরুবাচ—

মহাদেব জগদ্ধাম জগৎপ্রশমকারণ ।
শক্রাদীন্মার্গমাণোঽহং দেবাংস্ত্বাং সমুপস্থিতঃ ॥ ২২
ব্রহ্মা বিষ্ণুশ্চ ন ব্রহ্মসদনে নাপি নাকতঃ ।
সংস্থিতৌ নাপি কুত্রাপি জ্ঞায়েতে হ্যন্যদা যথা ॥ ২৩

এমন সময় ব্রহ্মা তাঁহাকে খুঁজিতে খুঁজিতে সাগরে মনুষ্যের মত বিশীর্ণ ভাবে অবস্থিত দেখিলেন। ১৪

লোকপিতামহ ব্রহ্মা গরুড়ের সহিত তাঁহাকে সেই ভাবে অবস্থিত দেখিয়া দুই হাতে করিয়া তুলিতে ইচ্ছা করিলেন। ১৫

লোকপিতামহ ব্রহ্মা নিজে দেবীর মায়ায় আবদ্ধ হইয়া তাঁহাকে উঠাইতে সমর্থ হইলেন না, তাহাতে তিনি বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। ১৬

অনন্তর শক্র আদিদেবতা ব্রহ্মা এবং বিষ্ণু এই দুইজনকে খুঁজিতে খুঁজিতে অনেক কালের পর গভীর জলমধ্যে দেখিতে পাইলেন। ১৭

সেই শক্র আদি দেবগণ তাঁহাদিগকে প্রাপ্ত হইয়া তাঁহাদিগকে উঠাইতে যত্ন করিলেন, কিন্তু অসমর্থ হইলেন। ১৮

তাহার পর সেই দেবগণ মায়া দ্বারা অতিশয় মোহিত হইয়া বিধাতা এবং বিষ্ণু যেখানে সেই ভাবে অবস্থান করিতেছিলেন, সেই স্থানে সেই ভাবে অবস্থান করিলেন। ১৯

অনন্তর দেবগুরু বৃহস্পতি সেই সকল দেবগণকে অন্বেষণ করিতে হিমালয়ের সানু-প্রদেশে অবস্থিত মহাদেবের নিকট অবস্থিত হইয়া সেই ত্রিপুরারি দেবকে যথাবিধি স্তব এবং প্রণাম করিয়া দেবগণের বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন। ২০-২১

হে জগদ্ধাম জগৎকারণের কারণ মহাদেব! আমি শক্রাদিদেবগণকে অন্বেষণ করিতে আপনার নিকট উপস্থিত হইলাম। ২২

১। বোত্তোলয়িতু……।

তমিমং সংশয়ং দেব চ্ছিন্ধি ত্বং দেবদেবতাঃ[১]।
কুত্র তিষ্ঠন্তি কস্মাদ্বা তথা ভূত্বা হ্যবস্থিতাঃ॥ ২৪
অনুযাস্যামি তান্ সর্ব্বানুপদেশাত্তব প্রভো।
তেষাং স্থিতিং ত্বং কথয় যদি তে বর্ত্ততে দয়া॥ ২৫
তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা তদুদ্দেশমহং পুনঃ।
তৎসর্ব্বমুক্তবান্ কর্ম্ম যথা বদ্ধাশ্চ মায়য়া॥ ২৬
অবজ্ঞাতা মহাদেবী মহামায়া জগন্ময়ী।
তেন তন্মায়য়া বদ্ধো বিষ্ণুস্তিষ্ঠতি সাগরে॥ ২৭
তং মার্গমাণাস্ত্রিদশা ব্রহ্মাদ্যা মায়য়া পুনঃ।
নিবদ্ধা নিকটে তস্য স্থিতাশ্চাত্যর্থসংযতাঃ॥ ২৮
তাংস্তু মার্গয়িতুং যাসি যদিহ ত্বং ময়া বিনা।
বদ্ধস্তথৈব ত্বং চাপি নায়াতুং ভবিতা প্রভুঃ॥ ২৯
তস্মাদ্গচ্ছাম্যহং তত্র যত্রাস্তে গরুড়ধ্বজঃ।
ব্রহ্মেন্দ্রাদ্যাস্তথা গুপ্তান্মোচয়িষ্যে চ তান্ ক্রমাৎ॥ ৩০
ইত্যুক্ত্বা গুরুণা সার্দ্ধং সম্ভূয় স বৃষধ্বজঃ।
দেবৌঘা যত্র তিষ্ঠন্তি গতস্তত্র মহেশ্বরঃ॥ ৩১
তত্র গত্বা মহাদেবো বিষ্ণুমাভাষ্য বেধসম্।
সর্ব্বাংস্তান্ পরিপপ্রচ্ছ কিমর্থং সংস্থিতাস্ত্বিহ॥ ৩২

ব্রহ্মা এবং বিষ্ণু ইঁহারা ব্রহ্মসদনে বা স্বর্গে? যেমন অন্য সময় তাঁহারা সেই সেই স্থানে লক্ষিত হইতেন। ২৩

অতএব হে দেব! সংশয়চ্ছেদন করুন, দেবতা সকলে এক্ষণে কোথায় অবস্থিত এবং কেনই বা তাঁহারা সেইরূপ অবস্থিত? ২৪

হে প্রভো! আমি আপনার উপদেশ অনুসারে সেই সকল দেবতার অনুসরণ করিব। আপনার যদি দয়া থাকে, তাহা হইলে সেই দেবতারা কোথায় বলিয়া দিউন। ২৫

তাঁহার এইরূপ বাক্য শুনিয়া আমি দেবতাদিগের সেই সকল কার্য্যের উল্লেখ করিলাম, যে জন্য তাঁহারা মহামায়া কর্ত্তৃক আবদ্ধ হইয়াছেন। ২৬

জগন্ময়ী মহাদেবী মহামায়াকে বিষ্ণু অবজ্ঞা করিয়াছেন বলিয়া তাঁহার মায়াদ্বারা আবদ্ধ হইয়া সাগরে অবস্থান করিতেছেন। ২৭

সেই বিষ্ণুর অন্বেষণে তৎপর ব্রহ্মা আদি দেবগণ আবার মায়াবশে দৃঢ়রূপে আবদ্ধ হইয়া তাঁহার নিকটে বাস করিতেছেন। ২৮

অতএব যদি তুমি আমাকে সঙ্গে না লইয়া তাঁহাদিগের অন্বেষণ করিতে সেই স্থানে গমন কর তাহা হইলে তুমিও মায়ার দ্বারা আবদ্ধ হইয়া থাকিবে। ২৯

আর আসিতে সমর্থ হইবে না। অতএব যেখানে নারায়ণ এবং ব্রহ্মাদি-দেবগণ অবস্থান করিতেছেন, সেই স্থানে আমিও গমন করিব এবং ক্রমশঃ তাঁহাদিগকে মোচনও করিব। ৩০

এই কথা বলিয়া ভগবান্ মহাদেব বৃহস্পতির সহিত একত্র যেখানে সমুদয় দেবগণ অবস্থান করিতেছিলেন, সেই স্থানে গমন করিলেন। ৩১

১। তৎসমো নাস্তি দেবতা।

গতাগতবিহীনাশ্চ জড়বজ্ জ্ঞানবর্জ্জিতাঃ।
কিমর্থমভবন্ দেবাস্তন্মে ভাষন্ত সম্প্রতি ॥ ৩৩
তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা মহাদেবস্য কেশবঃ।
শনৈর্ভর্গমুবাচেদং ব্রহ্মাদীনাং পুরস্তদা ॥ ৩৪

শ্রীভগবানুবাচ—

নীলকণ্ঠস্য শিখরাদূর্দ্ধভাগেন গচ্ছতা।
বিয়তা গরুড়স্থেন ময়া নীলো মহাগিরিঃ।
ধৃতঃ করেণ চোদ্ধর্ত্তুং গরুড়াগতিবারণে[১] ॥ ৩৫
তত্র মাং সা মহামায়া কামাখ্যা কামরূপিণী।
যোগনিদ্রা স্বয়ং ধৃত্বা চিক্ষেপাম্বুধিপুষ্করে[২] ॥ ৩৬
ততোঽহং তলমাসাদ্য তোয়রাশেঃ সবাহনঃ।
পতিতো নিবসাম্যত্র চিরমন্ধকসূদন।
নিবসামি চিরং চাহমত্র সাগরতোয়কে ॥ ৩৭
নাদ্যাপি সা মহামায়া নুদতে[৩] মাং মহেশ্বর ॥ ৩৮
মদর্থমাগতা দেবা ব্রহ্মেন্দ্রাদ্যাঃ সমন্ততঃ।
তেঽপি বদ্ধা মহাদেব্যা মায়াপাশেন বৈ হঠাৎ ॥ ৩৯
তস্মান্মো হ্যনুগৃহ্নীষ্ব নয়েদানীং শিবালয়ে[৪]।
তাঞ্চ প্রসাদয়িষ্যামঃ সম্যক্ বন্ধবিহিংসয়া ॥ ৪০

মহাদেব সেই স্থানে গমন করিয়া বিষ্ণু এবং ব্রহ্মার সহিত শিষ্টালাপ করিয়া সকল দেবতাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, তোমরা এইস্থানে অবস্থান করিতেছ। ৩২

তোমাদের নড়ন চড়নের শক্তি নাই, জড়ের মত জ্ঞানশূন্য হইয়া অবস্থান করিতেছ, এ সকল কেন হইয়াছে, এক্ষণে আমার নিকট বল। ৩৩

তখন কেশব মহাদেবের সেই বাক্য শুনিয়া ব্রহ্মাদির সম্মুখে আস্তে আস্তে মহাদেবকে বলিলেন। ৩৪

আমি গরুড়ের উপর আরোহণ করিয়া নীলগিরির শৃঙ্গের উপর দিয়া আকাশমার্গে গমন করিতেছিলাম, এমন সময় গরুড়ের গতিরোধ হওয়াতে আমি হস্ত দ্বারা মহাগিরি নীলকে ধারণ করিলাম। ৩৫

সেই স্থলে আমার অংশরূপা কামরূপিণী যোগনিদ্রা মহামায়া কামাখ্যা দেবী আমাকে ধরিয়া সাগরগর্ভে নিক্ষেপ করিলেন। ৩৬

হে অন্ধকসূদন! তাহার পর আমি বাহনের সহিত সমুদ্রের তলে পতিত হইয়া অনেককাল এই স্থানে বাস করিতেছি। ৩৭

হে মহেশ্বর! আমি কতদিন এই সাগরের জলে বাস করিতেছি, কিন্তু সেই মহামায়া অদ্যাপি আমাকে দয়া করিতেছেন না। ৩৮

আমার নিমিত্ত আগত ব্রহ্মাদি সমস্ত দেবগণ সহসা মহাদেবীর পাশ দ্বারা আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছেন। ৩৯

অতএব আপনি আমাদের উপর অনুগ্রহ করিয়া, আমাদিগকে শিবালয়ে লইয়া যাউন। আমরা হিংসত্বশূন্য হইয়া, সেই দেবীকে প্রসন্ন করাইব। ৪০

১। বাধনে। ২। .....গহ্বরং। ৩। দয়তে। ৪। শিবালয়ম্।

হরেস্তদ্বচনং শ্রুত্বা হৃহঞ্চ করুণাযুতঃ।
উবাচ পরমপ্রীত্যা বিধিবিষ্ণু প্রতি স্বয়ম্ ॥ ৪১
ঈশ্বর্য্যাঃ কামপূর্ব্বায়াঃ কবচং সুমনোহরম্।
বদ্ধা শরীরে চাপ্লাব্য পশ্চাৎ গচ্ছন্তু তাং প্রতি।
অহং নিবদ্ধকবচস্তেনাহং মায়য়া ত্বিহ।
ন বদ্ধো মম সংসর্গাত্তথা চেহ বৃহস্পতিঃ ॥ ৪২
তস্মাদ্ যূয়ন্তু কবচং শৃণুধ্বং[১] বচনান্মম।
যেন সৌখ্যাৎ সমুৎপ্লুত্য দ্রক্ষ্যামঃ পরমেশ্বরীম্ ॥ ৪৩
ওঁ কামাখ্যাকবচস্য ঋষির্বৃহস্পতিঃ স্মৃতঃ।
দেবী কামেশ্বরী তস্য অনুষ্টুপ্ছন্দ ইষ্যতে[২] ॥ ৪৪
বিনিয়োগঃ সর্ব্বসিদ্ধৌ তঞ্চ শৃণ্বন্তু দেবতাঃ ॥ ৪৫
শিরঃ কামেশ্বরী দেবী কামাখ্যা চক্ষুষী মম।
শারদা কর্ণযুগলং ত্রিপুরা বদনং তথা।
কণ্ঠে পাতু মহামায়া হৃদি কামেশ্বরী পুনঃ ॥ ৪৬
কামাখ্যা জঠরে পাতু শারদা মাস্তু নাভিতঃ।
ত্রিপুরা পার্শ্বয়োঃ পাতু মহামায়া তু মেহনে ॥ ৪৭
গুদে কামেশ্বরী পাতু কামাখ্যোরুদ্বয়ে তু মাম্।
জানুনোঃ শারদা পাতু ত্রিপুরা পাতু জঙ্ঘয়োঃ ॥ ৪৮
মহামায়া পাদযুগে নিত্যং রক্ষতু কামদা।
কেশে কোটেশ্বরী পাতু নাসায়াং পাতু দীর্ঘিকা ॥ ৪৯
ভৈরবী দন্তসঙ্ঘাতে মাতঙ্গ্যবতু চাঙ্গয়োঃ।
বাহ্বোর্ম্মাং ললিতা পাতু পাণ্যোস্তু বনবাসিনী ॥ ৫০

হরির সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া, আমি করুণাযুক্ত হইলাম এবং প্রীতিপূর্ব্বক ব্রহ্মা ও বিষ্ণুকে বলিলাম। ৪১

অতএব তোমরা আমার মুখ হইতে কবচ শ্রবণ কর। এই কবচ পাঠ করিলে, পরমেশ্বরীর সাক্ষাৎ দর্শন লাভ হইবে। আমার সঙ্গে থাকায় বৃহস্পতি তোমাদের মত বদ্ধ হন নাই। ৪২-৪৩

এই কামাখ্যা-কবচের ঋষি বৃহস্পতি, কামেশ্বরী দেবতা এবং ছন্দঃ অনুষ্টুপ্। এই কামাখ্যা-কবচের সকল সিদ্ধির নিমিত্ত প্রয়োগ হইয়া থাকে। হে দেবগণ! তোমরা ইহা শ্রবণ কর। ৪৪-৪৫

কামেশ্বরীদেবী আমার মস্তক, কামাখ্যা চক্ষুর্দ্বয়, শারদা কর্ণদ্বয়, ত্রিপুরা বদন, মহামায়া কণ্ঠে এবং কামেশ্বরী হৃদয়ে রক্ষা করুন। ৪৬

কামাখ্যা আমার জঠরে, শারদা নাভিদেশে, ত্রিপুরা পার্শ্বদ্বয়ে এবং মহামায়া লিঙ্গে রক্ষা করুন। ৪৭

অপানদেশে কামেশ্বরী, উরুদ্বয়ে কামাখ্যা, জানুদ্বয়ে শারদা এবং জঙ্ঘাদ্বয়ে ত্রিপুরা রক্ষা করুন। ৪৮

কামদায়িনী মহামায়া নিত্যপাদযুগলে রক্ষা করুন এবং দীর্ঘিকা কোটীশ্বরী নাভিদেশে রক্ষা করুন। ৪৯

১। শৃণ্বন্ত। ২। উচ্যতে।

বিন্ধ্যবাসিন্যঙ্গুলীষু শ্রীকামা নখকোটিষু[১] ।
রোমকূপেষু সর্ব্বেষু গুপ্তকামা সদাবতু ॥ ৫১
পাদাঙ্গুলিপার্ষ্ণিভাগে পাতু মাং ভুবনেশ্বরী ।
জিহ্বায়াং পাতু মাং সেতুঃ কঃ কণ্ঠাভ্যন্তরেঽবতু ॥ ৫২
নঃ পাতু চান্তরে বক্ষঃ ইঃ পাতু জঠরান্তরে ।
সামীন্দুঃ পাতু মাং বস্তাবিন্দুবিন্দ্বন্তরেঽবতু[২] ॥ ৫৩
তকারস্ত্বচি মাং পাতু রকারোঽস্থিষু সর্বদা ।
লকারঃ সর্বনাড়ীষু ঈকারঃ সর্ব্বসন্ধিষু ॥ ৫৪
চন্দ্রঃ স্নায়ুষু মাং পাতু বিন্দুর্মজ্জাসু সন্ততম্ ।
পূর্ব্বস্যাং দিশি চাগ্নেয্যাং দক্ষিণে নৈর্ঋতে তথা ॥ ৫৫
বারুণে চৈব বায়ব্যাং কৌবেরে হরমন্দিরে ।
অকারাদ্যাস্তু বৈষ্ণব্যা অষ্টৌ বর্ণাস্তু মন্ত্রগাঃ । ৫৬
পান্তু তিষ্ঠন্তু সততং সমুদ্ভববিবৃদ্ধয়ে ॥ ৫৭
ঊর্দ্ধাধঃ পাতু সততং মাং তু সেতুদ্বয়ং সদা ।
নবাক্ষরাণি মন্ত্রেষু শারদামন্ত্রগোচরে ॥ ৫৮
নবস্বরস্তু মাং নিত্যং নাসাদিষু সমন্ততঃ ।
বাতপিত্তকফেভ্যস্তু ত্রিপুরায়াস্তু ত্র্যক্ষরম্ ।
নিত্যং রক্ষতু ভূতেভ্যঃ পিশাচেভ্যস্তথৈব চ ॥ ৫৯

ভৈরবী আমার দন্তসমূহে এবং মাতঙ্গী স্কন্ধদ্বয়ে রক্ষা করুন। বাহুদ্বয়ে ললিতা এবং করতলে বনবাসিনী রক্ষা করুন। ৫০

বিন্ধ্যবাসিনী অঙ্গুলী-নিচয়ে, শ্রীকামা নখকোটিতে রক্ষা করুন এবং গুপ্তকামনা সমুদয় রোমকূপে রক্ষা করুন। ৫১

পাদাঙ্গুলী এবং পার্ষ্ণিভাগে আমাকে ভুবনেশ্বরী রক্ষা করুন। জিহ্বায় সেতু এবং কণ্ঠাভ্যন্তরে ক রক্ষা করুক। ৫২

ন বক্ষের অন্তরে এবং ট জঠরান্তরে রক্ষা করুক। অর্দ্ধচন্দ্র বস্তিদেশে এবং বিন্দু উহার ভিতর রক্ষা করুক। ৫৩

ক আমার কেশে এবং সর্ব্বদা আমার অস্থিতে রক্ষা করুক। মকার সমুদয় নাড়ীতে এবং ইকার সমুদয় সন্ধিপ্রদেশে রক্ষা করুক। ৫৪

অর্দ্ধচন্দ্র আমার স্নায়ুতে এবং বিন্দু মজ্জাতে রক্ষা করুক। ৫৫

পূর্ব্বদিক্, অগ্নিকোণ, দক্ষিণদিক্, নৈর্ঋতকোণ, পশ্চিমদিক্ বায়ুকোণ, উত্তর-দিক্ এবং ঈশানকোণে বৈষ্ণবী মন্ত্রান্তর্গত অকারাদি অষ্ট অক্ষর সর্ব্বদা নিত্য বৃদ্ধির নিমিত্ত রক্ষা করুক এবং স্থিতি করুক। ৫৬

শারদা-মন্ত্রান্তর্গত নয়টী অক্ষর আমার ঊর্দ্ধ অধঃ এবং নেত্রদ্বয় সর্ব্বদা রক্ষা করুক। ৫৭

নয়টী স্বর সর্ব্বদা আমার নাসিকাদিতে রক্ষা করুক এবং ত্রিপুরার অক্ষরত্রয় আমাকে বাত, পিত্ত এবং কফ হইতে রক্ষা করুক। ৫৮

উহারা ভূত ও পিশাচগণ হইতে নিত্য আমাকে রক্ষা করুক। দিবাকর গুল্ফদেশে এবং রাক্ষসগণ হইতে আমাকে রক্ষা করুন। ৫৯

১। কোটিকাং। ২। বস্তৌ গুহ্যং বিন্দ্বন্তরেঽবতু।

তৎসেতু[১] সততং পাতাং ক্রব্যাদ্ভ্যো মান্নিবারকৌ।
নমঃ কামেশ্বরীং দেবীং মহামায়াং জগন্ময়ীম্।
যা ভূত্বা প্রকৃতির্নিত্যং তনোতি জগদাদ্যতাম্ ॥ ৬০
কামাখ্যামক্ষমালাভয়বরদকরাং সিদ্ধসূত্রৈকহস্তাং,
শ্বেতপ্রেতোপরিস্থাং মণিকনকযুতাং কুঙ্কুমাপীতবর্ণাম্।
জ্ঞানধ্যানপ্রতিষ্ঠামতিশয়বিনয়াং[২] ব্রহ্মশক্রাদিবন্দ্যা-
মগ্নৌ বিন্দ্বন্তমন্ত্রপ্রিয়তমবিষয়াং নৌমি সিদ্ধ্যৈ রতিস্থাম্[৩] ॥ ৬১
মধ্যে মধ্যস্য ভাগে সততবিনমিতা ভাবহারবলীয়া,[৪]
লীলা লোকস্য কোষ্ঠে সকলগুণযুতা ব্যক্তরূপৈকনম্রা।
বিদ্যাবিদ্যৈকশান্তা শমনশমকরী ক্ষেমকর্ত্রী বরাস্যা
নিত্যং পাতাং পবিত্রপ্রণববরকরা[৫] কামপূর্ব্বেশ্বরী নঃ ॥ ৬২
ইতি হরকবচং[৬] তনুস্থিতং শময়তি বৈশমনং তথা যদি[৭]।
ইহ গৃহাণ যতস্ব বিমোক্ষণে সহিত এষ বিধিঃ সহ চামরৈঃ ॥ ৬৩
ইতীদং কবচং যস্তু কামাখ্যায়াঃ পঠেদ্বুধঃ।
সকৃত্তস্য মহাদেবী তনুব্রজতি নিত্যদা ॥ ৬৪
নাধিব্যাধিভয়ং তস্য ন ক্রব্যাদ্ভ্যো ভয়ং তথা।
নাগ্নিতো নাপি[৮] তোয়েভ্যো ন রিপুভ্যো ন রাজতঃ ॥ ৬৫
দীর্ঘায়ুর্ব্বহুভোগী চ পুত্রপৌত্রসমন্বিতঃ।
আবর্ত্তয়ন্ব্রতং দেবীং মন্দিরে মোদতে পরে ॥ ৬৬

মহামায়া জগন্ময়ী কামেশ্বরী দেবীকে নমস্কার করি। এই কাম্যা দেবীই প্রকৃতিরূপে সমুদয় জগৎ বিস্তার করিতেছেন। ৬০

যাঁহার হস্তে অক্ষমালা, অভয়, বর এবং সিদ্ধসূত্র, যিনি শ্বেতবর্ণ প্রেতের উপর অবস্থিতা মণি-সুবর্ণ-শোভিত, কুঙ্কুমতুল্য ঈষৎ পীতবর্ণা, জ্ঞান ও ধ্যানে প্রতিষ্ঠিতা, বিনয়বতী আদি সৃষ্টিকালে ব্রহ্মানামে প্রসিদ্ধ এবং অর্দ্ধচন্দ্র বিন্দু-অন্ত মন্ত্র যাঁহার অতিশয় প্রিয়, সেই রতিক্রীড়ায় বর্ত্তমান কামাখ্যা দেবীকে নমস্কার করি। ৬১

যাঁহার মধ্যদেশে সর্ব্বদা হারাবলী বিগলিত হইয়াছে, যিনি লোকের লীলা-স্বরূপ সকলগুণশালিনী, ব্যক্তরূপা বিনম্রা, বিদ্যারূপা, বিদ্যাহেতু শান্ত-মূর্ত্তি, যমের দমনকারিণী, মঙ্গলকর্ত্রী এবং সুন্দরাননা, আর যাঁহার হস্তে পবিত্র প্রণব অবস্থিত, সেই কামেশ্বরী দেবী আমাদিগকে রক্ষা করুন। ৬২

হে হরে! এই কবচ শরীরে থাকিয়া যমভয় এবং দুর্দ্দৈবের শান্তি করে, এই কবচ গ্রহণ করিয়া অমরগণের সহিত মুক্তি লাভের নিমিত্ত চেষ্টা করে। ৬৩

যে পণ্ডিত কামাখ্যার এই কবচ একবারমাত্র পাঠ করে, সে অনন্তকালের নিমিত্ত মহাদেবীর শরীরে প্রবেশ করে। ৬৪

তাহার আধি বা ব্যাধি অথবা রাক্ষসগণ হইতে ভয় হয় না। অগ্নি, জল, রিপু এবং রাজা হইতে ভয় হয় না। ৬৫

১। ওষ্ঠে তু সততং পাতু।
২। ……বিশদাং।
৩। সিদ্ধিরভীষ্টাম।
৪। সততপরিমিতা ভারহারাবলীয়া।
৫। ……প্রবলযুবকরা।
৬। হরেঃ কবচং।
৭। তথায়তি।
৮। নাতি।

যথা তথা ভবেদ্বদ্ধঃ সংগ্রামেঽন্যত্র বা বুধঃ।
তৎক্ষণাদেব মুক্তঃ স্যাৎ স্মরণাৎ কবচস্য তু ॥ ৬৭

ঈশ্বর উবাচ—

ইতি শ্রুত্বা তু কবচং হরিব্রহ্মা সুরাস্তথা।
শক্রোঽপি কবচং ন্যাসং দেহে চক্রুঃ পৃথক্ পৃথক্ ৬৮
তে তু বিন্যস্তকবচা মহামায়াপ্রভাবতঃ।
উৎপ্লুত্য সাগরস্যান্তঃ[১] আসেদুঃ ক্ষিতিমঞ্জসা ॥ ৬৯
আসাদ্য পৃথিবীং সর্ব্বে ব্রহ্মবিষ্ণ্বাদয়ঃ সুরাঃ।
নীলকূটং সমাসাদ্য কামাখ্যাং দ্রষ্টুমাগতাঃ ॥ ৭০
দৃষ্ট্বা কামেশ্বরীং দেবীং কেশবস্তাং[২] জগন্ময়ীম্।
ইদমাহ স্বয়ং জ্ঞাত্বা প্রভাবং তৎপ্রতিষ্ঠিতম্ ॥ ৭১
ত্বমেব প্রকৃতির্দেবী ত্বমেব পৃথিবী জলম্।
ত্বমেব জগতাং মাতা ত্বমেব চ জগন্ময়ী ॥ ৭২
ত্বং কর্ত্রী সর্ব্বজগতাং বিদ্যা ত্বং মুক্তিদায়িনী।
পরাপরাত্মিকা দেবী স্থূলসূক্ষ্মাত্মিকা তথা ॥ ৭৩
প্রসাদ ত্বং মহাদেবি প্রসন্নায়াং শুভে ত্বয়ি।
দেবাঃ সর্ব্বে প্রসীদন্তি চতুর্ব্বর্গপ্রদেঽনঘে ॥ ৭৪
ইতি শ্রুত্বা বচস্তস্য কেশবস্য মহাত্মনঃ।
প্রত্যক্ষরূপা কামাখ্যা হরিমাভাষ্য চাব্রবীৎ ॥ ৭৫

সে দীর্ঘায়ুঃ, বহুভোগী এবং পুত্র-পৌত্রযুক্ত হইয়া শতবার জন্মগ্রহণ করিয়া অন্তে দেবীর মন্দিরে আনন্দ উপভোগ করে। ৬৬

সংগ্রামে বা অন্যত্র যে কোনরূপেই বদ্ধ হউক, এই কবচের স্মরণ করিলে তৎক্ষণাৎ মুক্তি লাভ হইবে। ৬৭

ঈশ্বর বলিলেন,— তখন হরি, ব্রহ্মা, ইন্দ্র এবং অপর দেবগণ এই কবচ শ্রবণ করিয়া নিজ নিজ দেহে পৃথক্ পৃথক্ কবচ ধারণ করিলেন। ৬৮

তাঁহারা কবচ ধারণ করিবামাত্র মহামায়ার প্রভাবে সাগরগর্ভ হইতে উত্থিত হইয়া পৃথিবী প্রাপ্ত হইলেন। ৬৯

অনন্তর সেই ব্রহ্মা বিষ্ণু আদি দেবগণ পৃথিবীতল প্রাপ্ত হইয়াই নীলকূট পর্ব্বতে কামাখ্যা দেবীকে দেখিতে গমন করিলেন। ৭০

সেই স্থানে কেশরিস্থিত জগন্ময়ী কামাখ্যা দেবীকে দেখিয়া এবং তাঁহার প্রভাব অবগত হইয়া এই কথা বলিলেন। ৭১

তুমি প্রকৃতি, তুমি পৃথিবী ও জল, তুমি জগতের মাতা এবং তুমি জগন্ময়ী।

তুমি জগতের কর্ত্রী, তুমি বিদ্যা, তুমি মুক্তিদায়িনী, তুমি পরাপরস্বরূপা এবং স্থূল, সূক্ষ্ম ও লঘুরূপিণী। ৭২-৭৩

হে মহাদেবি! প্রসন্ন হও, হে চতুর্ব্বর্গপ্রদায়িনি পাপরহিতে! তুমি প্রসন্ন হইলে সকল দেবগণ প্রসন্ন হন। ৭৪

মহাত্মা কেশবের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া কামাখ্যাদেবী প্রত্যক্ষগোচর হইয়া হরিকে সম্বোধন করিয়া এই কথা বলিলেন। ৭৫

১। ……স্যান্তঃ। ২। ……শিখরস্থাং।

দেব্যুবাচ—

কেশব ব্রহ্মণা সার্দ্ধং সর্ব্বৈর্দ্দেবৈস্তথা গণৈঃ।
মদ্‌যোনিসলিলেষদ্য স্নানং পানং কুরু দ্রুতম্ ॥ ৭৬
ততস্ত্বং নিরহঙ্কারঃ পরবীর্য্যসমন্বিতঃ।
আরুহ্য গরুড়ং যাহি ত্রিদিবং সহ বেধসা ॥ ৭৭
এবমুক্তো মহাদেব্যা কেশবঃ সহ বেধসা।
যোনিমণ্ডলতোয়েষু স্নানং পানং চকার হ ॥ ৭৮
কৃতপ্লাবাস্ততো দেবাঃ কৃতস্নানশ্চ কেশবঃ।
গতা দেব্যাশ্চ সম্মত্যা ত্রিদিবং প্রতি হর্ষিতাঃ ॥ ৭৯
গচ্ছন্তস্তে দেবগণাঃ সহিতাঃ কেশবেন চ।
ব্রহ্মণা চ তদাদ্রাক্ষুঃ কামাখ্যাং তাং বিয়দ্গতাম্[১] ॥ ৮০
নীলকূটসহস্রাণি যোনিভিঃ সহ সঙ্গতঃ।
ঊর্দ্ধাধোভাগযোগেন দদৃশুঃ সংস্থিতানি চ ॥ ৮১
তানি প্রত্যেকতো দেবা আরুহ্যারুহ্য তৎক্ষণাৎ।
পপ্রুঃ সস্নুঃ পূর্ব্ববত্তে প্রীতিমাপুস্তথাতুলাম্ ॥ ৮২
নিরাময়াস্তথা জগ্মুর্বিস্ময়াক্লিষ্টচেতনাঃ।
স্তুবন্তঃ প্রস্তুবন্তশ্চ কামাখ্যাযোনিমণ্ডলম্ ॥ ৮৩
ততো দেবগুরুং নত্বা মাং স্তুত্বা চ ভয়াৎ পুনঃ।
বিসৃষ্টাস্ত্রিবিদং যাতো হর্ষোৎফুল্লবিলোচনাঃ ॥ ৮৪

হে কেশব! ব্রহ্মা এবং অপর দেবগণের সহিত আমার যোনিস্থিত সলিলে স্নান ও সেই জল পান কর। ৭৬

তাহাতে তুমি অহঙ্কারশূন্য হইয়া এবং বিশেষ বীর্য্যলাভ করিয়া গরুড়ারোহণ-পূর্ব্বক ব্রহ্মার সহিত স্বর্গে গমন করিবে। ৭৭

মহাদেবী এই কথা বলিলে কেশব ব্রহ্মার সহিত যোনিমণ্ডলস্থিত জলে স্নান ও তাহা পান করিলেন। ৬৮

অনন্তর কেশব ও দেবগণ স্নান করিয়া দেবীর অনুমতিক্রমে প্রহৃষ্টান্তঃকরণে স্বর্গে গমন করিলেন। ৭৯

ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং দেবগণ গমন করিতে করিতে আকাশস্থিতা কামাখ্যা দেবীকে দর্শন করিলেন। ৮০

নীলকূট সহস্র যোনিদ্বারা সঙ্গত হইয়া ঊর্দ্ধ এবং অধোদেশ ব্যাপিয়া অবস্থিত দেখিলেন। ৮১

তখন সেই দেবতাগণ তৎক্ষণাৎ তাহার প্রত্যেক পর্ব্বতে উঠিয়া যোনিমণ্ডলের সলিলে স্নান ও তাহা পান করিয়া অতুল প্রীতিলাভ করিলেন। ৮২

তাহার পর নিরাপদে বিস্ময়ান্তঃকরণে কামাখ্যার যোনিমণ্ডলের স্তব করিতে করিতে গমন করিলেন। ৮৩

অনন্তর দেবগুরু বৃহস্পতি আমাকে স্তব করিয়া এবং আমাকর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া হর্ষোৎফুল্ললোচনে স্বর্গে গমন করিলেন। ৮৪

১। বিয়দ্গতাঃ।

মাহাত্ম্যমীদৃশং দেব্যাঃ কামাখ্যায়াস্তু ভৈরব।
কবচঞ্চেদৃশং প্রোক্তং তত্ত্বমাসাদ্য পুত্রক।
যথেষ্টবিনিয়োগেন তামাসাদ্য সুখী ভব ॥ ৮৫
কামাখ্যায়াশ্চ মাহাত্ম্যং কিমন্যৎ কথয়ামি তে।
যস্যা যোনিশিলাযোগাল্লোহাদ্যা যান্তি স্বর্ণতাম্ ॥ ৮৬
যদ্‌যোনিমণ্ডলে স্নাত্বা সকৃৎ পীত্বা চ মানবঃ।
নেহোৎপত্তিমবাপ্নোতি পরং নির্ব্বাণমাপ্নুয়াৎ ॥ ৮৭

ইতি শ্রীকালিকাপুরাণে কামাখ্যাকবচমাহাত্ম্যবর্ণনং
নাম দ্বিসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭২

ত্রিসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ

ভগবানুবাচ—

মাতৃকান্যাসমধুনা শৃণু বেতাল ভৈরব।
যেন দেবত্বমায়াতি নরোঽপি বিহিতেন বৈ ॥ ১
বাগ্‌ব্রহ্মাণীমুখা দেব্যো মাতৃকাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ।
তাসাং মন্ত্রাণি সর্ব্বাণি ব্যঞ্জনানি স্বরাস্তথা ॥ ২
চন্দ্রবিন্দুপ্রযুক্তানি সর্ব্বকামপ্রদানি চ ॥ ৩
ঋষিস্তু মাতৃমন্ত্রাণাং[১] ব্রহ্মৈব পরিকীর্ত্তিতঃ।
প্রোক্তশ্ছন্দশ্চ গায়ত্রী দেবতা চ সরস্বতী ॥ ৪
শরীরশুদ্ধিমুখ্যে তু সর্ব্বকামার্থসাধনে।
বিনিয়োগঃ সমুদ্দিষ্টো মন্ত্রাণাং ন্যূনপূরণে[২] ॥ ৫

হে ভৈরব। সেই কামাখ্যা দেবীর মাহাত্ম্য ঈদৃশ, এই তাঁহার কবচও কথিত হইল, এক্ষণে এই কবচ আপনার ইচ্ছানুসারে ধারণ করিয়া সুখী হও। ৮৫

কামাখ্যা দেবীর মাহাত্ম্যের বিষয় তোমাকে আর অধিক কি বলিব, যাহার যোনিশিলার সম্পর্কে লৌহ স্বর্ণত্ব প্রাপ্ত হয়। ৮৬

একবার মাত্র এই কামাখ্যার যোনিমণ্ডলে স্নান ও তাহার জল পান করিয়া মনুষ্য আর জন্মপ্রাপ্ত হয় না, একবারে নির্ব্বাণপ্রাপ্ত হয়। ৮৭

দ্বিসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৭২

ত্রিসপ্ততিতম অধ্যায়

মাতৃকা-ন্যাস

ভগবান বলিলেন,—হে বেতাল ও ভৈরব! এক্ষণে মাতৃকান্যাসের কথা বলিতেছি, শ্রবণ কর—যাহার অনুষ্ঠান দ্বারা মনুষ্য দেবত্ব প্রাপ্ত হয়। ১

বাক্ ব্রহ্মাণী আদি দেবী মাতৃকা বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছেন। চন্দ্রবিন্দু-যুক্ত সমুদয় স্বর ও ব্যঞ্জন তাঁহাদের মন্ত্র, ইঁহারা সর্ব্বকাম প্রদান করেন। ২-৩

মাতৃকাদিগের ঋষি ব্রহ্মা, ছন্দঃ গায়ত্রী এবং দেবতা সরস্বতী। ৪

শরীরশুদ্ধি আদি সকল প্রকার কাম এবং অর্থের সাধনকার্য্যে এবং মন্ত্র-দিগের ন্যূনতাপূরণে ইহার প্রয়োগ। ৫

১। এষামৃষিস্তু মন্ত্রাণাং। ২। ……মূলশোধনে।

অকারেণ সমং কাদির্বর্গো যঃ প্রথমঃ স্মৃতঃ।
তৈশ্চন্দ্রবিন্দুসংযুক্তৈস্তত্রস্থৈরক্ষরৈর্বহিঃ ॥ ৬
আকারঞ্চ তথোচ্চার্য্য অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমস্তথা।
প্রথমং মাতৃকামন্ত্র-মঙ্গুষ্ঠদ্বয়তো ন্যসেৎ ॥ ৭
পরে বর্গাঃ স্বরৈঃ সার্দ্ধং যে বান্যে ন্যাসকর্ম্মণি।
তে সর্ব্বে চন্দ্রবিন্দুভ্যাং যুক্তাঃ কার্য্যাস্তু সর্ব্বতঃ ॥ ৮
হ্রস্বেকারশ্চ বর্গেণ দীর্ঘোকারান্তকেন তু।
তর্জ্জন্যো র্বিন্যসেৎ সম্যক্ স্বাহান্তেন তু পূর্ব্ববৎ।
হ্রস্বোকারশ্চ বর্গেণ দীর্ঘোঙ্কারান্তকেন তু ॥ ৯
মধ্যমাযুগলে সম্যগ্বষড়ন্তেন বিন্যসেৎ ॥ ১০
একারাদিটবর্গস্তু ঐকারান্তেন চৈব হুম্।
ন্যসেদনামিকাযুগ্মে নিয়তং তত্র ভৈরব ॥ ১১
ওঁকারাদিপবর্গস্তু ঔকারান্তমশেষতঃ।
বৌষড়ন্তং কনিষ্ঠায়াং বিন্যসেৎ কার্য্যসিদ্ধয়ে ॥ ১২
অংকারাদিযকারাদি-বর্গেণ ক্ষান্তকেন তু।
অ ইত্যন্তেন[১] বলয়োর্বিন্যসেৎ পাণিপৃষ্ঠয়োঃ ॥ ১৩
বষট্কারং শেষভাগে অস্ত্রন্যাসে নিযোজয়েৎ।
হৃদয়াদিষড়ঙ্গেষু পূর্ব্ববৎ ক্রমতো ন্যসেৎ ॥ ১৪
অঙ্গুষ্ঠাদ্যুক্তবর্গৈস্তু ক্রমাৎ ষড়ভিস্তথাবিধৈঃ[২]।
পুনস্তথা পাদজানু সক্থিগুহ্যেষু পার্শ্বয়োঃ[৩]।
বস্তৌ চ বিন্যসেন্মন্ত্রান্ ক্রমাৎ পূর্ব্ববদক্ষরৈঃ ॥ ১৫

অকারের সহিত ককারাদি যে প্রথম বর্গ, তাহার অন্তর্গত অক্ষর-সকলকে চন্দ্রবিন্দুর সহিত যুক্ত করিবে। ৬

তদনন্তর আকার উচ্চারণ করিয়া 'অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ' এই বলিয়া প্রথম অঙ্গুষ্ঠদ্বয়ে মাতৃকা ন্যাস করিবে। ৭

অনন্তর অপর অপর বর্ণ স্বরের সহিত সম্যক্ প্রকারে চন্দ্রবিন্দুযুক্ত করিয়া ন্যাস-কার্য্যে নিযুক্ত করিবে। ৮

তর্জ্জনীদ্বয়ে প্রথম হ্রস্ব ইকার, তাহার পর চবর্গ এবং অন্তে দীর্ঘ-ঈকার চন্দ্রবিন্দুযুক্ত করিয়া 'তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা' বলিয়া পূর্ব্বের মত ন্যাস করিবে। মধ্যমাদ্বয়ে হ্রস্ব উকার তবর্গ ও দীর্ঘ উকার যথাক্রমে চন্দ্রবিন্দুযোগে উচ্চারণ করিয়া 'মধ্যমাভ্যাং বষট্' এই বলিয়া ন্যাস করিবে। ৯

অনামিকাযুগলে এ, টবর্গ এবং ঐকার যথাক্রমে চন্দ্রবিন্দুযুক্ত করিয়া উচ্চারণ করত 'অনামিকাভ্যাং হুং ফট্' বলিয়া ন্যাস করিবে। ১১

কনিষ্ঠাদ্বয়ে ওকার, পবর্গ এবং ঔকার ঐরূপ বিন্দুযুক্ত করিয়া উচ্চারণ করত 'কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্' এই বলিয়া কার্য্যসিদ্ধির নিমিত্ত বিন্যাস করিবে। ১২

করতল ও তাহার পৃষ্ঠদ্বয়ে অং, য হইতে ক্ষ পর্য্যন্ত বর্ণ, অনন্তর অঃ পূর্ব্ববৎ উচ্চারণ করিয়া 'অস্ত্রায় ফট্' বলিয়া ন্যাস করিবে। ১৩

অঙ্গন্যাসের শেষভাগে 'বষট্' এই শব্দের প্রয়োগ করিবে। হৃদয়াদি ষড়ঙ্গে পূর্ব্ববৎ যথাক্রমে অঙ্গুষ্ঠাদিতে উক্ত ছয় ছয়টি অক্ষর দ্বারা ন্যাস করিবে। ১৪

১। যো বিন্যসেৎ। ২। বুধৈঃ। ৩। .....পাদয়োঃ।

বাহ্বোঃ পাণ্যোস্তথা কট্যাং নাভৌ চ জঠরে তথা।
স্তনয়োরপি বিন্যাসং তথা ষড়্ভিঃ সমাচরেৎ ॥ ১৬
বক্ত্রে চ চিবুকে গণ্ডে কর্ণয়োশ্চ ললাটিকে।
অংসে কক্ষে চ ষড়বর্গৈঃ পূর্ব্ববন্ন্যাসমাচরেৎ ॥ ১৭
রোমকূপে ব্রহ্মরন্ধ্রে গুদে জঙ্ঘাযুগে তথা।
নখেষু পাদপার্শ্বেষ্বাশ্চ তথা পূর্ব্ববদাচরেৎ ॥ ১৮
এবন্তু মাতৃকান্যাসং যঃ কুর্য্যান্নরসত্তমঃ।
স সর্ব্বযজ্ঞপূজাসু পূতো যোগ্যস্তু জায়তে ॥ ১৯
নাতঃ পরতরং মন্ত্রং বিদ্যতে ক্বচিদেব হি।
যৎসর্ব্বকামদং পুণ্যং চতুর্ব্বর্গপ্রদং পরম্[১] ॥ ২০
বাগ্দেবতাং হৃদি ধ্যাত্বা মূর্ত্তিসর্ব্বাক্ষরাণি চ।
ত্রিধা চ মাতৃকামন্ত্রৈঃ সক্রমৈশ্চ পিবেজ্জলম্ ॥ ২১
স বাগ্মী পণ্ডিতো ধীমান্ জায়তে চ বরঃ কবিঃ।
চন্দ্রবিন্দুসমাযুক্তান্ স্বরান্ পূর্ব্বং পঠেদ্বুধঃ ॥ ২২
ব্যঞ্জনানি তু সর্ব্বাণি কেবলানি পঠেত্ততঃ।
অকারাদিক্ষকারান্তান্যেবং শ্বাসৈশ্চ পূরকৈঃ ॥ ২৩
জলং করতলে গৃহ্য পঠিত্বাক্ষরসঞ্চয়কম্।
অভিমন্ত্র্য তু তত্তোয়ং প্রথমং পূরকৈঃ পিবেৎ ॥ ২৪
কুম্ভকেন[২] দ্বিতীয়ন্তু তৃতীয়ন্ত্বথ রেচকৈঃ ॥ ২৫

এইরূপ পাদ, জানু, সক্থি, গুহ্য, পার্শ্ব এবং বস্তিতে পূর্ব্বোক্তক্রমে ন্যাস করিবে। ১৫

তাহার পর বাহুদ্বয়, করতলদ্বয়, কোটিদ্বয়, নাভি, জঠর ও স্তনদ্বয়ে পূর্ব্বোক্ত রীতিতে ন্যাস করিবে। ১৬

বক্ত্র, চিবুক, গণ্ড, কর্ণদ্বয়, ললাট, অংস এবং কক্ষ এই সকল অঙ্গেও পূর্ব্বের মত ন্যাস করিবে। ১৭

রোমকূপে, ব্রহ্মরন্ধ্রে, অপানদেশে, জঙ্ঘাযুগলে, নখে, পাদ এবং করতলেও পূর্ব্বের মত ন্যাস করিবে। ১৮

যে মনুষ্যশ্রেষ্ঠ সকল প্রকার যজ্ঞকার্য্যে ও পূজায় এইরূপ মাতৃকাবর্গের ন্যাস করে, সে সুপূত এবং যোগ্য হয়। ১৯

ইহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মন্ত্র আর কোন স্থানে মেলে না। ইহা সকল প্রকার কামদ, পবিত্র চতুর্ব্বর্গপ্রদ ও শুভ। ২০

যে ব্যক্তি হৃদয়ে বাগ্দেবতার, ও মস্তকে সমুদয় অক্ষরের ধ্যান করিয়া ক্রমের সহিত মাতৃকা মন্ত্রসকল তিনবার উচ্চারণ করিয়া জল পান করে, সে বাগ্মী, পণ্ডিত, বুদ্ধিমান্ এবং কবি হয়। পণ্ডিত মনুষ্য প্রথমে চন্দ্রবিন্দুযুক্ত স্বর সকলের উচ্চারণ করিবে। ২১-২২

তাহার পর ব্যঞ্জনগুলির পাঠ করিবে। অকারাদি ক্ষকারান্ত বর্ণের ন্যাস করিয়া করতলে জল গ্রহণপূর্ব্বক অক্ষরসমূহ পাঠ করিয়া ঐ জলে অভিমন্ত্রিত করত প্রথম পূরক মন্ত্র দ্বারা ঐ জল পান করিবে। ২৩-২৪

তাহার পর স্তম্ভক দ্বারা, তাহার পর রেচক দ্বারা পান করিবে। ২৫

১। .....ফলপ্রদম্। ২। স্তম্ভকেন।

এবং সকৃৎ ত্রিবারন্তু পীত্বা তোয়ং বিচক্ষণঃ।
দৃঢ়াঙ্গঃ পণ্ডিতো ভূয়াৎ পুত্রপৌত্রসমন্বিতঃ ॥ ২৬
ত্রিসন্ধ্যমথ পীত্বৈব মাতৃকামন্ত্রমন্ত্রিতম্[১]।
তোয়ং কবিত্বমাপ্নোতি সর্ব্বান্ কামাংস্তথৈব চ ॥ ২৭
সততং কুরুতে যস্তু মাতৃকামন্ত্রমন্ত্রিতম্।
তোয়পানং মহাভাগ পূরকুম্ভকরেচকৈঃ ॥ ২৮
স সর্ব্বকামান্ সম্প্রাপ্য পুত্রপৌত্রসমৃদ্ধিবান্।
ভূত্বা মহাকবির্লোকে বলবান্ সত্যবিক্রমঃ ॥ ২৯
সর্ব্বত্র বল্লভো ভূত্বা চান্তে মোক্ষমবাপ্নুয়াৎ।
রাজানমথবা রাজপুত্রং ভার্য্যামথাপি বা ॥ ৩০
বশীকরোতি নচিরান্মাতৃকামন্ত্রপানতঃ[২]।
ন্যাসক্রমে ক্রমঃ প্রোক্তো বর্গক্রম ইহৈব তু ॥ ৩১
অক্ষরাণাং ক্রমেণাথ তোয়পানং সমাচরেৎ।
যে যে মন্ত্রা দেবতানামৃষীণামথ রক্ষসাম্ ॥ ৩২
তে মন্ত্রা মাতৃকামন্ত্রে[৩] নিত্যমেব প্রতিষ্ঠিতাঃ।
সর্ব্বমন্ত্রময়শ্চায়ং সর্ব্ববেদময়স্তথা ॥ ৩৩
চতুর্ব্বর্গপ্রদশ্চায়ং মাতৃকামন্ত্র উচ্যতে।
ইতি তে কথিতং পুত্র মাতৃকান্যাসমদ্ভুতম্ ॥ ৩৪
বিভাগমথ মুদ্রাণাং শৃণু বেতাল ভৈরব ॥ ৩৫

ইতি শ্রীকালিকাপুরাণে ত্রিসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ। ৭৩।

এইরূপে একবার বা তিন বার পূরক, কুম্ভক ও রেচক দ্বারা জল পান করিলে দৃঢ়াঙ্গ, পণ্ডিত এবং পুত্রপৌত্রযুক্ত হয়। ২৬

মাতৃকামন্ত্র দ্বারা অভিমন্ত্রিত জল ত্রিসন্ধ্যা পান করিলে কবিত্ব এবং সকল প্রকার কাম প্রাপ্ত হয়। ২৭

হে মহাভাগ। যে পূরক, কুম্ভক ও রেচক দ্বারা মাতৃকা মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত জল সর্ব্বদা পান করে, সে সকল প্রকার কাম, পুত্র, পৌত্র এবং সমৃদ্ধি লাভ করে এবং ইহলোকে মহাকবি, বলবান্ ও সত্যবিক্রম হয়। ২৮-৩০

এইরূপে সর্ব্বত্র দুর্লভ হইয়া অন্তে মোক্ষপ্রাপ্ত হয়। মাতৃকা মন্ত্রের সাধনা করিলে রাজা, রাজপুত্র বা রাজভার্য্যা বশীভূত হয়। ৩০

ন্যাসক্রমে যে বর্ণক্রম উক্ত হইয়াছে, ঐরূপ অক্ষরক্রমে জলপান করিবে। ৩১

দেবতা, ঋষি বা রাক্ষসদিগের যে সকল মন্ত্র, ঐ সকল মন্ত্রই মাতৃকামন্ত্রে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ৩২

ইহা সর্ব্বমন্ত্রময়, সর্ব্বদেবময় এবং এই মাতৃকামন্ত্র চতুর্ব্বর্গপ্রদায়ক। ৩৩

হে পুত্রদ্বয় বেতাল ও ভৈরব! তোমাদের নিকট সেই অদ্ভুত মাতৃকা-ন্যাসের বিষয় বলিলাম, এক্ষণে মুদ্রাদিগের বিভাগ শ্রবণ কর। ৩৪

ত্রিসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত

১। মাতৃকামন্ত্রিতং পুনঃ। ২। .....নামমন্ত্রতঃ। ৩। .....মন্ত্রে.....।

চতুঃসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ

শ্রীভগবানুবাচ—

যা যোনিমুদ্রা কথিতা মুদ্রাবিভজনে পুরা।
অষ্টধা যোনিমুদ্রা স্যাৎ প্রথমা সা তু কীর্ত্তিতা ॥ ২
দ্বিতীয়া খেচরীমুদ্রা কামাখ্যায়াস্তু ভৈরব।
তাং বিদ্ধি চাদ্ভুতং গুহ্যং যেন তুষ্যতি চণ্ডিকা ॥ ২
অনামিকাং দক্ষিণস্য তর্জ্জন্যাং বামতো ন্যসেৎ।
বামানামাং দক্ষিণস্য তর্জ্জন্যাং বিনিবেশয়েৎ ॥ ৩
তে দ্বে তথা তর্জ্জনীভ্যাং বেষ্টয়েদগ্রতোঽগ্রতঃ।
মধ্যে দ্বয়ন্তু বিন্যস্য চোর্দ্ধভাগে ত্বনাময়োঃ ॥ ৪
তদগ্রাগ্রেণ সংযোগাত্তথৈব চ কনিষ্ঠকে।
অগ্রেণৈব চ সংযুক্তে তন্মূলেঽঙ্গুষ্ঠকে ন্যসেৎ ॥ ৫
ইয়ং তে খেচরী যোনির্যোনিমুদ্রা তু কামদা।
এষৈবাধঃ কনিষ্ঠে দ্বে নিযোজ্য যদি যুজ্যতে ॥ ৬
গুহ্যযোনিস্তু সা খ্যাতা কামেশ্বর্য্যাস্তু তুষ্টিদা।
সংবেষ্ট্য পূর্ব্ববৎ পাণ্যোর্দ্বে কনিষ্ঠে ত্বনামিকে ॥ ৭
অধোভাগে নিযোজ্যাথ মধ্যমে চোর্দ্ধতস্তথা ॥ ৮
তাসাং পরস্পরশ্চাগ্রৈরন্যোঽন্যং যোজয়েদ্ যদি।
মধ্যাং মধ্যে তথাঙ্গুষ্ঠে নিঃক্ষিপ্যাগ্রে নিযোজয়েৎ ॥ ৯
যোনিস্ত্রিশাঙ্করী প্রোক্তা ত্রিপুরাতুষ্টিদা সদা।
মধ্যে দ্বে চ তথা বেষ্ট্যা পূর্ব্ববচ্চাপ্যনামিকা ॥ ১০

অষ্টবিধ যোনিমুদ্রা ও মন্ত্ররহস্য

ভগবান্ বলিলেন,—পূর্ব্বে মন্ত্রবিভাজনাবসরে যে যে মন্ত্র কথিত হইয়াছে, উহাদের মধ্যে যোনিমুদ্রা আট প্রকার। উহার মধ্যে প্রথমা যোনিমুদ্রা কীর্ত্তিতা হইয়াছে। ১

দ্বিতীয়া কামাখ্যার প্রিয় খেচরী মুদ্রা, ইহা অতি গুহ্য এবং অদ্ভুত, ইহা দেখাইলে চণ্ডিকা দেবী তুষ্ট হন। ২

দক্ষিণ হস্তের অনামিকা বাম হস্তের তর্জ্জনীর সহিত যুক্ত করিবে এবং বামহস্তের অনামিকাকে দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনীর সহিত যুক্ত করিবে, ঐ দুই কনিষ্ঠার অগ্রভাগ তর্জ্জনীদ্বয়ের অগ্রভাগদ্বারা বেষ্টিত করিবে। ৩-৪

মধ্যমাদ্বয় অনামিকার অগ্রে বিন্যস্ত করিবে, তাহাদেরও পরস্পরে অগ্রভাগ সংযুক্ত করিয়া কনিষ্ঠাদ্বয় অগ্রভাগের সহিত যুক্ত করিবে। ৫

তাহাদের মূলে অঙ্গুষ্ঠদ্বয়ের বিন্যাস করিবে, এইরূপে খেচরীযোনিনামক যোনিমুদ্রা হয়, উহা কাম এবং অর্থপ্রদ। ৬

ইহার অধোদেশে যদি দুইটি কনিষ্ঠ অঙ্গুলীর যোগ করা হয় তাহা হইলে গুহ্যযোনি নামে মুদ্রা, উহা কামেশ্বরীর অত্যন্ত তুষ্টিপ্রদ। ৭

পূর্ব্ববৎ হস্ততলের কনিষ্ঠা এবং অনামিকাদ্বয় পরস্পর বেষ্টন করিয়া অধোভাগে নিয়োজিত করিয়া উর্দ্ধদিকে দুইটি মধ্যমা স্থাপিত করিয়া পরস্পরের

কনিষ্ঠাভ্যাং পুরো ন্যস্য অঙ্গুষ্ঠৌ মূলয়োস্তয়োঃ।
মুদ্রেয়ং শারদী প্রোক্তা শারদায়াস্তু তুষ্টিদা ॥ ১১
মূলযোনিস্তু কথিতা বৈষ্ণবীতন্ত্রগোচরে ॥ ১২
তর্জ্জন্যনামিকং মধ্যে কনিষ্ঠেঽপি ক্রমাদপি।
করয়োর্যোজয়িত্বৈব কনিষ্ঠামূলদেশতঃ।
অঙ্গুষ্ঠাগ্রন্তু নিঃক্ষিপ্য মহাযোনিঃ প্রকীর্ত্তিতা ॥ ১৩
অঙ্গুষ্ঠৌ চাথ সংবেষ্ট্য সংযুজ্যাথ করাঙ্গুলীঃ।
অগ্রভাগৈর্মধ্যশূন্যং তত্র কুর্য্যাৎ করদ্বয়ম্।
ইয়ন্তু যোগিনীযোনির্যোগিনীনাং প্রিয়ঙ্করী ॥ ১৪
এতা অষ্টৌ সমাখ্যাতা যোন্যঃ কামেশ্বরী প্রিয়াঃ।
মূর্ত্তিভেদেন চান্যেষাং দেবানামপি তুষ্টিদাঃ ॥ ১৫
যাত্রায়াং যুদ্ধবিষয়ে বাগ্বাদে কলহে তথা।
অষ্টৌ যোন্যঃ স্মরেদ্ যস্তু জয়স্তস্য সনাতনঃ ॥ ১৬
বিসর্জ্জনে পূজনে চ স্মরণে কর্ম্মভেদতঃ।
এতা যোন্যঃ সমাখ্যাতাশ্চণ্ডিকাপূজনেষু চ ॥ ১৭
এতাস্তু কথিতা যোন্যঃ ক্রমাৎ ক্রমবিসর্জ্জনে।
রহস্যং বামদাক্ষিণ্যং মন্ত্রশুদ্ধিং শৃণুষ্ব মে ॥ ১৮
মন্ত্রেণ ক্রিয়তে যত্তু শারীরং মন্ত্রমুত্তমম্।
তদ্রহস্যমিতি প্রাহুর্মন্ত্রেষু মন্ত্রকোবিদাঃ ॥ ১৯

অগ্রভাগ সংযুক্ত করিলে যে মুদ্রা হয়, তাহার নাম ত্রিশঙ্করী যোনি, উহা ত্রিপুরার তুষ্টিপ্রদ। ৮-১০

মধ্যমা অঙ্গুলীদ্বয় পূর্ব্ববৎ অনামিকা এবং কনিষ্ঠাদ্বারা বেষ্টন করিয়া তাহাদের সম্মুখে মূলপ্রদেশে অঙ্গুষ্ঠের ন্যাস করিলে যে মুদ্রা হয়, উহা শারদী-মুদ্রা, এই মুদ্রা শারদার তুষ্টিপ্রদ। ১১

বৈষ্ণবীতন্ত্র প্রসঙ্গে মূল যোনিমুদ্রা কথিত হইয়াছে। উভয় হস্তের তর্জ্জনী অনামিকা, মধ্যমাদ্বয় ও কনিষ্ঠা ইহাদিগকে ক্রমে যুক্ত করিয়া কনিষ্ঠার মূলদেশে অঙ্গুষ্ঠের অগ্রভাগ নিক্ষেপ করিলে মহযোনি মুদ্রা হয়। ১২-১৩

অঙ্গুষ্ঠদ্বয় সংবেষ্টন করিয়া এবং অবশিষ্ট হস্তাঙ্গুলি সকল অগ্রভাগে সংযুক্ত করিয়া করতলদ্বয়ের মধ্যে শূন্য করিলে যে মুদ্রা হয়, তাহার নাম যোগিনী, ইহা যোগিনীদের প্রিয়করী। ১৪

এই কামেশ্বরী দেবীর প্রিয় আট প্রকার যোনিমুদ্রা কথিত হইল। ইহারা দেবীর ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তিতে এবং অন্য সকল দেবতারও তুষ্টিপ্রদ। ১৫

যাত্রাকালে, যুদ্ধবিষয়ে বকাবকি বা তর্ককালে, ঝগড়ার সময় যে ব্যক্তি এই আট প্রকার যোনিমুদ্রার স্মরণ করে, তাহার নিত্য জয় লাভ হয়। ১৬

বিসর্জ্জনে, পূজনে, চণ্ডিকার স্মরণাদি ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্মে এবং চণ্ডিকা দেবীর পূজায় ইহারা যোনি নামে খ্যাত হয়। ১৭

বিসর্জ্জন সময়ে এইরূপ ক্রমে মুদ্রা প্রদর্শন করিবে। এক্ষণে বাম, দাক্ষিণ্য, রহস্যনামক মন্ত্র শুদ্ধির বিষয় বলিতেছি, শ্রবণ কর। ১৮

মন্ত্র দ্বারা যে উত্তম শরীর নির্ম্মাণ করা হয়, মন্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতেরা উহাকে মন্ত্রের রহস্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। ১৯

কামাখ্যায়াস্তু ষট্‌কোণং মণ্ডলস্য দলান্তরে।
ত্রিধা লিখেন্মূলমন্ত্রমূর্দ্ধং ত্রিষ্বপি সন্ধিষু ॥ ২০
অধস্ত্রিসন্ধিষু পুনর্বিধিং শক্রং হরং তথা।
সহিতং মদনেনৈব লিখেদ্ভূর্জ্জত্বচি ত্রিধা ॥ ২১
তত্তমাদায় সাহস্রং দক্ষিণেন করেণ বৈ।
মালামপি সমাদায় সঞ্জপেদুত্তরামুখঃ ॥ ২২
তদ্ভুজে দক্ষিণে ধার্য্যং বাহৌ বা সাধকোত্তমৈঃ।
জপান্তে লিখিতং যন্ত্রং তেন সর্ব্বজয়ী ভবেৎ ॥ ২৩
দীর্ঘায়ুঃ সর্ব্ববশকৃদ্ধনধান্যসমৃদ্ধিমান্ ॥ ২৪
মৃতো দেবীগৃহে যাতি যন্ত্র-যন্ত্রিত-বুদ্ধিমান্ ॥ ২৫
ষট্‌কোণানন্তরকৃতং বেষ্টিতাষ্টদলেদথ।
লিখিত্বা ভূর্জ্জপত্রেষু বিলীনৈর্যাবকোদকৈঃ ॥ ২৬
উত্তরাদিক্রমেণৈব বৈষ্ণবীতন্ত্রসঙ্গতান্।
অষ্টৌ বর্ণান্মধ্যভাগে পূর্ব্ববৎ কামরাজকম্ ॥ ২৭
ত্রীন্ বর্ণান্ নেত্রবীজস্য ত্রিকোণস্যাগ্রতো লিখেৎ।
এবং ত্রিধাকৃতং যন্ত্রং কৃত্বা বামকরে স্থিতঃ ॥ ২৮
জপেত্রীণি সহস্রাণি মালামাদায় দক্ষিণে।
জপান্তে বৈষ্ণবীরূপধ্যানং কুর্য্যাদতন্দ্রিতঃ ॥ ২৯
প্রাণায়ামসহস্রন্তু ততস্তং লিখিতোত্তমম্।
গ্রীবায়াং ধারয়েদ্‌যন্ত্রং তেন সর্বজয়ী ভবেৎ ॥ ৩০
রাজপুত্রো ভবেদ্রাজা তদন্যঃ সচিবো ভবেৎ।
দ্বিজরাজো ভবেদ্বিদ্বান্ কবির্বাগ্মী চ বা ভবেৎ ॥ ৩১

কামাখ্যাদেবীর ষট্‌কোণ যন্ত্রের দলান্তরে ঊর্দ্ধে তিন সন্ধিস্থলে তিনবার মূলমন্ত্র লিখিবে। ২০

অধঃস্থিত ত্রিসন্ধ্যাতে মদনের সহিত মিলিত ব্রহ্মা, ইন্দ্র ও মহাদেবকে ভূর্জ্জত্বচে তিনবার অঙ্কিত করিবে। ২১

তাহাকে দক্ষিণ হস্ত দ্বারা গ্রহণ করিয়া উত্তরমুখ হইয়া তাহার উপর সহস্র-বার জপ করিবে। ২২

সাধকোত্তমেরা জপান্তে লিখিত মন্ত্র দক্ষিণ বাহুতে ধারণ করিয়া সর্বত্র জয়ী, দীর্ঘায়ুঃ, সর্ববশকৃৎ ও ধনধান্যসমৃদ্ধিমান্ হইয়া মরণান্তে দেবীগৃহে গমন করেন। ২৩-২৫

ষট্‌কোণাভ্যন্তরকৃত অষ্ট দলে বেষ্টিত যন্ত্র, যাবক গলাইয়া তাহার রসদ্বারা ভূর্জ্জপত্রে লিখিয়া উত্তরাদিক্রমে বৈষ্ণবীমন্ত্রান্তর্গত অষ্টবর্ণ ও কামরাজক পূর্ব্ব-বৎ মধ্যভাগে লিখিয়া ত্রিকোণের অগ্রে নেত্রবীজের তিনটি বর্ণ লিখিবে এবং বাম করস্থিত যন্ত্রকে এইরূপে তিন ভাগ করিয়া দক্ষিণহস্তে মালা লইয়া তিনহাজার বার জপ করিবে। ২৬-২৮

জপের অবসানে বৈষ্ণবীরূপ ধ্যান করত অতন্দ্রিতভাবে সহস্র প্রাণায়াম করিয়া সেই উত্তমরূপে লিখিত যন্ত্র গ্রীবাদেশে ধারণ করিবে তাহাতে সর্ব্বত্র বিজয়ী হইবে। ২৯-৩০.

যদি রাজপুত্র ঐরূপ কবচ ধারণ করে, তাহা হইলে রাজা হয়, অপরে ঐরূপ

রাক্ষসেভ্যঃ পিশাচেভ্যো ভূতেভ্যশ্চাপি চান্যতঃ।
সাধু সংবিদ্যতে তস্য ন কদাচিৎ পরাজয়ঃ ॥ ৩২
দীর্ঘায়ুর্বলবান্ প্রাজ্ঞো মৃতে মোক্ষমবাপ্নুয়াৎ ॥ ৩৩
সম্পূর্ণং মণ্ডলং কৃত্বা অষ্টপত্রসমন্বিতম্।
ভূর্জ্জত্বচি শ্রীফলস্য নির্য্যাসৈস্তস্য মধ্যতঃ ॥ ৩৪
ষট্‌কোণং বিলিখেত্তস্য প্রাগগ্রেষ্বথ ত্রিষ্বপি।
বিলিখেত্ত্রিপুরাবর্ণানধো বীজং তু নেত্রকম্ ॥ ৩৫
(দলেষ্বষ্টাসু তু পুনর্বৈষ্ণবীতন্ত্রসঙ্গতান্।
অষ্টৌ বর্ণাস্তু বিলিখেত্তথা দ্বাসু চতুর্ষ্বপি ॥ ৩৬
ষট্‌কোণেষূত্তরাকোণক্রমেণৈকাগ্রমানসঃ।
তদ্ধৃত্বা দক্ষিণকরে বৈষ্ণবীতন্ত্রমন্ত্রকম্।)*
জপেত্ত্রিভির্দিনৈরেবাযুতং সংযতমানসঃ ॥ ৩৭
প্রাণায়ামসহস্রাণি ত্রীণি কৃত্বা তু হর্ষিতঃ।
সন্ধ্যাকালে নবম্যাস্তু শীর্ষেণ ধারয়েদ্বুধঃ ॥ ৩৮
শতায়ুঃ সর্ব্বদমনো[১] মতিমান্ পণ্ডিতোত্তমঃ।
বলবীর্য্যধনৈশ্বর্য্যযুক্তঃ পার্থিব এব বা ॥ ৩৯
প্রত্যক্ষতো মহামায়াং কামাখ্যাং ত্রিপুরামপি।
নিত্যং পশ্যতি মেধাবী মহোচ্ছ্বাসাঞ্চ শারদাম্ ॥ ৪০
সিংহব্যাঘ্রৌ[২] ভুজঙ্গো বা যেঽন্যে বা তস্য হিংসকাঃ।
সর্ব্বে তস্য তনুং প্রাপ্য বিষীদন্তি ন সংশয়ঃ ॥ ৪১
জয়হেতুরটতাঽস্তস্মাৎ সংগ্রামে শাস্ত্রবাদতঃ।
ন বিদ্যতে ত্রিভুবনে তস্মাৎ কুর্য্যাত্তু যন্ত্রকম্ ॥ ৪২

কবচ ধারণ করিলে, রাজার মন্ত্রী হয়, ব্রাহ্মণ ঐরূপ কবচ ধারণ করিলে বিদ্বান্, কবি এবং বাগ্মী হয়। ৩১

ঐরূপ কবচধারীর রাক্ষস, পিশাচ, ভূত বা অন্য হইতে ভয় হয় না এবং কখনও পরাজয় হয় না। সে ব্যক্তি দীর্ঘায়ুঃ ও অধিক বুদ্ধিশালী হয় এবং মৃত হইয়া মোক্ষপ্রাপ্ত হয়। ৩২-৩৩

ভূর্জ্জপত্রে শ্রীফলের আটা দিয়া অষ্ট-পত্র-যুক্ত একটি সম্পূর্ণ মণ্ডল অঙ্কিত করিয়া তাহার মধ্যস্থলে একটি ষট্‌কোণ লিখিবে তাহার তিন কোণে ত্রিপুরা-মন্ত্রের বর্ণ এবং অধোভাগে নেত্রবীজ লিখিবে। তাহার পর সংযত-মানস হইয়া তিন দিনে অযুতবার জপ করিবে। ৩৪-৩৭

তাহার পর হৃষ্ট হইয়া তিন সহস্র প্রাণায়াম করিয়া পণ্ডিত সাধক নবমীর দিন সন্ধ্যাকালে উহা মস্তকে ধারণ করিবে। ৩৮

তাহা হইলে সে শতায়ুঃ, বুদ্ধিমান, উত্তম পণ্ডিত, বল, বীর্য্য, ধন ও ঐশ্বর্য্য-যুক্ত অথবা রাজা হয় এবং সেই মেধাবী মহামায়া কামাখ্যা, ত্রিপুরা এবং মহোৎসাহা শারদাকেও প্রত্যক্ষ দর্শন করে। ৩৯-৪০

বিষগ্রাহ, ভুজঙ্গ বা অপর যে কেহ তাহার হিংসক, তাহারা তাহার শরীর প্রাপ্ত হইয়া বিষাদ প্রাপ্ত হয়; সে বিষয়ে কোন সংশয় নাই। ৪১

১। সর্ব্বদর্শনো। ২। বিষং গ্রাহো।

* শ্লোকদ্বয়মধিকং পুস্তকান্তরসম্মতম্।

অন্তে দেবীগৃহং প্রাপ্য ততো মোক্ষমবাপ্নুয়াৎ।
মহামায়া শারদাখ্যা কামাখ্যা ত্রিপুরা তথা।
মহোৎসাহা তথৈতেষাং মন্ত্রাণাং যো গণো ভবেৎ ॥ ৪৩
মণ্ডলঞ্চাষ্টদলকং তন্মধ্যে বিলিখেৎ পুনঃ।
লিখিত্বা পূর্ববৎ পূর্ব্বং প্রোক্তং মন্ত্রগণং সমম্ ॥ ৪৪
অন্যদ্বয়ং দ্বারদেশে কোষ্ঠেষ্বক্ষরতো লিখেৎ।
শুক্লকৌশেয়বস্ত্রেষু[১] রসৈর্বহ্নিশিখস্য তু ॥ ৪৫
উত্তরীয়ন্তু তদ্বস্ত্রং কৃত্বা জপ্যং সমাচরেৎ।
কৃতোপবাসঃ শুদ্ধশ্চ মাতৃকান্যাসপূর্ব্বকম্ ॥ ৪৬
পঞ্চানামপি বর্গাণাং সহস্রাণি তু পঞ্চ বৈ।
দিবসৈঃ পঞ্চভির্জপ্ত্বা তদন্তে চ সমাচরেৎ ॥ ৪৭
প্রাণায়ামসহস্রাণি পঞ্চ বৈ পঞ্চভির্দিনৈঃ।
অন্তে তু কবচন্যাসং কাত্যায়ন্যাঃ সমাচরেৎ ॥ ৪৮
ততস্তু মাতৃকামন্ত্রৈঃ শ্বাসরোধনপূর্ব্বকম্।
ত্রিঃ পিবেৎ কপিলাক্ষীরং জাগৃয়াচ্চ তদা নিশি ॥ ৪৯
এবং যঃ কুরুতে যন্ত্রং শরীরে শুক্লবাসসা।
সোঽত্র সিদ্ধিমবাপ্নোতি দেবীলোকঞ্চ গচ্ছতি ॥ ৫০
য উত্তরীয়ং বিভৃয়াদ্বস্ত্রং মন্ত্রেণ মন্ত্রিতম্।
নিত্যমেব মহাভাগ প্রভাবং তস্য বৈ শৃণু ॥ ৫১
ন তস্য দেহে শস্ত্রাণি প্রবেক্ষ্যন্তি কদাচন।
নাগ্নির্দহতি তৎকায়ং নাপঃ সংক্লেদয়ন্তি চ ॥ ৫২

সংগ্রামে বা শাস্ত্রের তর্কে এই যন্ত্রের মত জয় লাভের উপায় ত্রিভুবনে আর নাই, এই নিমিত্ত সেই যন্ত্র ধারণ করিবে। ৪২

এই যন্ত্রধারী, মরণের পর দেবীগৃহে গমন করিয়া পরে মোক্ষপ্রাপ্ত হয়। শারদাখ্যা মহামায়া, কামাখ্যা, ত্রিপুরা এবং মহোৎসাহা ইহাদের মন্ত্রের যোগে উহা অষ্টদল একটি মণ্ডল অঙ্কিত করিয়া তাহার মধ্যে যুগপৎ লিখিবে। ৪৩-৪৪

অপর দুইটি মন্ত্রের অক্ষর দ্বারা দ্বারদেশে এবং কোষ্ঠে লিখিবে। তাহার শুক্ল কৌশেয় বস্ত্র বহ্নি-শিখরে রস দ্বারা রঞ্জিত করিয়া সেই বস্ত্রকে উত্তরীয় করত জপ আরম্ভ করিবে। উপবাসী এবং শুদ্ধ হইয়া মাতৃকান্যাস করিবে। ৪৫-৪৬

তদনন্তর পাঁচদিনে পাঁচটি পঞ্চ সহস্রবার জপ করিবে। জপের অবসানে পাঁচদিনে পাঁচ হাজার প্রাণায়াম করিয়া তদন্তে কাত্যায়নী কবচ ন্যাস করিবে। ৪৭-৪৮

তদনন্তর মাতৃকা-মন্ত্র দ্বারা শ্বাসরোধপূর্ব্বক কপিলার ক্ষীর তিনবার পান করিয়া রাত্রি জাগরণ করিবে। ৪৯

এইরূপে শুক্লবস্ত্র পরিধানপূর্ব্বক যে ব্যক্তি শরীরে এই যন্ত্র ধারণ করে, সে অষ্ট সিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া দেবীলোকে গমন করে। ৫০

যে ব্যক্তি নিত্য এই যন্ত্রে মন্ত্রিত বস্ত্রকে উত্তরীয় করে, হে মহাভাগদ্বয়! তাহার প্রভাবের বিষয় শ্রবণ কর। ৫১

১। .....বস্ত্রেণ।

রাক্ষসাশ্চ পিশাচাশ্চ ভূতাদ্যা যে তু হিংসকাঃ।
তে তং দৃষ্ট্বা মহাভাগং ভুবং গচ্ছন্তি বৈ ভিয়া ॥ ৫৩
গচ্ছেদবারিতঃ সোঽপি সর্ব্বত্র সাধকোত্তমঃ।
বশীকরোতি দেবাংশ্চ নৃপানন্যাংশ্চ যোষিতঃ ॥ ৫৪
উৎসহেদ্ যদি মেধাবী বাগ্মী রাজা চ বৈ ভবেৎ।
চিরঞ্জীবী মহাভাগো ধনধান্যসমৃদ্ধিমান্ ॥ ৫৫
কবিঃ প্রজ্ঞাসমাযুক্তঃ সোঽভেদ্যো জায়তেঽরিভিঃ।
যস্মিন্ পুরে স নিবসেদ্বজ্রপাতো ন তত্র বৈ ॥ ৫৬
রসো শরীরং শস্ত্রাণি দৃঢ়হস্তোজ্ঝিতান্যপি।
এতং ন ঘ্নন্তি সততং জয়ঃ সর্ব্বত্র ভৈরব ॥ ৫৭
অপরাধাস্তি সততং তস্য সর্ব্বত্র ভৈরব।
নাধয়ো ব্যাধয়স্তস্য জায়ন্তে তু কদাচন।
দেবীপুত্রঃ স মতিমান্ মৃতো মোক্ষমবাপ্নুয়াৎ ॥ ৫৮
যন্ত্রিতা স্বামিনা যন্ত্রং যা দধাতি পতিব্রতা।
পুত্রৈশ্বর্য্যমবাপ্নোতি দীর্ঘায়ুঃ সা বধূর্ভবেৎ ॥ ৫৯
প্রত্যেকমেকং সংহত্যাবর্দ্ধনাসহিতেন চ।
ক্রমাদ্বিংশতিমন্ত্রাণি কথিতানি ময়েহ বৈ ॥ ৬০
তানি প্রত্যেকতো বুদ্ধ্বা যো ন্যসেৎ সর্ব্বদা হৃদি।
লিখিত্বা সর্ব্বযন্ত্রাণি বিভৃয়াদ্‌যোঽথ বা গলে ॥৬১
দেবেন্দ্রো জায়তো সোঽত্র প্রভাবেণেহ ভূতলে।
পূর্ব্বোক্তানি সমস্তানি ফলান্যাপ্নোতি তৎক্ষণাৎ ॥ ৬২

তাহার দেহে কখন অস্ত্র প্রবেশ করে না। অগ্নি তাহার শরীর দগ্ধ করে না এবং জল তাহার শরীরকে ক্লিন্ন করে না। ৫২

রাক্ষস, পিশাচ এবং যাহারা প্রাণীর হিংসক, তাহারা তাঁহাকে সম্মুখে দেখিয়া ভয়ে পলায়ন করে। ৫৩

সেই সাধকশ্রেষ্ঠ সর্ব্বত্র অবারিত হইয়া গমন করে। এবং দেবতা, রাজা ও স্ত্রীদিগকে বশীভূত করে। ৫৪

সে উৎসাহযুক্ত, মেধাবী, বাগ্মী, রাজতুল্য, চিরঞ্জীবী, মহাভাগ, ধন-ধান্য-সমৃদ্ধিমান, কবি, প্রজ্ঞাশালী এবং শত্রুগণের অভেদ্য হয়। যে গৃহে সে বাস করে, সে গৃহে বজ্রপাত হয় না। ৫৫-৫৬

হে ভৈরব! সংগ্রামে দৃঢ়হস্তনিক্ষিপ্ত অস্ত্র সকলও তাহার শরীরের পীড়া করে না। কদাপি তাহার আধি ও ব্যাধি হয় না এবং সেই বুদ্ধিমান্ দেবীর পুত্রবৎ প্রিয় হইয়া মরণানন্তর মোক্ষপ্রাপ্ত হয়। ৫৭-৫৮

যে পতিব্রতা স্ত্রী স্বামিকর্ত্তৃক যন্ত্রিত যন্ত্র ধারণ করে, সেই বধূ, পুত্র, ঐশ্বর্য্য, সুখ এবং দীর্ঘ আয়ুঃ প্রাপ্ত হয়। ৫৯

প্রত্যেকে এক একটি বৃদ্ধি করিয়া আমি ক্রমশঃ বিংশতি প্রকার যন্ত্র তোমার নিকট বলিলাম। ৬০

যে ব্যক্তি ঐ সকল যন্ত্রের এক একটি করিয়া চিন্তা করত সর্ব্বদা হৃদয়ে রক্ষা করে অথবা সকল যন্ত্রের স্বরূপ লিখিয়া গলায় ধারণ করে, সে ভূতলে দেবেন্দ্র-তুল্য প্রভাবশালী হয় এবং তৎক্ষণাৎ পূর্ব্বোক্ত সমস্ত ফল প্রাপ্ত হয়। ৬১-৬২

পিহিতঃ সর্ব্বলোকাংস্ত্রীন্নিত্যমেব প্রপশ্যতি ॥ ৬৩
এবং সার্দ্ধং যন্ত্রবর্গৈঃ সমস্তৈ-রষ্টাভির্যৎ পূর্ব্বমুক্তং সহস্রম্।
শুক্লে বস্ত্রে সংলিখিত্বা স্বদেহে, ধৃত্বা নিত্যং প্রাপ্নুয়াদ্বৈ সমস্তম্ ॥ ৬৪
যঃ ক্ষত্রজাতির্হৃদয়ে স কুর্য্যাৎ, সংগ্রামকালে কবচেষ্টধাম্নি।
মন্ত্রাক্ষরাণ্যাদিকৃতানি দেব্যা, অষ্টৌ বহির্গাত্রাবিশেষতশ্চ ॥ ৬৫
গলে হরিং বক্ষসি বৈ লিখেদ্বিধিং, স্তনদ্বয়ে পুত্রযুতং মহেশ্বরম্।
বাহ্বংসসন্ধ্যোশ্চ হরিঞ্চ বৈষ্ণবীং, বাহ্বোস্তু লক্ষ্মীঞ্চ সরস্বতীঞ্চ ॥ ৬৬
এবং রণাষ্টাঙ্গমিদং বিধায়, গাত্রে সবর্ম্মণ্যনুচিন্তয়েচ্ছিবাম্[১]।
লিখেল্ললাটে তিলকান্তরে নরঃ, সমস্তমন্ত্রাক্ষরযন্ত্রমুত্তমম্ ॥ ৬৭
ততো জপেদষ্টধা তু পাণিং দত্বাষ্টধামসু চ।
বৈষ্ণবীতন্ত্রমন্ত্রস্তু ততো গচ্ছেদ্রণাজিরম্ ॥ ৬৮
স তু বীরো মম সমঃ সংগ্রামেষু চ জায়তে।
তৃণানীব পরাস্ত্রাণি জায়ন্তেঽগ্নৌ তথাত্মনি[২] ॥ ৬৯
বিনিঃসরন্তি রিপবো যাচকা ধনিনো ধনম্[৩]।
সিংহাগ্র্যান্নরশার্দ্দূলো বীর্য্যবান্ বলবান্ ভবেৎ ॥ ৭০
ইদং হরস্যং কথিতং কামাখ্যায়াস্তু ভৈরব।
বৈষ্ণব্যাস্তন্ত্রমুখ্যেষু ত্রিপুরায়াস্ততঃ শৃণু ॥ ৭১
তস্যাস্তু সর্ব্বমন্ত্রাণি ত্রয়োদশযুতানি বৈ।
বিংশতিস্তু সহস্রাণাং তন্ত্রাদ্যং বাগ্ভবং স্মৃতম্ ॥ ৭২

সে এই লোকত্রয়ের মধ্যে গুপ্ত বস্তু সকল দর্শন করিতে সমর্থ হয়। এই সমস্ত আটপ্রকার যন্ত্র বর্গের সহিত পূর্ব্বোক্ত সহস্র প্রকার শুক্লবস্ত্রে লিখিয়া দেহে ধারণ করিলে সে সমুদয় লাভ করে। ৬৩-৬৪

যে ক্ষত্রিয়জাতীয় যুদ্ধ সময়ে ইষ্টধাম কবচ হৃদয়ে ধারণ করে এবং দেবীর আদিকৃত আটটি মন্ত্রাক্ষর বাহ্যাঙ্গবিশেষে ধারণ করে। ৬৫

গলায় বিষ্ণু, বক্ষঃস্থলে ব্রহ্মা, স্তনদ্বয়ে পুত্রদ্বয়যুক্ত মহেশ্বর, বাহু ও অঙ্গের সন্ধিতে মিহির ও বৈষ্ণবী এবং বাহুদ্বয়ে লক্ষ্মী ও সরস্বতীকে লিখিয়া সর্ব্বগাত্রে শিবা বর্ম্মস্বরূপ চিন্তা করে, ললাটে তিলকের মধ্যে এই উত্তম অষ্টাক্ষর লেখে, তাহার পর অষ্টধামে হস্ত দিয়া বৈষ্ণবী তন্ত্রমন্ত্র আটবার জপ করিয়া বক্ষঃস্থলে গমন করে। ৬৬-৬৭

সে সংগ্রামে আমার তুল্য বীর হয়। শত্রুনিঃক্ষিপ্ত অস্ত্রসমূহ তদ্দাহ তৃণবৎ প্রতিভাত হয়; সে অগ্নিমধ্যেও প্রবেশে সমর্থ হইয়া থাকে। ৬৮-৬৯

সিংহের সম্মুখ হইতে যেমন হরিণেরা পলায়ন করে, তেমনি তাহার সম্মুখ হইতে শত্রুগণ পলায়ন করে এবং সে নরশ্রেষ্ঠ বীর্য্যবান্ ও বলবান্ হয়। ৭০

হে ভৈরব! বৈষ্ণবীর মুখ্য মন্ত্রের মধ্যে কামাখ্যার এই রহস্য কথিত হইল, এক্ষণে ত্রিপুরাভৈরবীর মন্ত্রাদির বিষয় শ্রবণ কর। ৭১

ত্রিপুরার সকল মন্ত্র একত্র করিলে ত্রয়োদশাধিক বিংশতি সহস্র হয়। তাহার বাগ্ভবাদি ত্রয়োদশ বীজই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। ৭২

১। গাত্রেষু ধর্মস্যানুচিন্তয়ন্ শিবাম্।
২। তস্যাগ্নেরিব জায়তে।
৩। তদগ্রাদ্ হরিণা যথা।

দ্বিতীয়ং কামরাজাখ্যং মোহনঞ্চ তৃতীয়কম্ ।
আম্রেড়িতং বাগ্‌ভবন্তু চতুর্থং পরিকীর্ত্তিতম্ ॥ ৭৩
নেত্রবীজং দ্বিতীয়ন্তু দ্বিরুক্তং বাগ্‌ভবং তথা ।
আদ্যং তৎপঞ্চমং প্রোক্তং চতুর্ভিরপি চাক্ষরৈঃ ॥ ৭৪
নেত্রবীজং দ্বিতীয়ন্তু প্রথমং পরিকীর্ত্তিতম্ ।
দ্বিতীয়ং কামবীজন্তু তৃতীয়ং বাগ্‌ভবং তথা ॥ ৭৫
এভিস্ত্রিভিস্তু যন্মন্ত্রং তৎ ষষ্ঠং পরিকীর্ত্তিতম্ ।
নেত্রবীজং দ্বিতীয়ন্তু বাগ্‌ভবং তেন সপ্তমম্ ।
তদেবং বাগ্‌ভবাদ্যন্তু অষ্টমং পরিকীর্ত্তিতম্ ॥ ৭৬
বাগ্‌ভবং কামবীজঞ্চোদিতাভ্যাং[১] নবমং স্মৃতম্ ।
কামবীজং তথৈবাত্মং দ্বিতীয়ঞ্চৈব মোহনম্ ।
একাদশমিদং প্রোক্তং ডামরাদ্যন্তু বাগ্‌ভবম্ ॥ ৭৭
দ্বাদশং কীর্ত্তিতং মন্ত্রং শেষতস্ত্রৈপুরং মহঃ ।
তন্মহস্ত্রৈপুরং মন্ত্রং শৃণুষ্বৈকমনাস্ত্বিদম্ ॥ ৭৮
প্রাস্তাদিস্তস্য চাপ্যাদির্বহ্নির্ব্বাগ্‌ভবসন্ধিতঃ[২] ।
আদ্যং ত্রিপুরভৈরব্যা বীজমাদ্যং প্রকীর্ত্তিতম্ ॥ ৭৯
উপান্তশ্চ তদাদিশ্চ ব্যঞ্জনাদ্যং বৃষাননঃ ।
চতুর্থস্বরবিন্দ্বিন্দুযুতাশ্চৈতত্তৃতীয়কম্[৩] ॥ ৮০
উপান্তশ্চ তদাদিশ্চ বহ্নিশেষস্বরস্তথা ।
সমাপ্তির্বিন্দুসহিতা সহিতস্তু তৃতীয়কঃ ॥ ৮১
এতত্তত্ত্বং বিজানাতি যো নরো ভুবি ভূমণিঃ ।
সিদ্ধবিদ্যাধরেভ্যস্তু সোঽধিকো মৎসমো ভবেৎ[৪] ॥ ৮২
এতে ত্রয়োদশ প্রোক্তা মন্ত্রা মন্ত্রেষু চোজ্জ্বলাঃ ।
বিংশতেস্তু সহস্রেভ্যঃ পরাশ্চৈতে প্রকীর্ত্তিতাঃ ।
বিংশতেস্তু সহস্রাণামাদ্যমেতৎ প্রকীর্ত্তিতম্ ॥ ৮৩
ত্রিপুরায়াস্তু বালায়া মন্ত্রং তচ্ছৃণু ভৈরব ।
বাগ্‌ভবং কামরাজস্তু উপান্তাদিঃ সবিন্দুকঃ ॥ ৮৪
শেষস্বরসমাপ্তিভ্যাং মন্ত্রমেতৎ প্রকীর্ত্তিতম্ ।
এষা তু ত্রিপুরা বালা মধ্যা প্রোক্তা পুরৈব হি ॥ ৮৫
শেষা তেজস্বিনী প্রোক্তা যেয়ং ত্রিপুরভৈরবী ॥ ৮৬
মধ্যায়াঃ পূজনং প্রোক্তং বালায়াঃ শৃণু সাম্প্রতম্ ।
তথা ত্রিপুরভৈরব্যাঃ সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদায়কম্ ॥ ৮৭

ভৈরব ; ত্রিপুরা বালার মন্ত্র শ্রবণ কর ; ইহার বীজ বাগ্‌ভব। এই ত্রিপুরা বালা। মধ্যা ত্রিপুরার কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে ; যিনি ত্রিপুর ভৈরবী, তিনি শেষা এবং তেজস্বিনী। ৭৩-৮৬

মধ্যার পূজাপরিপাটী বলা হইয়াছে ; এক্ষণে ত্রিপুরা বালা ও ত্রিপুর ভৈরবীর সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদায়ক পূজাক্রম শ্রবণ কর। ৮৭

১। ...নেত্রাভ্যাং নবমং স্মৃতম্ ।
২। সন্নিভঃ ।
৩। দ্বিতীয়কম্ ।
৪। মন্মথো মহান্ ।

বিভিদ্য শক্ত্যা শম্ভুন্তু শক্তিঞ্চাপি বিভেদয়েৎ।
শম্ভবে বর্ণষট্‌কোণং কেশরং তত্র সংলিখেৎ ॥ ৮৮
মধ্যায়াস্ত্রিপুরায়াস্তু যাদৃশে দ্বারমণ্ডলে।
তাদৃশেঽত্রাপি কর্ত্তব্যং কোণেষু লিখিতং তথা ॥ ৮৯
পাপোঽসারণকর্ম্মাণি ভূম্যাদীনাং বিশোধনম্।
পূর্ব্বমুত্তরতন্ত্রোক্তং ত্রিপুরাপীঠভাষিতম্ ॥ ৯০
কামাখ্যাপূজনে প্রোক্তং সর্ব্বং কুর্য্যাত্তু সাধকঃ ॥ ৯১
দহনপ্লবনাদীনি প্রতিপত্তিঞ্চ পাত্রকে[১]।
সর্ব্বন্তু পূর্ব্ববৎ কার্য্যং কামাখ্যাপূজনে যথা ॥ ৯২
কৃত্বাত্র দেহন্যাসন্তু মন্ত্রবর্ণৈস্তথাক্ষরৈঃ।
সর্ব্বৈঃ স্বরৈস্তথা কাদ্যৈস্ততো রূপং বিচিন্তয়েৎ ॥ ৯৩
চতুর্ভুজাং রক্তবর্ণাং রক্তবস্ত্রবিভূষিতাম্।
দক্ষিণোর্দ্ধে স্রজঞ্চাধো বিভ্রতীং পুস্তকোত্তমম্ ॥ ৯৪
অভয়ং বামহস্তাভ্যাং বরঞ্চ দধতীং তথা।
সহস্রসূর্য্যসঙ্কাশাং ত্রিনেত্রাং গজগামিনীম্ ॥ ৯৫
পীনতুঙ্গস্তনযুগাং সিতপ্রেতাসনস্থিতাম্।
স্মিতপ্রসন্নবদনাং সর্ব্বালঙ্কারসংযুতাম্ ॥ ৯৬
তিসৃভির্মুণ্ডমালাভিঃ শিরোবক্ষঃকটীষু চ।
ত্রিগুণাং ত্রিগুণীভূতৈঃ প্রত্যেকং পরিভূষিতাম্ ॥ ৯৭
মদিরাঘূর্ণনয়নাং রক্তদন্তচ্ছদদ্বয়াম্।
চিন্তয়েৎ বরদাং দেবীমেবং ত্রিপুরভৈরবীম্ ॥ ৯৮

কুলকুণ্ডলিনীর সহিত জীবাত্মাকে ষট্‌চক্র ভেদ করাইয়া পরমাত্মার সহিত মিলাইবে। ৮৮

মধ্যাত্রিপুরার যাদৃশদ্বার মণ্ডলে কোণে যেরূপ লিখিতে হয়, ইহাঁরও তাদৃশ দ্বার মণ্ডল করিয়া কোণে সেইরূপই লিখিবে। ৮৯

পূর্ব্বে কামাখ্যাপূজন প্রসঙ্গে ত্রিপুরা-পীঠপূজা-প্রস্তাবে উত্তর তন্ত্রে কথিত পাপোৎসারণ, ভূমিশোধন, দহন, প্লাবন এবং পাত্রপ্রতিপত্তি প্রভৃতি সমুদয় কার্য্যই ইহাতে করিবে। ৯০-৯২

মন্ত্রবর্ণ ও মাতৃকাবর্ণ স্বর-ব্যঞ্জনসমূহ দ্বারা নিজদেহে ন্যাস করিয়া তাঁহার রূপ চিন্তা করিবে। ৯৩

ত্রিপুর-ভৈরবী দেবী, রক্তবর্ণা, রক্তবস্ত্রপরিধানা চতুর্ভুজা; তাঁহার ঊর্দ্ধ দক্ষিণহস্তে মালা, অধো দক্ষিণহস্তে উত্তম পুস্তক। ৯৪

বামহস্তযুগলে বরাভয়, দীপ্তি সহস্র সূর্য্যের ন্যায় উজ্জ্বল; তিনি ত্রিনয়না, গজেন্দ্রগমনা। ৯৫

উত্তুঙ্গপীন-স্তনযুগল-শোভিতা, শ্বেতপ্রেতোপরি আসীনা, সহাস্যবদনা, সর্ব্বালঙ্কারভূষিতা। ৯৬

তাঁহার মস্তক, বক্ষঃস্থল এবং কটিদেশ তিনছড়া মুণ্ডমালা দ্বারা তিনফের বেষ্টিত। ৯৭

১। .....মাতৃকে।

বালায়াস্ত্রিপুরায়াস্তু রূপং পূর্ব্বং প্রপূজনে।
উক্তঃ ক্রমঃ পীঠযোগে তন্ত্রাদি শৃণু ভৈরব ॥ ৯৯
পুষ্পবাণাংস্তু[১] পাশঞ্চ ধত্তে পৌষ্পং শরাসনম্।
পাশঞ্চ[২] কুণপারূঢ়া সা বালা ত্রিপুরা স্মৃতা ॥ ১০০
মন্মন্ত্রে[৩] ত্রিপুরে দেবীং বিদ্মহে পদমাদিতঃ।
কামেশ্বরীং ধীমহি তাং তন্নঃ ক্লিন্নে প্রচোদয়াৎ ॥ ১০১
এষা ত্রিপুরগায়ত্রীত্যাবাহনবিশেষতঃ।
স্নানাদ্যৈঃ পূজয়েৎ সম্যক্ বালামস্যাঞ্চ ভৈরবীম্ ॥ ১০২
অস্যাঃ ক্রমে বিশেষো যো ন্যাসে চোত্তরকর্ম্মণি।
তৎ সর্ব্বং সহ মন্ত্রৌঘৈঃ শৃণু বেতালভৈরব ॥ ১০৩
ব্রাহ্মে মুহূর্ত্তে উত্থায় চিন্তয়েৎ পরমং গুরুম্।
ততোঽনু স্বগুরুং শুদ্ধং ততস্ত্রিপুরভৈরবীম্ ॥ ১০৪
চতুর্ভুজাং শুক্লবর্ণাং বরদাভয়পুস্তকাম্।
অক্ষমালাঞ্চ ক্রমতো ধত্তে বামে চ দক্ষিণে ॥ ১০৫
সুবর্ণরত্নখচিতে সংস্থিতাং প্রবরাসনে।
সৌবর্ণমুত্তরীয়ন্তু ধত্তে সৌবর্ণকুণ্ডলে।
স্বগুরুং বর্ণতো ধ্যানাত্তথৈব পরিচিন্তয়েৎ ॥ ১০৬
ভৈরবীং চিন্তয়িত্বা তু তত উত্থায় চাচরেৎ ॥ ১০৭
মৈত্রমাচমনঞ্চৈব দন্তানাং শোধনং তথা।
প্রাতঃস্নানং ততঃ কুর্য্যাত্ত্রৈপুরং যোজয়ন্ ক্রমম্ ॥ ১০৮

নয়নত্রয় মধুপানে ঘূর্ণিত, ওষ্ঠাধর রক্তবর্ণ; বরদায়িনী দেবী ত্রিপুর-ভৈরবীকে এইরূপ চিন্তা করিবে। ৯৮

ভৈরব! ত্রিপুরা-বালার রূপ পূর্ব্বে পীঠ যোগক্রমে পূজা প্রস্তাবে কথিত হইয়াছে; তাহার কিঞ্চিৎ শ্রবণ কর। ৯৯

যিনি পুষ্পবাণ, পুষ্পধনু ও পাশ ধারণ করিয়া পঞ্চপ্রেতোপরি আসীনা, তিনিই ত্রিপুরা—বালা। ১০০

ঐঁ ত্রিপুরা দেবি! বিদ্মহে ক্লীঁ কামেশ্বর্য্যৈ ধীমহি তন্নঃ ক্লিন্নে প্রচোদয়াৎ, ইহা ত্রিপুরাগায়ত্রী। ১০১

আবাহনপূর্ব্বক স্নানীয় ও অন্যান্য উপচার দ্বারা ত্রিপুরা বালার পূজা করিবে। ১০২

বেতাল-ভৈরব! ত্রিপুর-ভৈরবীর পূজাক্রমাদিতে যে বিশেষ আছে, মন্ত্রবৃন্দ সহিত তৎসমস্ত শ্রবণ কর। ১০৩

ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে গাত্রোত্থান করিয়া বিশুদ্ধচিত্তে পরম গুরু, গুরু এবং ত্রিপুর-ভৈরবীকে স্মরণ করিবে। ১০৪

চতুর্ভুজ, শুক্লবর্ণ, বরাভয়-পুস্তক-অক্ষমালাধারী, সুবর্ণময় উত্তমাসনে আসীন, সুবর্ণময় উত্তরীয় ও সুবর্ণকুণ্ডলযুগলে শোভিত নিজ গুরুকে ধ্যান করিবে। ১০৫-১০৬

অনন্তর, ত্রিপুর-ভৈরবীর ধ্যান করিয়া গাত্রোত্থানপূর্ব্বক ত্রিপুর-ভৈরবীর পূজাধিকারের জন্য শৌচ, আচমন, দন্তধাবন ও প্রাতঃস্নান করিবে। ১০৭-১০৮

১। পুষ্পবাণং চ। ২। বাণং। ৩। তন্মধ্যে।

সর্ব্বত্র দেবীমন্ত্রেষু বৈদিকেষ্বপি ভৈরবীম্ ।
ত্রিপুরাঞ্চিন্তয়েন্নিত্যং দেবমন্ত্রেষু চ ক্রমাৎ ॥ ১০৯
ত্রিভিস্তু ত্রিপুরাবীজৈস্ত্রিধা মজ্জনমাচরেৎ ॥ ১১০
দেবানামপি সর্ব্বেষু ভৈরবেষু পদং সদা ।
কুর্য্যাদ্বিশেষণং নিত্যং নোচ্চার্য্যং নির্ব্বিশেষণম্ ॥ ১১১
আপঃ পুনন্তু পৃথিবীমুক্ত্বা ত্রিপুরভৈরবীম্ ।
কুর্য্যাদাচমনং বিপ্রো দ্রুপদায়াং তথাচরেৎ ॥ ১১২
ইদং বিষ্ণুর্ভৈরবস্তু বিচক্রম ইতীরিতম্ ।
মৃদালম্ভনকৃত্যেষু নিত্যমেবাপ্যুদীরয়েৎ ॥ ১১৩
গায়ত্রীং ত্রিপুরাদ্যাস্তু ভৈরবীমাহ্বয়েচ্ছিবাম্ ।
মার্ত্তণ্ডভৈরবায়েতি সূর্য্যায়ার্ঘ্যং নিবেদয়েৎ ॥ ১১৪
উদুত্যং জাতবেদসং দেবং বহন্তি কেতবঃ ।
দৃশে বিশ্বায় সূর্য্যং শেষে ভৈরবমীরয়েৎ ।
তর্পণাদৌ প্রযুঞ্জীত তৃপ্যতাং ব্রহ্মভৈরবঃ ॥ ১১৫
আবাহনে স্বয়ং পিতৄন্ ভৈরবানিতি কীর্ত্তয়েৎ ।
তৃপ্যতাং ভৈরবীমাতঃ পিতর্ভৈরব তৃপ্যতাম্ ।
আদৌ চ ত্রিপুরাপূর্ব্বং তর্পণেঽপি প্রয়োজয়েৎ ॥ ১১৬
জ্যোতিষ্টোমাশ্বমেধাদৌ যত্র যং যং প্রপূজয়েৎ ।
তত্র ভৈরবরূপেণ দেবীমপি চ ভৈরবীম্ ॥ ১১৭
মদিরাপাত্রমালোক্য রক্তবস্ত্রাং স্ত্রিয়ং তথা ।
শিরো নরস্য দৃষ্ট্বা তু ভৈরবীং চিন্তয়েদ্দ্বিজ ॥ ১১৮
স্ত্রিয়ো দৃষ্ট্বা হ্যথৈকত্র যুবতীঃ সুমনোহরাঃ ॥ ১১৯

সকল দেবী-মন্ত্রে এমন কি বৈদিক মন্ত্রেও ত্রিপুর-ভৈরবীর চিন্তা করিবে। ত্রিপুরাবীজ উচ্চারণ করিয়া তিনবার ডুব দিবে। ১০৯-১১০

সমস্ত দেব মন্ত্রে দেবনামের পর ভৈরব নাম দিবে, ভৈরব নাম শূন্য দেবনাম উচ্চারণ করিবে না। ১১১

"আপঃ পুনন্তু পৃথিবীং" ইত্যাদি মন্ত্রান্তে ত্রিপুরা ভৈরবীর স্মরণ অন্তে "দ্রুপদাদিব" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিয়া আচমন করিবে। ১১২

"ইদং বিষ্ণুর্ভৈরব" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক মৃদালম্ভন কর্ত্তব্য। গায়ত্রী ও ত্রিপুরভৈরবীর নামোচ্চারণপূর্ব্বক মার্জ্জনা করিবে। ১১৩

মার্ত্তণ্ডভৈরবাখ্য সূর্য্যকে অর্ঘ্য দিবে। "উদুত্যং জাতবেদসং" ইত্যাদি মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক শেষে ভৈরব পদ উচ্চারণ করিবে। ১১৪

তর্পণে "ব্রহ্ম-ভৈরবস্তৃপ্যতাং" ইত্যাদি, আবাহনাদিতে "পিতৄন্ ভৈরবান্" তর্পণে "পিতর্ভৈরব! মাতর্ভৈরবি!" ইত্যাদি কীর্ত্তন করিবে। ১১৫

তর্পণেও স্ত্রীলোকের পক্ষে প্রথমেই ত্রিপুরা পদ প্রয়োগ করিবে। জ্যোতিষ্টোম অশ্বমেধাদি যজ্ঞে দেবতাকে ভৈরবরূপে ও দেবীকে ভৈরবীরূপে পূজা করিবে। ১১৬-১১৭

মদিরাপাত্র, রক্তবস্ত্র-পরিধানা রমণী ও নরমুণ্ড দর্শন করিলে ভৈরবীকে চিন্তা করিবে। ১১৮

তাভ্যস্ত্রিপুরভৈরব্যাঃ প্রীতয়ে বন্দনাদিকম্ ।
দদ্যাদ্ভক্ত্যা তু মনসা চিন্তয়ন্নথ ভৈরবীম্ ॥ ১২০
ভৈরবীং প্রতিগৃহ্লামি ভৈরবোঽহং প্রতিগ্রহী ।
কন্যায়াং ভাবয়েদ্ধীমাংস্ত্রিপুরায়াঃ প্রপূজকঃ ॥ ১২১
ভৈরবায় দদাম্যদ্য দেবীং ত্রিপুরভৈরবীম্ ।
ইতীরয়েৎ প্রদানে তু কন্যায়াস্ত্রিপুরাং ততঃ ॥ ১২২
তস্যাঃ পূজোপকরণপাত্রাদ্যং যাস্তপূজনে ।
আসনাদ্যঞ্চ সততং নোপযোজ্যং কদাচন ॥ ১২৩
সকৃত্তু দাপয়েদন্যৈর্মদিরাং সাধকো দ্বিজঃ ।
শূদ্রাদয়স্তু সততং দদুরাসবমুত্তমম্ ॥ ১২৪
এবন্তু বামভাবেন যজেৎ ত্রিপুরভৈরবীম্ ।
বালাস্তু বামদাক্ষিণ্যমার্গাভ্যামপি পূজয়েৎ ॥ ১২৫
শ্মশানভৈরবীং দেবীমুগ্রতারাং তথৈব চ ।
উচ্ছিষ্টভৈরবীং চণ্ডীং তথা[১] ত্রিপুরভৈরবীম্ ॥ ১২৬
এতাস্তু বামভাবেন পূজ্যা দক্ষিণতাং বিনা ॥ ১২৭
ঋষীন্ দেবান্ পিতৄংশ্চৈব মনুষ্যান্ সুতসঞ্চয়ান্ ।
যোজয়েৎ পঞ্চভির্যজ্ঞৈর্ঋণানি পরিশোধয়েৎ ॥ ১২৮
বিধিবৎ স্নানদানাভ্যাং কুর্ব্বন্ যদ্বিধিপূজনম্ ।
ক্রিয়তে সরহস্যন্তু তদ্দাক্ষিণ্যমিহোচ্যতে ॥ ১২৯
সর্ব্বে চ পিতৃদেবাদৌ যস্মাত্তবতি দক্ষিণঃ ।
দেবী চ দক্ষিণা যস্মাত্তস্মাদ্দক্ষিণ উচ্যতে ॥ ১৩০

একত্র মনোহারিণী বহু যুবতী দর্শন করিলে ত্রিপুর-ভৈরবীর প্রীতির জন্য তাঁহাদিগের বন্দনাদি করিবে। ভৈরবীবোধে মনে মনে ভক্তিপূর্ব্বক চিন্তা করিবে। ১১৯-১২০

ত্রিপুরা-পূজক সাধক, বিবাহ করিবার সময় ভাবিবে—যাঁহাকে প্রতিগ্রহ করিতেছি ইনি সামান্য নারী নহেন—ভৈরবী ; প্রতিগ্রহীতা—আমিও ভৈরব। ত্রিপুরা-পূজক কন্যাদাতা বলিবে আমি ভৈরবের হস্তে ত্রিপুর-ভৈরবীকে সম্প্রদান করিতেছি। ১২১-১২২

ত্রিপুর-ভৈরবীর পূজোপকরণ পাত্রাদি ও আসনাদি কদাচ অন্য পূজায় লাগাইবে না। ১২৩

সাধকদ্বিজ, অন্য দ্বারা একবার মাত্র দেবীকে মদিরা দেখাইবে। শূদ্রজাতি সর্ব্বদা উত্তম মদ্য স্বয়ং দিতে পারিবে। ১২৪

ত্রিপুর-ভৈরবীকে এইরূপ বামাচারেই পূজা করিবে। ত্রিপুরা বালাকে বামাচার ও দক্ষিণমার্গেও পূজা করিতে পারিবে। ১২৫

শ্মশান-ভৈরবী, উগ্রতারা, উচ্ছিষ্ট-ভৈরবী, চণ্ডী, ত্রিপুর-ভৈরবী—ইঁহাদিগকে বামভাবেই পূজা করিবে ; দক্ষিণভাবে পূজা করিবে না। ১২৬-১২৭

সাধক—ঋষি, দেব, পিতৃ-লোক মনুষ্য এবং ভূতবর্গকে পঞ্চযজ্ঞ দ্বারা পূজা, ঋষি প্রভৃতির ঋণ মোচন, যথাবিধি স্নান, দান যজ্ঞ এবং সরহস্য দেবপূজাদি যাহা করে, তাহাই দাক্ষিণ্য বা দক্ষিণ মার্গ। ১২৮-১২৯

১। তারাং।

যা পুনঃ পূজ্যমানা তু দেবাদীনাঞ্চ পূর্ব্বতঃ[১] ।
যজ্ঞভাগং স্বয়ং ধত্তে[২] সাবলা তু প্রকীর্ত্তিতা ॥ ১৩১
পূজকোঽপি ভবেদ্বামস্তত্রৈব সততং সুত ।
পঞ্চযজ্ঞান্ ন বা কুর্য্যাদ্ যদ্বা বাম্যপ্রপূজনে ॥ ১৩২
অন্যস্য পূজাভাগং হি যতো গৃহ্লাতি বালিকা ।
যৎপূজয়েদ্বামভাবৈর্ন তৎ স্যাদৃণশোধনম্ ।
পিতৃদেবনরাদীনাং জায়তে চ কদাচন ॥ ১৩৩
সোঽভ্যস্য ত্রিপুরাযোগং তেন যোগেন সংযুতঃ ।
জীয়তে যদি সুপ্রাজ্ঞস্তদা মোক্ষমবাপ্নুয়াৎ ॥ ১৩৪
স চ মোক্ষশ্চিরেণৈব জায়তেঽত্র পুনঃ[৩] পুনঃ ।
ঋণশোধনদক্ষৈঃ পাপৈরাক্রান্তশ্চৈব ভৈরব ॥ ১৩৫
ইহলোকে সুখৈশ্বর্য্যযুক্তঃ সর্ব্বত্র বল্লভঃ ।
মদনোপমকান্তেন শরীরেণ বিরাজতা ॥ ১৩৬
সরাষ্ট্রকঞ্চ রাজানং বশীকৃত্য সমন্ততঃ ।
মোহয়ন্ বনিতাঃ সর্ব্বাঃ সর্ব্বাশ্চ মদবিহ্বলাঃ ॥ ১৩৭
সিংহান্ ব্যাঘ্রান্ স্তরক্ষূংশ্চ ভূতপ্রেতপিশাচকান্ ।
বশীকুর্ব্বন্ বিচরতি বায়ুবেগোদ্যতস্ততঃ ॥ ১৩৮
বালাং বা ত্রিপুরাং দেবীং মধ্যাং বাপ্যথ ভৈরবীম্ ।
যো যজেৎ পরয়া ভক্ত্যা যশ্চ বাণোপমাকৃতিঃ ॥ ১৩৯
কামেশ্বরীন্তু কামাখ্যাং পূজয়েত্তু যথেচ্ছয়া ।
দাক্ষিণ্যাদ্বামভাবাদ্বা সর্ব্বথা সিদ্ধিমাপ্নুয়াৎ ॥ ১৪০

সাধক, পিতৃদেবাদি সর্ব্বত্রই দক্ষিণ (অনুকূল) এবং দেবীও দক্ষিণা থাকেন, এইজন্য ইহাকে দক্ষিণ বলা হয়। ১৩০

আর যে দেবী পূজিত হইয়া দেবাদির পূর্ব্বেই সমস্ত যজ্ঞভাগাদি স্বয়ং গ্রহণ করেন, তিনিই বামা। ১৩১

হে পুত্র! তদীয় পূজকও বাম। পঞ্চযজ্ঞ করুক আর নাই করুক, ইষ্ট-পূজনে বামাচার করিবে। ১৩২

বামাদেবী, অন্যের পূজাভাগ স্বয়ং গ্রহণ করেন। যে ব্যক্তি বামভাবে পূজা করে, তাহার কদাচ পিতৃদেব ও মনুষ্যাদির ঋণ হইতে মুক্তি হয় না। ১৩৩

তবে, সে ব্যক্তি যদি ত্রিপুরাযোগ অভ্যাস করিয়া তাহাতে সুবিজ্ঞ হয়, তবেই মুক্তি লাভ করিবে। ১৩৪

কিন্তু হে ভৈরব! ত্রিপুরাভক্ত ঋণ শোধ না হওয়াতে পাপে বহুকালে মুক্তি পাইবে। ১৩৫

ইহকালে তাহার অতুল ঐশ্বর্য্য ও কামকমনীয় সুন্দর দেহ হয়; সেই সাধক রাজ্য সমেত রাজাকে সম্পূর্ণরূপে বশবর্ত্তী, মদবিহ্বলা মহিলাদিগকে মোহিত, সিংহ, ব্যাঘ্র, তরক্ষু, ভূত, প্রেত, পিশাচাদিকে নিজের আয়ত্ত করিয়া বায়ুবেগে অবারিতভাবে বিচরণ করে। ১৩৬-১৩৮

যে ব্যক্তি, ত্রিপুরাবালা, ত্রিপুরামধ্যা বা ত্রিপুর-ভৈরবীকে পরম ভক্তি-সহকারে পূজা করে সে পঞ্চশর সদৃশ কৃতী হয়। ১৩৯

১। সর্ব্বতঃ। ২। ভুঙ্‌ক্তে। ৩। .....ত্রৈপুরঃ।

মহামায়াং শারদাঞ্চ শৈলপুত্রীং তথৈব চ।
যথা তথা প্রকারেণ দাক্ষিণ্যাদেব পূজয়েৎ ॥ ১৪১
যো দাক্ষিণ্যং বিনা ভাবং মহামায়াং সমর্চ্চতি।
স পাপঃ স্বর্গলোকেভ্যশ্চ্যুতো ভবতি রোগধৃক্ ॥ ১৪২
অন্যাস্তু শিবদূত্যাদ্যা দেব্যো যাঃ পূর্ব্বমীরিতাঃ।
তাস্তু বাং পাস্তু দাক্ষিণ্যাৎ পূজিতব্যাস্তু সাধকৈঃ ॥ ১৪৩
কিন্তু যঃ পূজকো[১] বামঃ সোঽন্যাসাং পরিবর্জ্জিতঃ।
সর্ব্বাসাং পূজকঃ স্যাত্তু দক্ষিণস্তেন উত্তমঃ ॥ ১৪৪
অথ ত্রিপুরভৈরব্যা ন্যাসঞ্চ শৃণু ভৈরব।
যেন বৈ ন্যাসমাত্রেণ দেববজ্জায়তে নরঃ ॥ ১৪৫
ভৈরবীতন্ত্রমন্ত্রস্য ঋষির্দ্দক্ষিণ উচ্যতে।
ছন্দঃ পংক্তিঃ সমাখ্যাতা দেবী ত্রিপুরভৈরবী ॥ ১৪৬
কামার্থয়োঃ সাধনে চ বিনিয়োগঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।
হকারং বিন্যসেন্নাভৌ সকারং বস্তিতো ন্যসেৎ ॥ ১৪৭
রকারং শেফে বিন্যস্য একারঞ্চ গুদে তথা ॥ ১৪৮
পুনরূর্ব্বোস্তথৈবাদ্যং জানুযুগ্মে দ্বিতীয়কম্।
তৃতীয়ং জঙ্ঘয়োর্ন্যস্য চতুর্থং পাদয়োর্ন্যসেৎ ॥ ১৪৯
ত্রিবিধং[২] বিন্যসেদ্দেবং নাভ্যাদেঃ পাদসঙ্গতম্ ॥ ১৫০

যে ব্যক্তি কামাখ্যা কামেশ্বরীকে বাম ও দক্ষিণ ভাবে যথেচ্ছ পূজা করিবে সে সর্ব্বতোভাবে সিদ্ধি লাভ করিবে। ১৪০

মহামায়া শারদা এবং শৈলপুত্রীকে যেরূপেই হউক দক্ষিণ ভাবেই পূজা করিবে। ১৪১

যে ব্যক্তি, মহামায়াকে দক্ষিণভাব ব্যতীত অর্চ্চনা করে, সেই পাপিষ্ঠ, রোগযুক্ত হইয়া থাকে, এবং সর্ব্বলোক বহিষ্কৃত হয়। ১৪২

পূর্ব্বে যে শিবদূতী প্রভৃতি অন্য দেবীগণের কথা বলিয়া গিয়াছে, সাধকগণ, তাঁহাদিগের পূজা বাম বা দক্ষিণ যে ভাবে ইচ্ছা তদ্দ্বারাই করিতে পারিবে। ১৪৩

যে ব্যক্তি, বাম ভাবে পূজা করে, সে অন্য দেবতার আশা পূর্ণ করে না; কিন্তু যে দক্ষিণ ভাবের পূজক, সে সকলের আশা পূর্ণ করে; এই জন্য দক্ষিণই উত্তম। ১৪৪

ভৈরব! অনন্তর ত্রিপুরভৈরবীর ন্যাস শ্রবণ কর; এই ন্যাস করিলে মনুষ্য দেবতার ন্যায় হয়। ১৪৫

এই ভৈরবী মন্ত্রের দক্ষিণামূর্ত্তি ঋষি, পংক্তি ছন্দঃ, ত্রিপুর-ভৈরবী দেবতা; কাম অর্থ সাধনই ইহার উদ্দেশ্য। ১৪৬

নাভিতে হকার, বস্তিদেশে সকার, লিঙ্গে রকার, অপানে ঐকার, আবার উরুযুগলে হকার, জানুযুগলে সকার, জঙ্ঘাদ্বয়ে রকার এবং পাদযুগলে ঐকার ন্যাস করিবে। ১৪৭-১৪৯

এইরূপ নাভি হইতে আরম্ভ করিয়া পাদ পর্য্যন্ত তিনবার ন্যাস করিবে। ১৫০

১। পূরকঃ। ২। ত্রিরাবর্ত্য।

দ্বিতীয়স্য তু বীজস্য আদ্যং হৃদ্যেব বিন্যসেৎ।
বামে স্তনে দ্বিতীয়ন্তু তৃতীয়ং দক্ষিণে স্তনে ॥ ১৫১
চতুর্থমুদরে ন্যস্য পঞ্চমং পার্শ্বয়োর্ন্যসেৎ।
ষষ্ঠং নাভৌ পরিন্যস্য ন্যসেচ্চাপি ত্রিধা ত্রিধা ॥ ১৫২
তৃতীয়স্য তু বীজস্য মূর্দ্ধ্নি চাদ্যন্তু বিন্যসেৎ।
দ্বিতীয়ং ন্যস্য কেশান্তে তৃতীয়ং বদনে ন্যসেৎ।
চতুর্থং হৃদয়ে ন্যস্য যথা স্যাত্তু ত্রিধা ত্রিধা ॥ ১৫৩
আদ্যাদ্যং দক্ষিণাঙ্গুষ্ঠে দ্বিতীয়ং তর্জ্জনীং পুনঃ ॥ ১৫৪
তৃতীয়ঞ্চ মধ্যমায়ামনামায়াং চতুর্থকম্।
তৃতীয়াদ্যং কনিষ্ঠায়াং বামাঙ্গুষ্ঠে দ্বিতীয়কম্ ॥ ১৫৫
তৃতীয়ং বামতর্জ্জন্যাঞ্চতুর্থং মধ্যমাতনৌ।
অনামায়াং পঞ্চমন্তু ষষ্ঠং শেষে তু বিন্যসেৎ ॥ ১৫৬
এবং ত্রিধা তু বিন্যস্য তৃতীয়মথ বীজকম্।
উভয়োর্হস্তয়োঃ কৃত্বা অঙ্গুষ্ঠাদ্যং যুগং যুগম্ ॥ ১৫৭
তৃতীয়ং বীজবর্ণাংস্তু বিন্যসেৎ ক্রমতো বুধঃ।
পিণ্ডিতং সর্ব্ববীজন্তু বিন্যসেত্তু কনিষ্ঠয়োঃ ॥ ১৫৮
আদ্যন্তু[১] তলয়োর্ন্যস্য পৃষ্ঠয়োশ্চ দ্বিতীয়কম্।
তালত্রয়ন্ততো দত্ত্বা তৃতীয়েনাস্ত্রবেষ্টনম্[২] ॥ ১৫৯
কর্ণয়োশ্চিবুকে গণ্ডে মুখে দৃঙ্‌নাসয়োস্তথা।
স্কন্ধয়োশ্চ কফোণৌ[৩] চ জঠরে শিশ্নমূর্দ্ধনি ॥ ১৬০

ত্রিপুরার দ্বিতীয় বীজের আদি অক্ষর হকার হৃদয়ে, দ্বিতীয় অক্ষর সকার বাম স্তনে, তৃতীয় অক্ষর ককার দক্ষিণ স্তনে, চতুর্থ অক্ষর লকার উদরে, পঞ্চম অক্ষর রকার পার্শ্বদ্বয়ে, ষষ্ঠ অক্ষর ঈকার নাভিতে ন্যাস করিবে। এইরূপ তিন বার। ১৫১-১৫২

ত্রিপুরার তৃতীয় বীজের আদ্য অক্ষর হকার, মস্তকে দ্বিতীয় অক্ষর সকার কেশান্তে, তৃতীয় অক্ষর রকার বদনে, চতুর্থ অক্ষর ঔকার হৃদয়ে ন্যাস করিবে; এইরূপ তিনবার। ১৫৩

ত্রিপুরার প্রথম বীজের প্রথম অক্ষর হকার দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠে, সকার দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনীতে, রকার দক্ষিণ হস্তের মধ্যমাতে, ঐকার দক্ষিণ হস্তের অনামিকাতে, দ্বিতীয় বীজের আদ্য অক্ষর হকার দক্ষিণ কনিষ্ঠাতে,- সকার বাম হস্তের অঙ্গুষ্ঠে, ককার বাম হস্তের তর্জ্জনীতে, লকার বাম হস্তের মধ্যমাতে, রকার বাম হস্তের অনামিকাতে, ঔকার বামহস্তের কনিষ্ঠাতে ন্যাস করিবে। এইরূপ তিনবার। ১৫৪-৫৭

তৃতীয় বীজের চারি অক্ষর, তন্মধ্যে দুই হস্তের অঙ্গুষ্ঠ হইতে অনামিকা পর্য্যন্ত একেবারে দুই দুই অক্ষর করিয়া ন্যাস করিবে, কনিষ্ঠাযুগলে সকল বীজ-বর্ণই ন্যাস করিবে। ১৫৮

ত্রিপুরাদেবীর প্রথম বীজ করতলযুগলে, দ্বিতীয় বীজ করপৃষ্ঠদ্বয়ে ন্যাস করিবে। তৃতীয় বীজ ও ফট্ উচ্চারণ করিয়া তিনবার করতালি দিবে। ১৫৯

১। স্তনয়োঃ ২। তৃতীয়েন তু বেষ্টনম্।
৩। কফল্যোশ্চ।

পাদয়োঃ পার্শ্বয়োশ্চৈব হৃদয়ে স্তনযুগ্মকে।
কণ্ঠদেশে চ ন্যস্তব্যা মন্ত্রবর্ণক্রমাৎ পুনঃ ॥ ১৬১
লিঙ্গে রত্যৈ নম ইতি বাগ্‌ভবাদ্যেন বিন্যসেৎ।
ওঁ ক্লীং প্রীত্যৈ নম ইতি হৃদয়ে বিন্যসেত্ততঃ ॥ ১৬২
মনোভবায়েতি ততো ভ্রুবোর্মধ্যে তৃতীয়কম্।
বিন্যসেত্ত্রিপুরাবীজং সদ্যো দেবত্বসিদ্ধয়ে ॥ ১৬৩
ওঁ ঈং ঈশানরূপায় ততো মনোভবায় বৈ।
নম ইত্যন্ততঃ প্রোক্তো মূর্দ্ধ্নীশানং ন্যসেৎ পুনঃ ॥ ১৬৪
বক্ত্রে তৎপুরুষঞ্চাপি বীজেন মকরধ্বজম্।
হৃদয়ে ঘোরকন্দর্পমাদ্যবীজেন বৈ ন্যসেৎ ॥ ১৬৫
শিশ্নে বা বামদেবস্তু মন্মথঞ্চাপি বিন্যসেৎ।
সদ্যোজাতং পাদদ্বয়ে কামদেবঞ্চ বিন্যসেৎ ॥ ১৬৬
ওঁকারঞ্চ[১] হকারঞ্চ রেফমেকত্র সন্ধিতম্।
প্রান্তস্বরং রাগ্‌ভবাদ্যং স্বরৈর্হ্রস্বৈস্তু পঞ্চভিঃ ॥ ১৬৭
এভিস্তু পঞ্চভির্মন্ত্রৈরীশানাদীনি বিন্যসেৎ।
বক্ত্রাণি পূর্ব্বমুক্তানি স্বমুখোর্দ্ধে তু পূর্ব্বতঃ।
দক্ষিণোত্তরয়োঃ পশ্চাৎ পশ্চিমে চাপি বিন্যসেৎ ॥ ১৬৮
হৃদয়াদিষড়ঙ্গানি দীর্ঘৈরাদ্যস্বরৈঃ পুনঃ।
ন্যসেত্ততঃ পঞ্চবাণান্ মূর্দ্ধাদিষ্বথ বিন্যসেৎ ॥ ১৬৯

কর্ণদ্বয় (২) চিবুক (৩) গণ্ড (৪) মুখ (৫) চক্ষুর্দ্বয় (৭) নাসিকাপুট (৯) স্কন্ধযুগল (১১) কফোণীযুগল (১৩) উদর (১৪) লিঙ্গ (১৫) মস্তক (১৬) পাদ-যুগল (১৮) পার্শ্বযুগল (২০) হৃদয় (২১) স্তনযুগল (২৩) এবং কণ্ঠদেশে (২৪) ত্রিপুরা বীজত্রয়ের এক একটি করিয়া বর্ণ যথাক্রমে ন্যাস করিবে। তিনবীজে মোট চতুর্দ্দশটি বর্ণ; আবার প্রথম ও দ্বিতীয় বীজের বর্ণ যোগ করিলে চতুর্ব্বিংশতি বর্ণ হয়। ১৬০-৬১

সদ্যো দেবত্ব সিদ্ধির জন্য 'ঐঁ রত্যৈ নমঃ' এই মন্ত্র লিঙ্গে, 'ওঁ ক্লীঁ প্রীত্যৈ নমঃ' এই মন্ত্র হৃদয়ে এবং 'মনোভবায়ৈ নমঃ' আদিতে ত্রিপুরা বালার তৃতীয় বীজাক্ষর ভ্রূযুগলে ন্যাস করিবে। ১৬২-৬৩

"ওঁ ঈঁ ঈশানরূপায় মনোভবায় নমঃ" বলিয়া মস্তকে ত্রিপুরার আদি বীজের সহিত তৎপুরুষ মকরধ্বজকে মুখে, ত্রিপুরার আদিবীজের সহিত অঘোর কন্দর্পকে হৃদয়ে, বাং বামদেব মন্মথকে লিঙ্গে, সদ্যোজাত কামদেবকে পদযুগলে ন্যাস করিবে। ১৬৪-৬৬

পুত্র! 'সহরোং ওঁ ঈঁ ঈশানরূপায় মনোভবায় নমঃ' এই মন্ত্র উর্দ্ধে, 'সহরুং তৎপুরুষায় মকরধ্বজায় নমঃ' এই মন্ত্র মুখের পূর্ব্বভাগে, 'সহরুং অঘোর-কন্দর্পায় নমঃ' এই মন্ত্র দক্ষিণ ভাগে, 'সহরিং বাং বামদেবায় মন্মথায় নমঃ' এই মন্ত্র পশ্চিমভাগে ন্যাস করিবে। * ১৬৭-৬৮

---

* মস্তক, মুখ, হৃদয়, লিঙ্গ এবং পদযুগলেও এই সহরোং ইত্যাদি মন্ত্র ন্যাস করিবে। ইহা তন্ত্রসারকর্ত্তা কৃষ্ণনন্দের মত। মূলের ভাব হইতেও কষ্টকল্পনা দ্বারা এ অর্থ করা যায়।

১। সকারঞ্চ।

ওঁ হ্রীঁ ক্লীং সৌং দ্রাবণায় ন্যসেন্মূর্দ্ধ্নি ততঃ পুনঃ।
ওঁ হ্রীঁ ক্ষোভণবাণায় পদ্ভ্যাং নম ইতীরয়েৎ।
ওঁ ক্লীং ক্লীং হ্রীং সমাপ্যন্ত ষট্‌কারান্তার্দ্ধচন্দ্রকৈঃ ॥ ১৭০
বক্ত্রে বশীকৃতং লিঙ্গে সম্মোহনমথো ন্যসেৎ।
আকর্ষণং তথা বাণং হৃদি মন্ত্রৈঃ ক্রমান্ন্যসেৎ ॥ ১৭১
বাগ্‌ভবাদ্যন্তকারান্তো[১] বষট্‌কারসমন্বিতঃ।
ত্রিশেষস্বর এবাত্র চন্দ্রার্দ্ধো বিন্দুসংযুতঃ ॥ ১৭২
এভিস্তু পঞ্চভির্মন্ত্রৈরষ্টশক্তীঃ ক্রমাদিমাঃ।
এতেষু চাষ্টস্থানেষু বিন্যসেন্মন্ত্রবিৎ পুনঃ ॥ ১৭৩
সুভগাঞ্চ ভগাং দেবীং তৃতীয়াং ভগরূপিণীম্।
ভগমালাং চতুর্থীন্তু অনঙ্গকুসুমাং ততঃ ॥ ১৭৪
অনঙ্গমেখলাং পশ্চাদনঙ্গমদনাং তথা।
অষ্টমীঞ্চ তথা দেবীং মদবিভ্রমমন্থরাম্ ॥ ১৭৫
রূপতো ধ্যানতশ্চৈষা যথা ত্রিপুরভৈরবী।
ললাটভ্রূমধ্যভাগ-মুখকর্ণান্তকণ্ঠকে ॥ ১৭৬
হৃন্নাভিলিঙ্গেষ্বেবাত্র ন্যস্তব্যা অষ্টশক্তয়ঃ ॥ ১৭৭
শিরোললাটভ্রূযুগ্ম-কর্ণনেত্রদ্বয়েষু চ।
গণ্ডয়োরথ নাসায়াং দন্তবীথ্যাং[২] মুখে তথা।
চতুর্দ্দশপদেষ্বেষু ন্যসেচ্চতুর্দ্দশস্বরান্ ॥ ১৭৮
চিবুকে ত্বথ গ্রীবায়াং কণ্ঠদেশে তু পার্শ্বয়োঃ।
স্তনয়োঃ কক্ষয়োশ্চাপি কফোণ্যোর্হস্তয়োস্তথা ॥ ১৭৯
তৎপৃষ্ঠয়োস্তথা নাভৌ লিঙ্গে চোরুদ্বয়ে তথা।
অষ্ঠীবদোর্জঙ্ঘয়োস্তু স্ফিচোস্তু পদমূলয়োঃ ॥ ১৮০
চরণাঙ্গুষ্ঠয়োঃ কাদিমাত্রান্ বর্ণাংস্তু বিন্যসেৎ।
মেখলায়াং কণ্ঠদেশে বাহুভূষণভাগতঃ ॥ ১৮১
হারে স্রজি কুণ্ডলে চ কেশবন্ধে তথৈব চ।
চূড়ামণৌ চ ন্যস্তব্যা নকারাদ্যাঃ ক্রমাৎ পুনঃ ॥ ১৮২

ত্রিপুরার স্বর-হীন প্রথম বীজমন্ত্রে আঁ ঈঁ ইত্যাদি ঊঁ ঐঁ ঔঁ যোগ করিয়া ষড়ঙ্গন্যাস করিবে। দ্রাবণ প্রভৃতি পঞ্চবাণ, মস্তক, পদযুগ, মুখ, লিঙ্গ এবং হৃদয়ে যথাক্রমে ন্যাস করিবে। ১৬৯

ঐ কারাদি বীজযোগে সুভগা ভগা প্রভৃতি অষ্ট শক্তি, ললাট, ভ্রূমধ্য, মুখ, কর্ণ, কণ্ঠ, হৃদয়, নাভি এবং লিঙ্গ এই আট স্থানে বিন্যাস করিবে।* ১৭০-৭৭

এই আট শক্তি রূপে ও ধ্যানে ত্রিপুর ভৈরব-সদৃশ। মস্তক (১) ললাট (২) ভ্রূযুগল (৪) কর্ণযুগল (৬) নেত্রযুগল (৮) গণ্ডদ্বয় (১০) নাসাপুট (১২) হৃদয় (১৩) এবং মুখ (১৪) এই চতুর্দ্দশ স্থানে ত্রিপুর-ভৈরবীর বীজদ্বয়ের চতুর্দ্দশ বর্ণ যথাক্রমে ন্যাস করিবে। ১৭৮

চিবুক, ত্বক্, গ্রীবা, কণ্ঠদেশ, পার্শ্বযুগল, স্তনদ্বয়, স্কন্ধদ্বয়, কফোণীদ্বয় প্রভৃতি সপ্তবিংশতি স্থানে ককারাদি রকারান্ত সপ্তবিংশতিবর্ণ ন্যাস করিবে। ১৭৯-৮০

১। বাগ্‌ভবাদ্যং দকারান্তো। ২। অন্তরীক্ষে।

* মন্ত্রগুলির ব্যাখ্যা করা হয় নাই, উহা মূলে দেখুন।

মন্ত্রাক্ষরাণি ত্রীণ্যেব সন্ধিতানি পুনস্তথা।
প্রাতিলোম্যেন বিন্যস্য মন্ত্রৈর্মূর্দ্ধ্নি ত্রিধা ত্রিধা ॥ ১৮৩
অমৃতাং যোগিনীং বিশ্বযোগিনীঞ্চাক্ষরক্রমাৎ।
ততো বীজত্র্যক্ষরাণি মূর্দ্ধ্নি বাহৌ[১] তথা হৃদি ॥ ১৮৪
বিন্যস্য পূর্ব্ববৎ পূজামারভেন্মন্ত্রবিদ্বুধঃ।
পূর্ব্ববৎ পূজয়েদ্দেবীং পীঠদেববিবর্জ্জিতাম্ ॥ ১৮৫
বিশেষতো হ্যষ্টশক্তীঃ ক্রমাত্তু[২] স্বভগাদিকাঃ।
মণ্ডলস্যাষ্টদিগ্‌ভাগে পূর্ব্বাদৌ পরিচিন্তয়েৎ ॥ ১৮৬
ত্রিকোণাগ্রে মৃতাদ্যাস্তু[৩] সম্পূজ্যাস্তু ত্রিযোনয়ঃ।
মধ্যেঽষ্টভূষণান্যেব পূজয়েত্তু ততঃ পুনঃ ॥ ১৮৭
ঈশানাদীনি বক্ত্রাণি মম ভৈরব মধ্যতঃ।
পূজয়েত্তু তথা তত্র মনোভবমুখানপি ॥ ১৮৮
অন্যচ্চ পূজনে তত্র ক্রমঃ পূর্ব্বোদিতশ্চ যঃ।
স এব সততং গ্রাহ্যঃ ত্রিপুরাপরিপূজনে ॥ ১৮৯
নির্ম্মাল্যধারিণী দেবী চৈতস্যাঃ শৃণু ভৈরবী।
বিসর্জ্জনঞ্চোত্তরস্যাং ত্যক্ত্বা নির্ম্মাল্যমাচরেৎ ॥ ১৯০
ত্রিমূর্ত্তিং পূজয়েত্তাস্তু দেবীং ত্রিপুরভৈরবীম্।
ন জপেদ্ত্রিংশতা ন্যূনং সাধকস্তু কদাচন ॥ ১৯১

মেখলা, কণ্ঠদেশ, বাহুভূষণ, হার, মাল্য, কুণ্ডল, কেশপাশ এবং চূড়ামণিতে লকারাদি ক্ষকারান্ত অষ্ট অক্ষর বিন্যাস করিবে। মিলিত তিনটী বীজাক্ষর, প্রতিলোম ক্রমে তিন তিনবার ন্যাস করিবে। ১৮১-১৮৩

অমৃতা যোগিনী এবং বিশ্বযোনি এই তিন দেবী ত্রিবীজাত্মক ত্রিপুরা-বালা মন্ত্রের এক একটী বীজযোগে মস্তক, বাহু এবং হৃদয়ে বিন্যাস করিবে। ১৮৪

মন্ত্রজ্ঞ সাধক, পূর্ব্ববৎ পূজা আরম্ভ করিবে। পীঠদেবী ব্যতীত পূর্ব্ববৎ দেবীপূজা করিবে। ১৮৫

সুভগাদি তদীয় অষ্টশক্তিকে মণ্ডলের পূর্ব্বাদি অষ্টদিগ্‌ভাগে চিন্তা করিবে। ১৮৬

ত্রিকোণের অগ্রে অমৃতা প্রভৃতি ত্রিযোনির এবং মধ্যে অষ্টভূষণের পূজা করিবে। ১৮৭

হে ভৈরব! আমার ঈশানাদি পঞ্চবক্ত্রের পূজা করিবে। মনোভবাদিকেও তথায় পূজা করা উচিত। ১৮৮

পুত্র! এতদ্ভিন্ন যে পূজাক্রম পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে, ত্রিপুরাপূজাতেও তাহার অনুসরণ করিবে। ১৮৯

চণ্ড ভৈরবী ত্রিপুর-ভৈরবীর নির্ম্মাল্যধারিণী দেবী, উত্তর দিকে নির্ম্মাল্য ত্যাগ করিয়া ত্রিপুর-ভৈরবীর বিসর্জ্জন করিবে। ১৯০

ত্রিপুর-ভৈরবীর তিন মূর্ত্তির পূজা করিবে। ত্রিশ বারের কম তাঁহার জপ করিবে না। ১৯১

১। বাহ্বোস্তথা। ২। তাঃ।
৩। অমৃতাখ্যাস্তু।

অঙ্গুষ্ঠমধ্যমানামাঙ্গুলীভিস্তিসৃভিঃ পুনঃ।
সদা পুষ্পাদিকং দদ্যাৎ মালাস্তু ত্রিগুণাং চরেৎ ॥ ১৯২
চর্ম্মাসনমধিষ্ঠায় পশ্চাৎ কৃত্বা পদদ্বয়ম্।
পূজয়েন্নির্জ্জনে দেশে সাধকোঽনন্যমানসঃ ॥ ১৯৩
আসাদয়েত্তু পুষ্পাদি নৈবেদ্যাদি চ যত্নবেৎ।
তদ্বামহস্তমুখ্যেন সততং সাধকো বুধঃ ॥ ১৯৪
ত্রিচ্ছিদ্রা ত্রিপুরা প্রোক্তা ন সম্যক্ পূজিতা যদি।
শরীরে নিন্দিতো ব্যাধির্জায়তেঽবশ্যমেব হি ॥ ১৯৫
অবশ্যাঃ পুত্রদারাশ্চ ভৃত্যাদ্যাশ্চ ভবন্তি হি।
অস্ত্রাঘাতো[১] ভবেৎ স্বস্য প্রাণত্যাগো ন সংশয়ঃ ॥ ১৯৬
ত্রিচ্ছিদ্রদায়িনী চৈবমন্যথা পূজিতা যদি।
ইতঃ প্রকারাং[২] সততং সম্যগ্ বেতাল ভৈরব ॥ ১৯৭
এষা চ ত্রিপুরা দেবী যাশ্চান্যাঃ পূর্ব্বভাষিতাঃ।
সর্ব্বাস্তু মায়া ভৈরব্যা যোগনিদ্রা জগৎপ্রভুঃ ॥ ১৯৮
তস্যাঃ প্রপঞ্চরূপৈস্তু বহুভিঃ সৈব ক্রীড়তি।
মহামায়া মূলভূতা ততস্তু শারদা পুরা ॥ ১৯৯
উমা ততঃ শৈলপুত্রী মৎপ্রিয়ায়াস্ততস্ত্বিমাঃ।
উগ্রচণ্ডা প্রচণ্ডাদ্যাস্ত্রিপুরাদ্যাস্তথৈব চ ॥ ২০০
তাসাঞ্চাপি সদৈবাহং মহাভৈরবরূপধৃক্।
নায়কো সুতরাং তাভির্নিত্যং নিত্যং বসেদ্বুধঃ ॥ ২০১

অঙ্গুষ্ঠ, মধ্যমা এবং অনামা—এই তিন অঙ্গুলিযোগে ত্রিপুর-ভৈরবীকে পুষ্পাদি উপচার প্রদান করিবে। মূল্যেও ত্রিগুণ করিয়া দিবে। ১৯২

সাধক, চর্ম্মাসনে বসিয়া পশ্চাৎ ভাগে পদদ্বয় রাখিয়া অনন্যচিত্তে নির্জ্জন স্থানে এই দেবীর পূজা করিবে। ১৯৩

বিজ্ঞ সাধক, পুষ্প নৈবেদ্যাদি বামহস্ত দ্বারা আসাদন করিবে। ১৯৪

ত্রিচ্ছিদ্রা ত্রিপুরা যদি সম্পূর্ণরূপে পূজিত না হন, তাহা হইলে পূজকের শরীরে অবশ্যই নিন্দিত ব্যাধি উৎপন্ন হয়। ১৯৫

স্ত্রীপুত্র ভৃত্যাদি তাহার অংশীভূত হয় এবং শস্ত্রাঘাতে তাহার মৃত্যু হয়। ১৯৬

ত্রিপুর-ভৈরবী ইহার অন্যরূপে পূজিতা হইলে এইরূপ ছিদ্রত্রয় প্রদান করেন। ১৯৭

বেতাল ভৈরব। এই ত্রিপুরা দেবী এবং পূর্ব্বকথিত সমস্ত ভৈরবী, যোগ-নিদ্রা জগজ্জননী মায়ারই রূপ ভেদ। ১৯৮

সেই মায়াই বহুরূপে ক্রীড়া করেন। মহামায়াই মূলরূপা; তাঁহা হইতে শারদা। ১৯৯

তৎপরে উমা, তাঁহা হইতে শৈলপুত্রী ইঁহারা সকলেই আমার প্রিয়া। উগ্রচণ্ডা প্রচণ্ডাও আমার প্রিয়া। ২০০

ত্রিপুর-ভৈরবী প্রভৃতি ভৈরবীগণেরও আমিই মহাভৈরবরূপী নায়ক। ২০১

১। শস্ত্রাঘাতাৎ। ২। ততঃ প্রকারাৎ।

মম ভৈরবরূপস্য মন্ত্রঃ পূর্ব্বং ময়োদিতঃ।
রূপং চোক্তং পূজনেষু ত্রিপুরায়াঃ ক্রমঃ স্মৃতঃ ॥ ২০২
মহাভৈরবং বিদ্মহে কালরুদ্রায় ধীমহি।
তন্নঃ কামো ভৈরবস্তু ক্লদিন্[১] নিত্যং প্রচোদয়াৎ ॥ ২০৩
এষা ভৈরবরূপস্য গায়ত্রী মে প্রতিষ্ঠিতা ॥ ২০৪
যথেষ্টমাংসমদ্যাদি ভোজনার্থং ময়া ধৃতঃ।
মহাভৈরবকায়োঽহং তথা স্ত্রীরতিসঙ্গমে ॥ ২০৫
অয়ন্তু বাম্যভাবেন পূজ্যো মদ্যাদিভিঃ সদা।
বামঃ কায়ো ব্রহ্মণোঽপি মাংসমদ্যাদিভুক্তয়ে ॥ ২০৬
কৃতো মহামোহনামা চার্ব্বাকাদিপ্রবর্ত্তকঃ ॥ ২০৭
বিষ্ণোর্বামাত্মিকা[২] মূর্ত্তি র্নারসিংহাহ্বয়া ভবেৎ।
স তু দাক্ষিণ্যবামাভ্যাং পূজনীয়ঃ সদা বুধৈঃ ॥ ২০৮
তথৈব বালগোপাল-মূর্ত্তির্জরায়ুবেষ্টিতা[৩]।
মদ্যমাংসাশনো ভোগী লোলুপঃ স্ত্রীষু সর্ব্বদা।
বহ্ব্যস্তু চণ্ডিকাদেব্যাঃ বামিকা মূর্ত্তয়ঃ স্মৃতাঃ ॥ ২০৯
লক্ষ্ম্যাস্তু বামিকামূর্ত্তিরুক্তা দহনভৈরবী ॥ ২১০
যাগ্নিদাহং পুরগ্রাম-মন্দিরেষ্বকরোদিয়ম্।
সুপূজিতা[৪] মহালক্ষ্মীর্দেহল্যাং তাস্তু পূজয়েৎ ॥ ২১১
বাগ্‌ভৈরবী সরস্বত্যা বামিকামূর্ত্তিরীরিতা।
তস্যা মন্ত্রং পুরা প্রোক্তং শুক্লবর্ণা তু সা স্মৃতা ॥ ২১২

আমার ভৈরব মূর্ত্তির মন্ত্র ও রূপ পূর্ব্বে আমি বলিয়াছি, পূজনক্রম, ত্রিপুরা ভৈরবীর ন্যায়ই জানিবে। ২০২

"মহাভৈরব বিদ্মহে, কেলিরুদ্রায় ধীমহি, তন্নঃ কামো ভৈরবঃ ক্লেদিন্নিত্যং প্রচোদয়াৎ" ভৈরবরূপী আমার এই গায়ত্রী। ২০৩-২০৪

এই আমার ভৈরব মূর্ত্তি ইচ্ছামত মদ্য মাংস মৈথুনাদি সেবনে তৎপর। ২০৫

আমার এই মূর্ত্তি বামভাগে মদ্যাদি দ্বারা পূজনীয়। ব্রহ্মারও মাংস মদ্যাদি ভোজননিরত একটি বাম দেহ আছে, তাহার নাম মহামোহ; মহামোহ হইতে চার্ব্বাকাদি মতের উৎপত্তি। ২০৬-২০৭

বিষ্ণুর বাম মূর্ত্তি নরসিংহ; পণ্ডিতগণ বাম দক্ষিণ দুই ভাবেই এই মূর্ত্তির পূজা করিতে পারে। ২০৮

জরায়ু-বেষ্টিত বাল-গোপাল মূর্ত্তিও বিষ্ণুর বাম মূর্ত্তি। এই বালগোপাল, মদ্যমাংসভোজী এবং সতত রমণীলোলুপ। চণ্ডিকা দেবীর অনেকগুলি বাম মূর্ত্তি আছে। ২০৯

সেই মহালক্ষ্মী পূজিতা না হইলে গ্রাম, নগর ও গৃহদাহ করাইয়া দেন, এইজন্য দেহলীতে তাঁহার পূজা করিবে। ২১০-২১১

সরস্বতীর বামামূর্ত্তি বাগ্‌ভৈরবী; তাঁহার মন্ত্র পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে, তিনি শুক্লবর্ণা। ২১২

১। ক্লেদি। ২। বিঘ্নেশ্বরাত্মিকা।
৩। যো বায়ুবেষিত। ৪। অপূজিতা।

মধ্যায়াস্ত্রিপুরায়াস্তু রূপং ধ্যানমিহোচ্যতে।
পূজাক্রমস্তথৈবোক্তঃ সর্ব্বত্রৈব তু ভৈরব ॥ ২১৩
মার্ত্তণ্ডভৈরবো নাম[১] মূর্ত্তিঃ সূর্য্যস্য কীর্ত্তিতা।
গণেশস্যাগ্নিবেতালঃ কথিতো বামনামকঃ ॥ ২১৪
এতে বাম্যেন ভাবেন পূজনীয়া বিশেষতঃ।
ত্রিধাদ্যস্তু যথাপূর্ব্বং নমস্যৈর্বলবৈস্তথা ॥ ২১৫
বাস্তৈর্দ্বিরেফৈঃ সর্ব্বত্র যথা কৃত্বা তথা তথা।
অনুস্বারবিসর্গাভ্যাং প্রাক্‌শেষৌ পরিকীর্ত্তিতৌ ॥ ২১৬
মধ্যে তু কেবলাঃ পূর্ব্বং সানুস্বারবিসৃষ্টিভিঃ।
পশ্চাদ্দ্বিত্রিক্রমাদ্ যস্তু বর্ণৈরেকেন চৈব হি ॥ ২১৭
ব্যস্তৈঃ সমস্তৈরপি চ দকারাদিষু সংযুতৈঃ[২]।
আদ্যায়াস্ত্রিপুরায়াস্তু মন্ত্রবদ্‌যোজিতৈস্তথা ॥ ২১৮
তথা ত্রিপুরভৈরব্যা মন্ত্রবচ্চাক্ষরৈরপি।
ত্রিশ্চতুর্দ্দশভিঃ কৃত্বা ভাদীংস্ত্রীস্তু বিশারয়েৎ ॥ ২১৯
দ্বিতীয়ং ত্রিগুণং কৃত্বা শেষেঽত্রাদৌ চ যোজয়েৎ।
বিংশতিস্তু সহস্রাণি শেষে চাপি ত্রয়োদশ ॥ ২২০
আদ্যমাদ্যং ততঃ প্রোক্তং বাগ্‌ভবাদ্যং তৃতীয়কম্।
এবঞ্চ পরমপ্যেতন্মন্ত্রাণাঞ্চ চতুষ্টয়ম্ ॥ ২২১
এতজ্ জ্ঞাত্বা নরঃ কামানখিলান্ প্রাপ্য সঙ্গতঃ।
মৃতে[৩] দেবীপুরং যাতি ক্রমাদেব তু ভৈরব ॥ ২২২
যঃ সকৃত্তু জপেদেতৎ সকলং মন্ত্রসঞ্চয়ম্।
প্রথমং কামতো[৪] ন্যস্য সাধকস্তু ত্রিভির্দ্দিনৈঃ ॥ ২২৩
চিন্তয়ন্মনসা দেবীং সম্যক্ ত্রিপুরভৈরবীম্।
স কামানখিলান্ প্রাপ্য স্বরূপে মদনোপমঃ ॥ ২২৪
ধার্ম্মিকো নৃপতির্ভূয়াদ্ ব্রাহ্মণো দ্বিজরাড়্‌ভবেৎ।
আরাধিতশরীরস্তু[৫] পিশাচাদ্যৈঃ সদৈব হি ॥ ২২৫

মধ্যাত্রিপুরার ধ্যান ত্রিপুর-ভৈরবীর রূপানুসারেই জানিবে। ভৈরব! তাঁহার পূজাক্রমও পূর্ব্ববৎ জানিবে। ২১৩

সূর্য্যের বামমূর্ত্তি মার্ত্তণ্ড-ভৈরব; গণেশের বামমূর্ত্তি অগ্নিবেতাল। ইহাঁদিগের পূজা বামভাবেই কর্ত্তব্য। ২১৪

আদ্যাত্রিপুরার ন্যায় মধ্যাত্রিপুরার মন্ত্রাদিও যথাযথ জানিবে। বাগ্‌ভবাদি এই সকল মন্ত্র জপ করিলে, মনুষ্য সমস্ত অভিলষিত বস্তু লাভ করে।* ২১৫-২২২

যে ব্যক্তি এই সকল মন্ত্র একবারও জপ করে এবং ত্রিপুর-ভৈরবীকে সম্পূর্ণরূপে তিন দিন চিন্তা করে, সে সমস্ত অভিলষিত বস্তু প্রাপ্ত হয় এবং মদনোপম সুরূপ-সম্পন্ন হয়। ২২৩-২২৪

ক্ষত্রিয় এরূপ করিলে, ধার্ম্মিক রাজা হয়, ব্রাহ্মণ দ্বিজশ্রেষ্ঠ হয়, পিশাচাদি তাহার শরীরের কোন বিঘ্ন করিতে পারে না। ২২৫

১। বাম। ২। ইকারশ্চন্দ্রসম্বৈতঃ। ৩। ততো।
৪। কামতো। ৫। অবাধিত।
* মন্ত্রাদির ব্যাখ্যা করা হয় নাই।

নীরোগশ্চ চিরায়ুশ্চ বলবানপি জায়তে।
এবং ত্রিপুরভৈরব্যা ময়া প্রোক্তস্তুয়ং ক্রমঃ ॥ ২২৬
বৈষ্ণব্যাস্তু মহাদেব্যাঃ সহস্রাণি তু ষোড়শ।
শৃণু ভৈরব মন্ত্রাণি শিবৈকাগ্রমনাঃ পুনঃ ॥ ২২৭
অষ্টোত্তরসহস্রন্তু চতুঃষষ্টিস্তথা ত্রয়ঃ।
মন্ত্রাঃ প্রোক্তা মহাদেব্যা মূর্ত্তিভেদেন তাঃ পুনঃ ॥ ২২৮
অনুস্বারবিসর্গাভ্যাং দ্বিগুণাস্তে পুনঃ সমাঃ।
কাদিব্যঞ্জনসংযোগাদূর্দ্ধাধো ব্যস্তভাবতঃ ॥ ২২৯
দ্বাভ্যাং ত্রিভিশ্চ সততমুদ্ধরেন্মন্ত্রবিৎ পুনঃ।
অষ্টাবষ্টৌ ততঃ কৃত্বা সমস্তব্যস্তসংযুতৈঃ ॥ ২৩০
বিস্বরৈঃ সস্বরৈশ্চাপি সানুস্বারবিসর্গকৈঃ।
কেবলৈরপি তত্রৈব দ্বিব্যস্তৈরন্তরৈস্তথা ॥ ২৩১
এবমষ্টোত্তরং যাবৎ সংযোগযোগভাবতঃ।
দেব্যাস্তু ষট্ সহস্রাণি সহস্রাণি তথা দশ ॥ ২৩২
মন্ত্রাস্তু সঙ্খ্যয়া খ্যাতাঃ ক্রমাদ্বেতালভৈরব।
সমস্তব্যস্তরূপেণ বৈষ্ণব্যা যে ময়োদিতাঃ ॥ ২৩৩
তাঞ্চ্ জ্ঞাত্বা মানবো যাতি মমৈব সদনং প্রতি ॥ ২৩৪
অষ্টম্যাঞ্চ নবম্যাঞ্চ[১] সহস্রাণি তু ষোড়শ।
যো জপেন্মন্ত্রবীজানি সকৃদেব তু ভৈরব।
ধ্যায়ংস্তু বৈষ্ণবীং মূর্ত্তিং তদেকাগ্রমনাঃ শৃণু ॥ ২৩৫
নররাজো ভবেদ্ভূমৌ পণ্ডিতশ্চাতিহর্ষিতঃ।
চিরায়ুঃ সুখভোগী স্যাদুদ্রিক্তো বলবাহনৈঃ ॥ ২৩৬
তান্যেব চাষ্টধা জপ্ত্বা সার্ব্বভৌমো নৃপো ভবেৎ।
গণাধ্যক্ষো মৃতঃ সঃ স্যাত্ততো মুক্তিমবাপ্নুয়াৎ ॥ ২৩৭

সে ব্যক্তি রোগশূন্য দীর্ঘজীবী এবং বলবান্ হয়। ত্রিপুর ভৈরবীর এইরূপ পূজাদি ক্রম কথিত হইল। ২২৬

মহাদেবী বৈষ্ণবীর ষোড়শ সহস্র মন্ত্র কথিত হইয়াছে। ভৈরব! একাগ্রচিত্তে তদীয় মন্ত্র শ্রবণ কর। মহাদেবীর মূর্ত্তিভেদে অষ্টোত্তর সহস্র এবং চতুঃষষ্টি মন্ত্র:কথিত হইয়াছে। ২২৭-২২৮

অনুস্বার ও বিসর্গযোগে এই সকল মন্ত্র দ্বিগুণ হইবে। দুই তিনটি কাদি ব্যঞ্জন যোগে উর্দ্ধ অধঃ ইত্যাদি বৈপরীত্যে সমস্ত-ব্যস্ত-সমন্বিত নানামন্ত্র হয়। ২২৯-২৩০

বিস্বর সস্বর সানুস্বার সবিসর্গ—ব্যস্ত সমস্ত ইত্যাদিরূপে মন্ত্রোদ্ধার করিবে। বৈষ্ণবীর যে সকল মন্ত্র বলিলাম, তাহা জানিলে মনুষ্য আমার সদনে গমন করে। ২৩১-২৩৪

যে ব্যক্তি অষ্টমী বা নবমী তিথিতে বৈষ্ণবীকে চিন্তা করত ষোড়শ সহস্র মন্ত্রবীজ জপ করিবে, সে নরপতি পণ্ডিত, দীর্ঘজীবী, সুখভোগী, ভৃত্যবাহনযুক্ত হইবে। ষোড়শ সহস্রের আটগুণ জপ করিলে, সার্ব্বভৌম নরপতি হইবে। মরণান্তে গণাধ্যক্ষতা লাভপূর্ব্বক মুক্তিলাভ করিবে। ২৩৫-২৩৭

১। বা।

ইতি সকলগুণৌঘৈরস্তদোষস্তু নিত্যং
ভবতি কলুষহন্তা শ্রীবিবৃদ্ধ্যৈ সুমন্ত্রঃ।
সততমখিলবেত্তা যো ভবেদেতয়োস্তু
স চ ভবতি জিতারী রোগশোকপ্রমুক্তঃ ॥ ২৩৮

ইতি শ্রীকালিকাপুরাণে চতুঃসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭৪

পঞ্চসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ

শ্রীভগবানুবাচ—

নিষ্পল্লবদ্বাদশভির্লক্ষৈর্ম্মন্ত্রজপৈস্তথা।
পুরশ্চরেৎ সাধকস্তু কামমিষ্টাপ্তিহেতবে ॥ ২
জাতীপুষ্পঞ্চ বকুলং মালতীপুষ্পমেব চ।
নন্দ্যাবর্ত্তং পাটলঞ্চ সিতপদ্মমতঃ পরম্ ॥ ২
আজ্যমন্নং পায়সঞ্চ দধিক্ষীরং তথা মধু।
লাজাশ্চাপি সকর্পূরা অমী এব চতুর্দ্দশ ॥ ৩
পুরশ্চরণসম্ভূতা ত্রিপুরায়াঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ।
দ্বাদশৈব লক্ষেষু জপ্তেষ্বপি চ সাধকঃ ॥ ৪
এতান্ সর্ব্বদ্রব্যাণি জুহুয়াদনলোজ্জ্বলে।
লক্ষত্রয়ন্তু যো জপ্ত্বা পুরশ্চরণমাচরেৎ ॥ ৫
স তু সাজ্যং সকর্পূরং জুহুয়াত্তু চতুষ্টয়ম্।
দশভির্নবলক্ষেষু দ্রব্যৈর্ম্মন্ত্রী পুরশ্চরেৎ ॥ ৬

এই মন্ত্র সকল গুণবিভূষিত সেই সাধকের সমস্ত কলুষরাশিনাশী এবং সম্পত্তি-কর হয়। যে ব্যক্তি, ত্রিপুর ভৈরবী ও বৈষ্ণবীর মন্ত্র অবগত আছেন, তিনি শত্রুজেতা এবং রোগশোকশূন্য হন। ২৩৮

চতুঃসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৭৪

ত্রিপুরার মন্ত্র রহস্য

ভগবান্ বলিলেন,—সাধক অভিলষিত কামপ্রাপ্তির নিমিত্ত বর্ণানুক্রমে তিন লক্ষ, ছয়লক্ষ, নবলক্ষ এবং দ্বাদশলক্ষ মন্ত্র জপদ্বারা পুরশ্চরণ করিবে। ১

জাতিপুষ্প, বকুল, মালতীপুষ্প, নন্দ্যাবর্ত্ত, পাটল, সিতপদ্ম, আজ্য, অন্ন, পায়স, দধি, ক্ষীর, মধু, লাজ, শর্করা এই চতুর্দ্দশ প্রকার দ্রব্য ত্রিপুরাদেবীর পুরশ্চরণ সম্ভার বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে। ২-৪

দ্বাদশ লক্ষবার জপ করিয়া এই সকল দ্রব্যদ্বারা উজ্জ্বল অগ্নিতে হোম করিবে। ৫

যে ব্যক্তি নক্ষত্র মন্ত্র জপ করিয়া পুরশ্চরণ করে, তাহার কর্পূরের সহিত আজ্যদ্বারা চতুঃশতবার হোম করা উচিত। নবলক্ষ জপ করিলে দশপ্রকার দ্রব্যদ্বারা পুনশ্চরণ করিবে। ৬

জপ্তেষু চাষ্টভিঃ ষট্‌সু সর্ব্বৈঃ সর্ব্বত্র চাচরেৎ।
হস্তমাত্রন্তু কুণ্ডং স্যাৎ ষট্‌কোণং ত্র্যঙ্গুলাধিকম্।
ত্রিপুরায়াস্তু মধ্যায়া বালায়াশ্চ সদৈব হি ॥ ৭
তথা ত্রিপুরভৈরব্যাঃ কুণ্ডমানং প্রকীর্ত্তিতম্।
চতুষ্কোণং ভবেৎ কুণ্ডং হস্তমাত্রদ্বয়েষু চ ॥ ৮
অষ্টাঙ্গুলাধিকং প্রোক্তং বৈষ্ণব্যাস্তু পুরশ্চরে।
ত্রিকোণং হস্তমাত্রন্তু কামাখ্যায়াস্তু কুণ্ডকম্।
এবং সর্ব্বপ্রপঞ্চানামাসামপি তথা তথা।
সংস্কুর্য্যাদনলং বৃদ্ধং বিধিবদ্বৈষ্ণবীকৃতৌ।
কামাখ্যায়াস্তথা কুর্য্যাজ্জ্যোতিষ্টোমাদি মৎসুত ॥ ৯
আদৌ ত্রিপুরভৈরব্যাশ্চতুর্ভির্দ্দশভিস্তথা।
জুহুয়াদনলে বৃদ্ধে আহুতীশ্চ চতুর্দ্দশ ॥ ১০
পশ্চাত্তু মূলমন্ত্রেণ অষ্টোত্তরশতত্রয়ম্।
হোমং যন্নব বা তেন শতানি নব বাথবা[১] ॥ ১১
জপান্তে তু বলিং দদ্যাদ্বৈষ্ণব্যা বলিদানতঃ।
রত্নকর্পূরকনকান্ যত্রৈব গুরুদক্ষিণাঃ ॥ ১২
অলাভে দধিপুষ্পাজ্যলাজৈর্দেব্যাঃ পুরশ্চরেৎ।
লাভে চতুর্দ্দশদ্রব্যৈর্জ্জুহুয়াদ্বিধিপূর্ব্বকম্ ॥ ১৩
অস্যা যন্ত্রং রহস্যেন শৃণু বেতালভৈরব।
যৎকৃত্বৈবাখিলান্ কামাল্লভতে নরসত্তম ॥ ১৪
ষট্‌কোণং মণ্ডলং কৃত্বা তত্তু[২] কোণত্রয়ে লিখেৎ।
মন্ত্রং ত্রিপুরভৈরব্যাস্ত্রিবর্ণন্তু ততস্ত্বধঃ ॥ ১৫

ষট্‌লক্ষ জপ করিলে অষ্ট প্রকার দ্রব্য দ্বারা হবন করিবে, সর্ব্বত্র সকলেই এইরূপ করিবে। বালা এবং মধ্যা ত্রিপুরার কুণ্ড তিন অঙ্গুলাধিক একহস্ত পরিমিত এবং ষট্‌কোণবিশিষ্ট হইবে। ৭

ত্রিপুর-ভৈরবীর কুণ্ডের পরিমাণ হস্তদ্বয় এবং চতুষ্কোণ বৈষ্ণবীর কুণ্ড ইহা অপেক্ষা আট অঙ্গুল অধিক। ৮

হে পুত্র! কামাখ্যাদেবীর কুণ্ড জ্যোতিষ্টোমাদির মত জানিবে। ৯

অনল প্রজ্বলিত হইলে প্রথমে ত্রিপুর ভৈরবীর উদ্দেশে চতুর্দ্দশ দ্রব্য দ্বারা চতুর্দ্দশ আহুতি দান করিবে। ১০

তাহার পর মূলমন্ত্র দ্বারা তিনশত আট বার হোম করিবে, এক একশত জপের অন্তে ছয়বার বা দ্বাদশবার জপ হোম করিবে। ১১

জপের অন্তে বলিদান করিবে, ঐ বলিদানের প্রকার বৈষ্ণবীর বলিদানের মত; রত্ন, কর্পূর এবং সুবর্ণভিন্ন বস্তু গুরুদক্ষিণা দিবে। ১২

অন্য বস্তু না মিলিলে দধি, পুষ্প এবং লাজদ্বারা দেবীর পুরশ্চরণ করিবে। এবং লাভ হইলে চতুর্দ্দশ দ্রব্যদ্বারা বিধিপূর্ব্বক হবন করিবে। ১৩

হে বেতাল ও ভৈরব! এক্ষণে ত্রিপুরার যন্ত্র এবং রহস্যের বিষয় শ্রবণ কর। কারণ যন্ত্রদ্বারা মনুষ্য অভিলষিত বস্তু লাভ করে। ১৪

১। দ্বাদশাপি বা। ২। ঊর্দ্ধকোণত্রয়ে লিখেৎ।

আদ্যায়াস্ত্রিপুরায়াস্তু ত্রিবীজাদি লিখেদনু।
মধ্যবীজত্রয়ং মধ্যে লিখিত্বা পীঠযন্ত্রকে ॥ ১৬
সর্ব্বৈস্তু মাতৃকাযন্ত্রৈস্ত্রিধা সংবেষ্টয়েদনু।
লাক্ষারসৈর্লিখিত্বা তু ত্রিলোহৈর্বেষ্টয়েত্ততঃ ॥ ১৭
তদ্ধার্য্যং মূর্দ্ধ্নি সততং তেন সর্ব্বজয়ী ভবেৎ।
রূপবান্ বলবান্ বাগ্মী ধনরত্নযুতঃ সদা ॥ ১৮
দীর্ঘায়ুঃ কামভোগী চ সুপ্রজঃ স চ জায়তে।
মধ্যে বীজং লিখিত্বৈকং মূর্দ্ধ্নি চাধস্তথাপরম্।
আদ্যায়াস্ত্রিপুরায়াস্তু ভৈরব্যাস্তদ্বদেব হি ॥ ১৯
ইমানি ষট্‌কমন্ত্রাণি ক্রমাদ্বেতালভৈরব।
পূর্ব্ববৎ সল্লিখিত্বৈকং সংবেষ্ট্যাথ ত্রিলোহকৈঃ ॥ ২০
বামে বাহৌ দক্ষিণে চ হৃদি কণ্ঠে করে তথা।
মূর্দ্ধ্নি ধার্য্যাণি ক্রমতঃ ফলমেতচ্চ তদ্ভবম্ ॥ ২১
সম্পৎসৌভাগ্যসংস্তম্ভ-বশীকরণমোহনম্।
কবিত্বমথ সর্ব্বত্র ভবেদেতন্ন সংশয়ঃ ॥ ২২
যন্ত্রমন্ত্রাণি তন্ত্রাণি ত্রৈপুরাণি তু ভৈরব।
স পঞ্চষট্ সহস্রাণি মন্ত্রৌঘৈস্ত্রিগুণীকৃতৈঃ ॥ ২৩
তজ্জ্ঞাত্বা পূজকো ধীমান্ পরত্রেহ ন সীদতি ॥ ২৪
(মন্ত্রৌঘৈস্তন্ত্রমন্ত্রৈরবিচলিতপদং ত্রৈপুরং যৎপ্রধানং,
যদ্বিপ্রাদ্যৈরদেয়ং বিগতভয়পদং যৎকবিত্বপ্রদাতৃ।
ত্রৈবর্গীয়ং ত্রিরূপং ত্রিদিবমথ সুরা যত্র সন্তি ত্রয়োঽপি,
তজ্জ্ঞানৌঘৈঃ সুভূতং সকলশুভফলং যন্মহত্ত্রৈপুরাখ্যম্ ॥ ২৫)*

ষট্‌কোণ মণ্ডল করিয়া ঊর্দ্ধে তিনটি কোণ লিখিবে, তাহার অধোভাগে ত্রিপুরা দেবীর মন্ত্রান্তর্গত বর্ণত্রয় লিখিবে। ১৫

মধ্যার বীজত্রয় পীঠযন্ত্রে লিখিয়া আদ্যা ত্রিপুরার তিনটী বীজ লিখিবে। ১৬

সকল প্রকার মাতৃকাবর্ণ দ্বারা অধোভাগ তিনবার বেষ্টন করিবে। অনন্তর ঐ কবচ লাক্ষারস দ্বারা লিখিয়া লৌহদ্বারা তিনবার বেষ্টন করিবে। ১৭

ঐ কবচ মস্তকে ধারণ করিলে সর্ব্বত্র বিজয়ী, রূপবান্, গুণবান্, বাগ্মী, সর্ব্বদা ধন ও রত্নযুক্ত, দীর্ঘায়ুঃ, কামভোগী এবং সুপ্রজ হয়। ১৮

মধ্যার বীজ লিখিয়া একটি মস্তকে, আর একটি তাহার নীচে ধারণ করিবে। আদ্যা ত্রিপুরা এবং ভৈরবী ত্রিপুরারও এইরূপ জানিবে। ১৯

হে বেতাল ও ভৈরব! এই ছয় প্রকার মন্ত্র পূর্ব্বের মত লিখিয়া এবং ত্রিলৌহ দ্বারা সংবেষ্টন করিবে। ২০

বাম বা দক্ষিণ বাহুতে, হৃদয়ে, কণ্ঠে, করতলে এবং মস্তকে ধারণ করিলে ক্রমশঃ সম্পৎ, সৌভাগ্য, সংস্তম্ভ, বশীকরণ, মোহন এবং কবিত্ব এই সকল ফল লাভ হয়, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। ২১-২২

হে ভৈরব! ত্রিপুরার যন্ত্রমন্ত্র তন্ত্র মন্ত্র সমূহদ্বারা ত্রিগুণ করিলে ছয় হাজার পাঁচ হয়। ২৩

পূজক ইহা বিজ্ঞাত হইলে পরকালে বা ইহকালে অবসন্ন হয় না। ২৪

---

* বন্ধনীমধ্যস্থঃ শ্লোকঃ কচিদধিকঃ।

কবচং ত্রিপুরায়াস্তু শৃণু বেতালভৈরব।
যজ্‌জ্ঞাত্বা মন্ত্রবিৎ সম্যক্ ফলমাপ্নোতি পূজনে ॥ ২৬
উপচারাঃ পুরা প্রোক্তা যেন এবাত্র পূজনে।
প্রতিপত্তিস্তু সৈবাত্র কীর্ত্তিতা নিত্যপূজনে ॥ ২৭
কবচস্য চ মাহাত্ম্যমহং ব্রহ্মা ন কেশবঃ।
বক্তুং ক্ষমস্ত্বনন্তোঽপি বহুজিহ্বঃ কদাচন ॥ ২৮
ক্রব্যাদ্ভয়ং ন লভতে তথা তোয়পরিপ্লবে।
কবচস্মরণাদেব সর্ব্বং কল্যাণমাপ্নুয়াৎ ॥ ২৯
ত্রিপুরাকবচস্যাস্য ঋষির্দক্ষিণ উচ্যতে।
ছন্দশ্চিত্রাহ্বয়ং প্রোক্তং দেবী ত্রিপুরভৈরবী।
ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণাং বিনিয়োগস্তু সাধনে ॥ ৩০
যথাদ্যাত্রিপুরাখ্যায়া বীজানি ক্রমতঃ সুত।
নামতো বাগ্‌ভবাদীনি কীর্ত্তিতানি ময়া পুরা ॥ ৩১
তথা ত্রিপুরভৈরব্যা বীজানামপি নামতঃ।
বাগ্‌ভবঃ কামরাজশ্চ তথা ত্রৈলোক্যমোহনঃ ॥ ৩২
(অবতু সকলশীর্ষং বাগ্‌ভবে বাচমুগ্রাং,
নিখিলরচিতকামান্ কামরাজোঽবতাস্মে।
সকলকরণবর্গং ডামরঃ পাতু নিত্যং,
তনুগতবহুতেজো বর্দ্ধয়ন্ বুদ্ধিহেতুঃ ॥*
কূটৈস্তু পঞ্চভিরিদং গদিতং হি যন্ত্রম্।
মন্ত্রং ততোঽনু সততং মম তেজ উগ্রম্ ॥) ৩৩

হে বেতাল ও ভৈরব! ত্রিপুরার কবচ গ্রহণ কর, যাহা জ্ঞাত হইলে মন্ত্রবিৎ পূজার সম্যক্ ফল প্রাপ্ত হয়। ২৫-২৬

পূর্ব্বোক্ত পূজায় যে সকল উপচার উক্ত হইয়াছে এবং নিত্যপূজায় যে সকল প্রতিপত্তির বিষয় বলা হইয়াছে, এ স্থলে সেই সকল সেইরূপ জানিবে। ২৭

কবচের মাহাত্ম্য আমি, ব্রহ্মা, কেশব এবং সহস্রজিহ্ব অনন্তও কখন বলিতে সক্ষম নহেন। ২৮

রাক্ষসের ভয়, অগ্নিভয় এবং জলবিপ্লব উপস্থিত হইলে এই কবচ স্মরণ করিয়া সকল প্রকার কল্যাণ লাভ হয়। ২৯

এই ত্রিপুরা কবচের দক্ষিণ ঋষি, চিত্রা, ছন্দ, দেবতা, ত্রিপুরভৈরবী এবং ধর্ম্ম অর্থ কাম ও মোক্ষের সাধনে বিনিয়োগ। ৩০

আদ্য ত্রিপুরার বাগ্‌ভবাদি বীজগণের প্রত্যেকের নাম করিয়া আমি পূর্ব্বে কীর্ত্তন করিয়াছি। ৩১

ত্রিপুর-ভৈরবীরও বীজসকলের নাম কীর্ত্তন করিয়াছি,—যথা—বাগ্‌ভব, কামবীজ, ত্রৈলোক্যমোহন। ৩২

পঞ্চকূট দ্বারা গদিত মন্ত্রের সহিত এই মন্ত্র আমার উগ্র তেজ বর্দ্ধিত করুক। ৩৩

---

* ক্বচিদধিকং শ্লোকদ্বয়ং।

তেজোময়ং মহতি নিত্যপরায়ণস্থম্ ।
তন্ত্রে হৃদি প্রবিততাং তনুতাং সুবুদ্ধিম্ ॥ ৩৪
আধারে বাগ্‌ভবঃ পাতু কামরাজস্তথা হৃদি ।
ভ্রুবোর্ম্মধ্যে চ শীর্ষে চ পাতু ত্রৈলোক্যমোহনঃ ॥ ৩৫
বিততকুলকলাজ্ঞা কামিনী ভৈরবী যা,
ত্রিপুরপুরদহাখ্যা সর্ব্বলোকস্য মাতা ।
বিতরতু মম নিত্যং নাভিপদ্মে সকুক্ষৌ,
গণপতিবনিতা মাং রোগহানিং সুখঞ্চ ॥ ৩৬
যোগৈর্জ্জগন্তি পরিমোহয়তীব নিত্যং
জাগর্ত্তি যা ত্রিপুরভৈরবভামিনীতি ।
সায়ঞ্চ[১] ভাবকলিতা মম পঞ্চভাগে
নাসাক্ষিকর্ণরসানাত্বচি পাতু নিত্যম্ ॥ ৩৭
আদ্যা তু ত্রিপুরেয়ং যা মধ্যা যা কামদায়িনী ।
ত্রিধা তু হ্যবতাং নিত্যং দেবী ত্রিপুরভৈরবী ॥ ৩৮
উদয়দিশি সদা মাং পাতু বালা তু মাতা,
যমদিশি মম মধ্যাভদ্রমুগ্রং বিদধ্যাৎ ।
বরুণপবনকাষ্ঠামধ্যতো ভৈরবী মা-
মবতু সকলরক্ষাং কুর্ব্বতী সুন্দরী মে ॥ ৩৯
মহামায়া মহাযোনির্বিশ্বযোনিঃ সদৈব তু ।
সা পাতু ত্রিপুরা নিত্যং সুন্দরী ভৈরবী চ যা ॥ ৪০
ললাটে সুভগা দেবী পূর্ব্বস্যাং দিশি কামদা ।
নিত্যং তিষ্ঠতু রক্ষন্তী সদা ত্রিপুরসুন্দরী ॥ ৪১

সেই তেজোময় রূপে নিত্য নিমগ্ন মস্তকে নমস্কার । আমার প্রশস্ত সুবুদ্ধির বিস্তার করুক । ৩৪

বাগ্‌ভব আধারে রক্ষা করুক, কামরাজ হৃদয়ে রক্ষা করুক, ভ্রূর মধ্যে এবং মস্তকে ত্রৈলোক্যমোহন রক্ষা করুক । ৩৫

সকল কুলকলাজ্ঞা সকল লোকের মাতা ত্রিপুর-ভৈরবী নামে যে কামিনী আছেন, সেই গণপতিবনিতা আমার নাভিপদ্মে এবং কুক্ষিতে রোগহানি ও সুখ বিতরণ করুক । ৩৬

যিনি যোগদ্বারা সমস্ত জগতকে যেন মোহিত করিয়া ত্রিপুরভৈরবভাবিনী-রূপে সর্ব্বদা জাগ্রত, সেই পঞ্চতারকরূপিণী ত্রিপুরা আমার নাসা, অক্ষি, কর্ণ এবং রসনাদ্বয়ে রক্ষা করুন । ৩৭

আদ্যা ত্রিপুরা কামদায়িনী, মধ্যা ত্রিপুরা এবং ত্রিপুরভৈরবী এই তিন মূর্ত্তি আমাকে নিত্য রক্ষা করুন । ৩৮

বালা ত্রিপুরা পূর্ব্বদিকে আমাকে রক্ষা করুন, মধ্যা ত্রিপুরা দক্ষিণ দিকে আমার মঙ্গল বিধান এবং সুন্দরী ত্রিপুরভৈরবী পশ্চিম দিক্ ও বায়ুকোণের মধ্যে আমাকে নিত্য রক্ষা করুন । ৩৯

মহামায়া মহাযোনি এবং সর্ব্বদা বিশ্বযোনি সেই ত্রিপুরাসুন্দরী ভৈরবী নিত্য আমাকে রক্ষা করুন । ৪০

১। সা পঞ্চতারকলিতা ।

ভ্রুবোর্মধ্যে তথাগ্নেয্যাং দিশি মাং ত্রিপুরা চ যা।
বর্দ্ধয়ন্তী ভগগণান্ পাতু ত্রিপুরভৈরবী ॥ ৪২
বদনে দক্ষিণস্যাঞ্চ দিশি মাং ভগসর্পিণী।
ত্রিপুরা যমদূতাদীন্ বারয়ন্তী সদাবতু ॥ ৪৩
কর্ণয়োঃ পশ্চিমায়াঞ্চ দিশি[১] মাং ভগমালিনী।
অযোনিজা জগদ্‌যোনি র্বালা মাং ত্রিপুরাবতু ॥ ৪৪
অনঙ্গকুসুমাকণ্ঠে প্রতীচ্যাং দিশি সুন্দরী।
ত্রিপুরা ভৈরবী মাতা নিত্যং পাতু মহেশ্বরী ॥ ৪৫
হৃদি মারুতকাষ্ঠায়াং দেবী চানঙ্গমেখলা।
নাভাবুদ্যীচ্যাং দিশি মাং মাতঙ্গী ত্রিপুরাপরা।
অনঙ্গমদনা দেবী পাতু ত্রিপুরভৈরবী ॥ ৪৬
ঐশান্যাং দিশি লিঙ্গে চ মদবিভ্রমমন্থরা।
বাগ্‌বাদিনী রক্ষতু মাং সদা ত্রিপুরভৈরবী ॥ ৪৭
গুদমেঢ্রান্তরে পাতু রতিস্ত্রিপুরভৈরবী।
হৃদয়াভ্যন্তরে প্রীতিঃ পাতু ত্রিপুরসুন্দরী ॥ ৪৮
ভ্রূনাসয়োর্মধ্যদেশে নিত্যং পাতু মনোভবঃ।
দ্রাবণী মাং গ্রহঃ পাতু বাণী[২] মাং দুর্গমূর্দ্ধনি ॥ ৪৯
ক্ষোভণো মাং সদা পাতু ক্রব্যাদ্ভ্যোঽনিষ্টভীতিতঃ।
বশীকরণবাণী মামগ্নিতঃ পাতু রাজতঃ ॥ ৫০

ললাটে সুভগা দেবী, পূর্ব্বদিকে কামদায়িনী ত্রিপুরা সুন্দরী নিত্য রক্ষা করত অবস্থান করুন। ৪১

ভ্রূর মধ্যে এবং অগ্নিকোণে ত্রিপুরাভগমাতা ত্রিপুরা ভগগণের বর্দ্ধন করত আমাকে রক্ষা করুন। ৪২

মুখে এবং দক্ষিণদিকে ভগসর্পিণী ত্রিপুরা যমদূত প্রভৃতি বারণ করিয়া আমাকে রক্ষা করুন। ৪৩

কর্ণ এবং পশ্চিমদিকে অযোনিজা জগদ্‌যোনি বালা ত্রিপুরা আমাকে রক্ষা করুন। ৪৪

কণ্ঠে এবং পশ্চিমদিকে মহেশ্বরী, অনঙ্গকুসুমা, সুন্দরী, ত্রিপুরভৈরবী মাতা নিত্য রক্ষা করুন। ৪৫

হৃদয় এবং বায়ুকোণে অনঙ্গ মেখলাদেবী রক্ষা করুন এবং নাভি ও উত্তর-দিকে মাতঙ্গী-ত্রিপুরা আমাকে রক্ষা করুন। ৪৬

ঈশানকোণে এবং লিঙ্গে মদবিভ্রমমন্থরা বাগ্বাদিনী ত্রিপুরভৈরবী আমাকে রক্ষা করুন। ৪৭

অপানদেশ এবং মেঢ্রের অন্তরে ত্রিপুর-ভৈরবী রতি রক্ষা করুন এবং হৃদয়ের অন্তরে প্রীতিনাম্নী ত্রিপুর-ভৈরবী রক্ষা করুন। ৪৮

ভ্রূ এবং নাসার মধ্যভাগে মনোভবা নিত্য রক্ষা করুন। দ্রাবণ নামে বাণ দুর্গের মস্তকে শত্রু হইতে আমাকে রক্ষা করুক এবং অভয়-প্রদ ক্ষোভণ নামে বাণ ক্রব্যাদ্‌গণ হইতে আমাকে রক্ষা করুক। ৪৯-৫০

১। দেবী চানঙ্গমেখলা। ২। বাণো।

আকর্ষণাহ্বয়া বাণী মাং পাতু শস্ত্রঘাততঃ ॥ ৫১
মোহনঃ সর্ব্বভূতেভ্যঃ পিশাচেভ্যো জলাত্তথা।
নিত্যং পাতু মহাবাণস্তং বা নঃ কামমুত্তমম্ ॥ ৫২
মালা মাং শাস্ত্রবোধায় শাস্ত্রবাদে সদাঽবতু।
পুস্তকং পাতু মনসি সঙ্কল্পং বর্দ্ধয়ন্ মম ॥ ৫৩
বরঃ পাতু সদা ধাম্নি ধামতেজো বিবর্দ্ধয়ন্।
অভয়ং হ্যভয়ং ধত্তাং সর্ব্বেভ্যো ভূতিভাবনম্ ॥ ৫৪
ঊর্দ্ধাধোভাবভূতস্থিততরকরণৈ রক্তকীর্ণা সুচক্রা,
কালাগ্নিপ্রখ্যরোচিঃ সকলসুরগণৈরর্চ্চিতা মুণ্ডমালা।
জ্ঞানধ্যানৈকতানা-প্রবল-বলকরং তত্ত্বভূতপ্রতিষ্ঠং,
পাতাদূর্দ্ধং তথাধঃ সকলভয়ভূতো ভোগভীমোস্তু বিদ্যা ॥*
হঃ পাতু হৃদি মাং নিত্যং সঃ শীর্ষে পাতু নিত্যশঃ।
রঃ পাতু গুহ্যদেশে মাং সৌঃ পাতু কণ্ঠপার্শ্বয়োঃ ॥ ৫৫
রকারো মম নাড়ীষু শিরঃ সৌঃ পাতু সর্ব্বদা।
শক্রঃ পাতু সদাকাশে ব্রহ্মা রক্ষতু সর্ব্বতঃ ॥ ৫৬
বিদ্যা বিদ্যাভাবিনী কামরূপা, স্থূলা সূক্ষ্মা মায়য়া যাদিমায়া।
ব্রহ্মেন্দ্রাদ্যৈরর্চিতা ভূতিদাত্রী, রক্ষাং কুর্য্যাৎ সর্ব্বতো ভৈরবী মাম্ ॥ ৫৭
আদ্যা মধ্যা ভাবিনী নীতিযুক্তা, সম্যগ্‌জ্ঞানজ্ঞেয়রূপাপরা যা।
আদাবন্তে মধ্যভাগে চ তারা, পায়াদ্দেবী ত্রৈপুরী ভৈরবী যা ॥ ৫৮
যন্মন্ত্রভাগতন্ত্রাণাং যন্ত্রাণামপি কেশবঃ।
ব্রহ্মা রুদ্রশ্চ জানাতি তত্ত্বং নান্যো নমোঽস্তু তান্।†
ত্বং ব্রহ্মাণি ভবানি বিশ্বভবিতুর্লক্ষ্মীরতির্যোগিনী,
ত্বং বাগ্মী সুভগা ভাবযুতযুগং মন্ত্রাক্ষরং নিষ্কলম্ ॥ ৫৯

বশীকরণনামক বাণী আমাকে অগ্নি হইতে এবং রাজগণ হইতে রক্ষা করুক এবং আকর্ষণনামক বাণ শস্ত্রাঘাত হইতে আমাকে রক্ষা করুক। ৫১

মোহননামক বাণী নিত্য উত্তম অভিলাষ প্রদান করত আমাকে সকল প্রকার ভূত, পিশাচ ও যম হইতে রক্ষা করুক। ৫২

মালা আমাকে জ্ঞান বিধানে এবং শাস্ত্রবাদে সর্ব্বদা রক্ষা করুক এবং পুস্তক মনের সঙ্কল্প বৃদ্ধি করত আমাকে রক্ষা করুক। ৫৩

বর সর্ব্বদা ধাম ও তেজ বর্দ্ধন করত আমার গৃহে রক্ষা করুক। এবং ভূতিভাবন অভয়ও আমাকে অভয় প্রদান করিয়া রক্ষা করুক। ৫৪

হ নিত্য আমার হৃদয়ে, স শীর্ষদেশে, র গুহ্যদেশে এবং সৌঃ কণ্ঠে ও পার্শ্ব-দেশে রক্ষা করুক। ৫৫

রকার আমার সকল প্রকার নাড়ীতে, এবং সৌঃ আমার মস্তকে রক্ষা করুক। আকাশে ইন্দ্র রক্ষা করুন এবং ব্রহ্মা সর্ব্বত্র রক্ষা করুন। ৫৬

বিদ্যা ও অবিদ্যার ভাবিনী, কামরূপা, আদিমায়া এবং মায়াবশে স্থূল ও সূক্ষ্মাকারে অনুভূয়মানা ব্রহ্ম ও ইন্দ্রাদি দেবগণকর্ত্তৃক অর্চিতা এবং ভূতিদাত্রী ভৈরবী সর্ব্বত্র আমায় রক্ষা করুন ৫৭-৫৮

---

* কচিদয়মধিকঃ শ্লোকঃ।
† অধিকাবেতৌ পুস্তকান্তরধৃতৌ শ্লোকৌ।

বর্ণাস্তে নিখিলাস্তনাবচলিত স্ত্বং কামিনীকামদা।
ত্বং দেবী ত্রিপুরে কবিত্বমমলং সৌভাগ্যমুচ্চৈঃ কুরু ॥ ৬০
ইদন্তু কবচং দেব্যা যো জানাতি স মন্ত্রবিৎ।
নাধয়ো ব্যাধয়স্তস্য ন ভয়ঞ্চ সদা ক্বচিৎ ॥ ৬১
ইতি তে পরমং গুহ্যমাখ্যাতং কবচং পরম্।
তদ্ভজস্ব মহাভাগ ততঃ সিদ্ধিমবাপ্স্যসি ॥ ৬২
ইদং পবিত্রং পরমং পুণ্যং কীর্ত্তিবিবর্দ্ধনম্।
ত্রিপুরায়াস্ত্রিমূর্ত্তেস্তু কবচং মমকোদিতম্ ॥ ৬৩
যঃ পঠেৎ প্রাতরুত্থায় স প্রাপ্নোতি মনোগতম্।
লিখিতং কবচং যস্তু কণ্ঠে গৃহ্লাতি মন্ত্রবিৎ ॥ ৬৪
ন তস্য গাত্রং কৃন্তন্তি রণে শস্ত্রাণি ভৈরব।
সংগ্রামে শাস্ত্রবাদে চ বিজয়স্তস্য জায়তে ॥ ৬৫
ইদং কবচমজ্ঞাত্বা যো জপেত্ত্রিপুরাং নরঃ।
স শস্ত্রঘাতমাপ্নোতি ভৈরবীং সুন্দরীমপি ॥ ৬৬
(বীজমুচ্চারয়েৎ স্বস্থো গতবাগ্ দোষনিশ্চিতঃ।
সংযোগবোধঃ প্রত্যেকভেদশ্রবণগোচরঃ ॥ ৬৭
যথৈব জায়তে সম্যগ্ যজ্ঞাদিদোষবর্জ্জিতঃ।
যস্যোচ্চারণকৃত্যে তু সংযোগো বোধদূষণম্ ॥ ৬৮
প্রত্যেকভিন্নতাবোধঃ স কুষ্ঠী জায়তে নরঃ।
ন্যাসানাং প্রচুরত্বে তু ফলানামপি ভূরিতা ॥ ৬৯
উক্তন্যাসো ন হি ত্যাজ্যো হ্যধিকন্তু সমাচরেৎ।
ময়োক্তন্যাসমজ্ঞাত্বা ন কৃত্বা বা প্রমাদতঃ ॥ ৭০
যঃ কুর্য্যাৎ পূজনং দেব্যা আপ্নুয়াৎ স মহাপদম্।
মন্ত্রাক্ষরস্য বিন্যাসঃ সর্ব্বমন্ত্রেষু কীর্ত্তিতঃ ॥ ৭১
বৈষ্ণবে চাথবা রৌদ্রে মহাভাগেঽথ বা পুনঃ।
মন্ত্রে কলেবরগতে মহামায়াপ্রপূজনে ॥ ৭২

তুমি ব্রহ্মাণী, তুমি ভবানী, তুমি বিশ্বভাবনের লক্ষ্মী, রতি, যোগিনী, তুমি বাগ্মী, সুভগা তোমার মন্ত্র সংক্ষেপত ধরিলেও দুই অযুত। ৫৯

ঐ সকল মন্ত্রের বর্ণ তোমার শরীরে অবিচলিত হইয়া রহিয়াছে, তুমি কামিনী এবং কামদা। হে দেবি ত্রিপুরে! তুমি আমার নির্ম্মল কবিত্ব এবং উচ্চ সৌভাগ্য বর্দ্ধন কর। ৬০

দেবীর এই কবচ যে জ্ঞাত হয়, সেই মন্ত্রবিৎ, তাহার কখনই আধি ব্যাধি বা ভয় হয় না। ৬১

এই অতিশয় গুহ্য কামাখ্যাকবচ তোমার নিকট কীর্ত্তন করিলাম; হে মহাভাগ! তুমি ইহার সেবা কর, তাহা হইলে সিদ্ধি প্রাপ্ত হইবে। ৬২

ইহা পরম পবিত্র, পুণ্য এবং কীর্ত্তির বর্দ্ধন। ত্রিমূর্ত্তি ত্রিপুরার এই কবচ আমি তোমাকে বলিলাম। ৬৩

যে ব্যক্তি প্রাতঃকালে উঠিয়া এই কবচ পাঠ করে, সে মনোগত ফল প্রাপ্ত হয়। ৬৪

যে মন্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি লিখিত কবচ কণ্ঠে গ্রহণ করে, হে ভৈরব! যুদ্ধে শত্রু সকল

মন্ত্রন্যাসে ন বা কুর্য্যাৎ কুর্য্যাদ্বাস্তত্র বাচরেৎ।
অঙ্গরাগেষু সিন্দুরং পানেষু মদিরা তথা ॥ ৭৩
বস্ত্রং রক্তন্তু কৌশেয়ং ত্রিপুরাপ্রীতিদং মতম্।
ত্রয়ো দীপাঃ প্রদাতব্যাঃ পঞ্চ বা সপ্ত ভৈরব ॥ ৭৪
ইতো ন্যূনান্ ন প্রদদ্যাৎ ত্রিপুরায়ৈ কদাচন।
মল্লিকামালতীকুন্দং বকো দ্রোণঃ সিতাম্বুজম্ ॥ ৭৫
শুক্লপুষ্পাণি[১] ত্রিপুরাপ্রীতিদানি তু ভৈরব।
রক্তাম্বুজং জবা রক্তা করবীরোঽথ কোমলঃ।
রক্তং ত্রিপুরাভৈরব্যাঃ প্রীতিদা স্নেহকাঞ্চনৈঃ ॥)* ৭৬
ইদন্তে কথিতং পুত্র সংক্ষেপাদেব ভৈরব।
অবাপ্য সিদ্ধিং পরমাং স্বয়ং বিস্তারয়িষ্যসি ॥ ৭৭
আরাধ্য ত্বং মহামায়ামবাপ্য চ গণেশতাম্ ॥ ৭৮
কল্পমন্ত্রৌঘমন্ত্রাণাং ভবিষ্যসি বিতানকঃ[২]।
অস্যাস্ত্রিপুরভৈরব্যাঃ শুক্লরূপাণি যানি তু ॥ ৭৯
তানি সারস্বতাখ্যানি মন্ত্রাঃ সমাগুদীরিতাঃ ॥ ৮০
সরস্বতী তু যা দেবী বীণাপুস্তকধারিণী।
স্রক্কমণ্ডলুহস্তা চ দক্ষিণে শুক্লবর্ণিকা ॥ ৮১
মহাচলস্য পৃষ্ঠস্থা সিতপদ্মোপরিস্থিতা।
শুক্লবর্ণা শুক্লবস্ত্রা শুক্লাভরণভূষিতা ॥ ৮২
তস্যাস্তু বাগ্ভবাদ্যাভ্যাং নেত্রবীজং দ্বিতীয়কম্।
কৃত্বান্তে বিনিযোজ্যৈব মন্ত্রং প্রাক্প্রতিপাদিতম্ ॥ ৮৩
বরদাভয়হস্তা চ মালা পুস্পকধারিণী।
শুক্লপদ্মাসনগতা সা পরা বাক্ সরস্বতী ॥ ৮৪

তাহার শরীর ছেদ করে না। সংগ্রামে বা শাস্ত্রীয় তর্কে তাহার জয় হয়, সে বিষয়ে সংশয় নাই। এই কবচ না জানিয়া যে ব্যক্তি ত্রিপুরার পূজা করে, সে শস্ত্রাঘাত প্রাপ্ত হয়। ৬৬-৭৬

হে পুত্র ভৈরব! এই তোমায় সংক্ষেপে সকল কথা বলিলাম, তুমি পরম সিদ্ধিলাভ করিয়া নিজেই ইহার বিস্তার করিবে। ৭৭

সেই মহামায়ার আরাধনা দ্বারা গণের আধিপত্য লাভ করিয়া কল্পমন্ত্রসমূহ এবং তন্ত্রের স্বয়ং বিস্তারক হইবে। এই ত্রিপুর-ভৈরবী দেবীর যে সকল শুক্লরূপ, তাহা সারস্বত বলিয়া প্রসিদ্ধ, মন্ত্রও ঐরূপ জানিবে। ৭৮-৮০

যে সরস্বতী দেবী বীণাপুস্তকধারিণী, শুক্ল কমণ্ডলুহস্তা, দক্ষিণে শুক্লবর্ণধারিণী, মহাচলপৃষ্ঠস্থা, শ্বেতবর্ণপদ্মোপরিস্থিতা, শুক্লবস্ত্রা, শুক্লবর্ণা, শুক্লাভরণভূষিতা। ৮১-৮২

তাঁহার দ্বিতীয় নেত্রবীজ-সংযোগে বাগ্ভবাদি দ্বারা মন্ত্র পূর্ব্বে প্রতিপাদিত হইয়াছে। ৮৩

বরদা, অভয়হস্তা মালাপুস্তকধারিণী, শুক্লপদ্মাসনগতা, বাক্‌রূপা সরস্বতী। ৮৪

১। .....পক্ষেষু। ২। বিভাবকঃ।

* ( ) বন্ধনী মধ্যস্থিতো গ্রন্থঃ পুস্তকান্তর-সম্মতঃ।

মালাবীজাদ্যক্ষরঞ্চ দ্বিরুক্তঞ্চার্দ্ধচন্দ্রকম্ ।
মন্ত্রমস্যাঃ পুরা প্রোক্তং তন্ত্রং সামান্যমীরিতম্ ॥ ৮৫
এষা তু যা রক্তবর্ণা মুণ্ডমালাবিভূষিতা ।
তস্যাঃ প্রোক্তঃ পুরা মন্ত্রঃ সা তু বৃদ্ধা সরস্বতী ॥ ৮৬
ষষ্ঠমন্ত্রস্তথৈতস্যাস্ত্রয়োদশনিরূপণে ।
এষা কবিত্বশাস্ত্রৌঘতত্ত্ববাদবিনিশ্চয়ে ॥ ৮৭
সুখসম্পৎকরা প্রোক্তা[১] নিত্যমেব তু ভৈরব ।
অস্যা ব্যস্তসমস্তৈশ্চ শুক্লরক্তাদিভেদতঃ ॥ ৮৮
চতুঃষষ্টিমূর্ত্তয়শ্চ ত্রৈপুরাদ্যুত বাগ্ভবম্ ।
মহামায়া যোগনিদ্রা মূলভূতা জগৎপ্রসূঃ ॥ ৮৯
জগন্মাতা জগদ্ধাত্রী বিদ্যাবিদ্যাপরত্মিকা ।
তস্যা এব মহাভাগ ত্রিপুরাদ্যা বিভূতয়ঃ ॥ ৯০
প্রস্তুতাঃ কথিতা নিত্যং তাঃ স্বয়ংগত এব হি ।
ইতি তে কথিতং পুত্র মহাদেব্যা মনোহরম্ ॥ ৯১
রহস্যং বামদাক্ষিণ্যং মন্ত্রসিদ্ধিং শৃণুষ্ব মে ॥ ৯২

ইতি শ্রীকালিকাপুরাণে ত্রিপুরাকবচং নাম পঞ্চসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭৫

দ্বিরুক্ত সার্দ্ধচন্দ্র বালা-বীজাদ্যক্ষর ইহার সামান্য মন্ত্র বলিয়া কথিত হইয়াছে। ৮৫

বৃদ্ধা সরস্বতী রক্তবর্ণা, মুণ্ডমালাবিভূষিতা। তাঁহার মন্ত্র পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। ৮৬

হে ভৈরব! ইহাঁর মন্ত্রযন্ত্র ত্রয়োদশে নিরূপিত হইয়াছে। ইঁহারা সকলে কবিত্ব শাস্ত্রৌঘ এবং তত্ত্ববাদের বিনিশ্চায়ক, আর সুখসম্পদ্‌কর বলিয়াও উক্ত হইয়াছে। শুক্লরক্তাদিভেদে এবং ব্যস্ত সমস্তরূপে ইহাদের মূর্ত্তি চৌষট্টিপ্রকার, সকলই ত্রিপুরার অন্তর্গত। ৮৭-৮৮

মহামায়া যোগনিদ্রা, জগৎপ্রসবিনী, মূলপ্রকৃতি, জগতের মাতা, জগতের ধাত্রী এবং বিদ্যা-অবিদ্যাত্মিকা। ত্রিপুরাদি দেবী সমুদয় তাঁহারই অংশ, ইহা হইতে তাঁহারা সকলে উৎপন্ন হইয়াছেন। ৮৯-৯০

হে পুত্র! এই তোমার নিকট মহাদেবীর বামদাক্ষিণ্য মনোহর রহস্যের কথা বলিলাম, এক্ষণে মন্ত্রসিদ্ধির কথা শ্রবণ কর। ৯১-৯২

পঞ্চসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৭৫

১। অত্র সম্যক্ পুরা প্রোক্তা।

ষট্‌সপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ

শ্রীভগবানুবাচ—

মন্ত্রশুদ্ধিমবেক্ষ্যৈব গৃহ্ণীয়ান্মন্ত্রমুত্তমম্ ॥ ১
তত্র সিদ্ধং সুসিদ্ধঞ্চ সাধ্যং শাত্রবমেব চ।
মন্ত্রং চতুর্ব্বিধং প্রোক্তং তদ্বিদ্ধ্যক্ষরভেদতঃ ॥ ২
বর্ণক্রমঃ শাশ্বতস্তু যো ময়া ভাষিতঃ পুরা।
তত্রাদৌ ভৈরব জ্ঞাত্বা পশ্চাচ্চক্রং শৃণুষ্ব মে ॥ ৩
বর্ণানান্তু মুখাদীনাং বৈষ্ণবীতন্ত্রসংজ্ঞকঃ ॥ ৪
যঃ প্রোক্তোঽভূন্মহামন্ত্রস্তস্যাসন্নক্ষরাণি তু।
মূলভূতানি তান্যেব ততোঽন্যানপি বর্দ্ধয়েৎ ॥ ৫
অকারশ্চ ককারশ্চ চটকারৌ তথৈব চ।
তপকারৌ যকারশ্চ বর্গাদ্যাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ ॥ ৬
অ আ ই ঈ উ ঊ ঋ ৠ ঌ ৡ এতেঽদীর্ঘদীর্ঘকাঃ।
এ ঐ ও ঔ বিসর্গশ্চ বিন্দ্বাদির্যাক্তিকস্তথা ॥ ৭
ধ্বনেরন্তরজাশ্চেতি কীর্ত্তিতাস্তু স্বরা অমী।
খকারশ্চ গকারশ্চ ঘ ঙো বর্গঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।
ব্যঞ্জনকারাদিছজৌ টকারৌ পরমস্মৃতঃ।
উকারশ্চ ঞকারশ্চ ভৈরবশব্দাদিরেব চ ॥ ৮
ণকারান্তস্তৃতীয়োঽয়ং বর্গোষ্ঠাদিঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।
থকারশ্চ দকারশ্চ ধর্ম্মশব্দাদিরেব চ ॥ ৯

বেতাল-ভৈরবের সিদ্ধিলাভ

ভগবান্ বলিলেন,—মন্ত্র শুদ্ধি দেখিয়াই উত্তম মন্ত্র গ্রহণ করিবে। অক্ষর-ভেদে মন্ত্র চারি প্রকার—সিদ্ধ, সুসিদ্ধ, সাধ্য এবং শাত্রব। ১-২

আমি পূর্ব্বে যে বর্ণক্রম বলিয়াছি, হে ভৈরব! প্রথমে উহা বিদিত হইয়া পরে আমার চক্র শ্রবণ কর। ৩

পূর্ব্বে মুখাদি বর্ণের বৈষ্ণবী তন্ত্রসংজ্ঞক। ৪

যে মহামন্ত্র বলিয়াছি উহাতে যে সকল অক্ষর মূলীভূত, সেই সকল অক্ষর এবং তদ্ভিন্ন অন্য অক্ষরও বর্দ্ধিত করিবে। ৫

অকার, ককার, চকার, টকার, তকার, পকার এবং যকার ইহারা বর্গের আদ্য অক্ষর বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে। ৬

আ, ঈ, ঊ, ঋ, ৡ এবং এ, ঐ, ও, ঔ, ঃ, ং ইহারা দীর্ঘ বলিয়া খ্যাত হয়। ইহাদের হ্রস্ব দীর্ঘ ভেদ দুইরূপ। ৭

অনন্ত এবং বয় এই সকলেরই স্বরূপ আমি পূর্ব্বে নির্দ্দেশ করিয়াছি। খ, গ, ঘ, এবং ঙ ইহারা ব্যঞ্জনাদির মধ্যে ককারাদি বর্গ; ছ, জ, ঝ, ঞ ইহারা পর অর্থাৎ চকারাদি বর্গ, ঠ, ড, ঢক্কা শব্দের আদ্যক্ষর অর্থাৎ ঢ এবং ণ ইহারা টকারাদি তৃতীয় বর্গ। ৮

থ, দ, ধর্ম্ম শব্দের আদি-ধ এবং নর শব্দের আদি-ন ইহারা চতুর্থ বর্গ। ৯

নবশব্দস্য চৈবাদিশ্চতুর্থো বর্গ উচ্যতে।
ফলশব্দস্য যশ্চাদির্বহুশব্দাদিরেব চ ॥ ১০
ভকারো ম ন শব্দাদিঃ পঞ্চমো বর্গ উচ্যতে।
যকারশ্চ রকারশ্চ লকারো বস্তথৈব চ ॥ ১১
এভিশ্চতুর্ব্বর্গকোঽয়ং ষষ্ঠো ভৈরব উচ্যতে।
শষসা হঃ ক্ষকারশ্চ সংযোগঃ পরিবেদকঃ ॥ ১২
পঞ্চভিঃ শেষবর্গোঽয়ং সপ্তমঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
সংযোগাযোগসংলোমপ্রতিলোমৈরিমে সুত ॥ ১৩
বর্ণাঃ স্যুর্মন্ত্রনামাদৌ বাঙ্মাত্রেঽপি চ ভৈরব।
চতুর্ব্বর্গপ্রদা বর্ণাঃ সুখদুঃখকরাস্তথা ॥ ১৪
রোগঞ্চ তেজসম্পূজ্যপূজকাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ।
অহং বিষ্ণুশ্চ ব্রহ্মা চ গায়ত্রী ব্রহ্মমাতৃকাঃ ॥ ১৫
অপরং ব্রহ্মবর্ণার্থে পরব্রহ্মসুখপ্রদম্ ॥ ১৬
অপরং ব্রহ্মকুশলঃ পরব্রহ্মাধিগচ্ছতি ॥ ১৭
সিসৃক্ষুরীশ্বরো বর্ণাজ্জগন্তি স্বেচ্ছয়া পুনঃ।
সসর্জ্জ মম বক্ত্রে তাং ব্রহ্মবক্ত্রে চ বৈ ন্যধাৎ ॥ ১৮
অহন্তু সকলান্ বর্ণান্ ন্যস্য ভৈরব তন্ত্রকম্।
অকারবহুলং[1] পুত্র জ্ঞানমার্গং বিবর্দ্ধয়ন্ ॥ ১৯
য ইমে গদিতা বর্ণা ময়া বর্ণবিনিশ্চয়ে।
মন্ত্রশুদ্ধিবিবেকার্থং বর্ণচক্রং ততঃ শৃণু ॥ ২০
শক্তিশম্ভুস্বরূপিণ্যৌ রেখে দ্বে প্রথমং ন্যসেৎ।
তন্মধ্যতঃ পুনারেখে বিষ্ণুলক্ষ্মীতলে তথা।
তয়োস্তু রেখয়োর্মধ্যে দ্বে রেখে সমতো ন্যসেৎ ॥ ২১

ফল শব্দের আদি ফ, বর্ণ শব্দের আদি ব, ভ এবং মন্ত্র শব্দের আদি—ম ইহারা পঞ্চম বর্গ। ১০

যকার, রকার, লকার এবং বকার এই চারি অক্ষরেই ষষ্ঠবর্গ। ১১

শ, ষ, স, হ এবং সংযোগ পরিবেদক ক্ষকার এই পাঁচটি অক্ষরে শেষ অর্থাৎ সপ্তমবর্গ কীর্ত্তিত হইয়াছে। ১২-১৩

হে ভৈরব! মন্ত্রাদিতে বর্ণ সকল সংযোগ, অযোগ, লোম, প্রতিলোম এবং বাঙ্‌মাত্র হইয়া থাকে। বর্ণ সকল চতুর্ব্বর্গপ্রদ, সুখ ও দুঃখকর। ১৪

রোগ, তেজঃ, সম্পূজ্য এবং পূজক বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হয়। আমি বিষ্ণু, ব্রহ্মা, বেদমাতা গায়ত্রী এবং অপর ব্রহ্মবর্ণ ইহারা পরব্রহ্ম সুখদায়ক। ১৫-১৬

অপর ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিরা পরব্রহ্ম সুখলাভ করে। ১৭

ঈশ্বর জগত্রয়ের সিসৃক্ষু হইয়া আপনার ইচ্ছানুসারে বর্ণ সকলের সৃজন করিয়া আমার এবং ব্রহ্মার বক্ত্রে উহাদিগকে স্থাপিত করেন। ১৮

হে পুত্র ভৈরব! আমি জ্ঞানমার্গের বর্দ্ধন করিতে ইচ্ছুক হইয়া ঐ সকল বর্ণের বিন্যাস করিয়া অনেক শাস্ত্রের রচনা করিয়াছি। ১৯

আমি বর্ণের নিশ্চয়ের নিমিত্ত সেই সকল বর্ণের গণনা করিলাম। এক্ষণে মন্ত্রশুদ্ধির বিবেকের নিমিত্ত বর্ণচক্রের বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর। ২০

১। অকার্থং বদনং।

তস্য চক্রস্য চারেষু রেখাস্তু পরিসংখ্যয়া ॥ ২২
চতস্রস্তু প্রদাতব্যাঃ স্বরমধ্যে তু ভৈরব।
ভিন্নানাঞ্চ তথা বর্ণাঃ সন্ধয়োঽষ্টৌ প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥ ২৩
নেময়স্তু চতস্রোঽস্য সন্ধিমধ্যেষু কীর্ত্তিতাঃ ॥ ২৪
অষ্টারসংযুতং চক্রং চতুর্নেমিসমন্বিতম্।
বহির্বেষ্টনসংযুক্তং বর্ণচক্রং প্রকীর্ত্তিতম্ ॥ ২৫
মেষাদীনাঞ্চ রাশীনামুদয়াস্তপ্রতিজ্ঞয়া।
ইদমেব ভবেচ্চক্রং জ্ঞানশ্রীবৃদ্ধিকারকম্ ॥ ২৬
ইদং চক্রং লিখিত্বা তু সমভূমাবুদঙ্মুখঃ।
প্রাঙ্মুখো বা লিখেদ্বর্ণাঞ্চ্চিরিষ্টং নমন্ গুরুম্ ॥ ২৭
প্রদক্ষিণং লিখেত্তস্মিন্ বর্ণাংস্তেষ্বেব তু ক্রমাৎ।
পুরোনেমাবকারস্তু[১] রকারঞ্চাপি বৈ লিখেৎ ॥ ২৮
অকারং বর্জ্জয়েদ্দীর্ঘমীকারঞ্চ স্বরেষু বৈ।
অকারাদিক্ষকারান্তং ঙ্ঞ[২] ইনঞণবর্জ্জিতম্ ॥ ২৯
প্রদক্ষিণক্রমাদেব লিখিত্বা বর্ণসঞ্চয়ম্।
স্বনামাদ্যক্ষরং গৃহ্য কুর্য্যাত্তু গণনক্রমম্।
মন্ত্রস্যাদ্যক্ষরং যাবৎ সিদ্ধাদ্যং তত্র যোজয়েৎ ॥ ৩০
নবৈকপঞ্চকে সিদ্ধঃ সাধ্যঃ ষড়্‌যুগ্মপঙ্‌ক্তিষু।
ত্রিসপ্তৈকাদশেষ্বেব সুসিদ্ধঃ পরিকীর্ত্তিতঃ ॥ ৩১

প্রথমে শক্তি এবং শম্ভু স্বরূপ রেখাদ্বয়ের বিন্যাস করিবে। তাহার মধ্য দিয়া পূর্ব্বে বিষ্ণু এবং লক্ষ্মীতলরূপ দুইটী রেখা অঙ্কিত করিবে। ঐ দুই রেখার মধ্যে সমানভাবে আর দুইটি রেখার বিন্যাস করিবে। ২১-২২

হে ভৈরব! ঐ চক্রের অরদেশে সংখ্যানুসারে রেখার অঙ্কন করিবে এবং অর মধ্যে চারিটি রেখার বিন্যাস করিবে। ২৩

এইরূপে ভেদ প্রাপ্ত অরদিগের আটটি সন্ধি কীর্ত্তিত হইয়াছে এবং সন্ধিমধ্যে চারিটী নেমি অবস্থিত। ২৪

উত্তর মুখ হইয়া অষ্ট অরযুক্ত চক্রের বিন্যাস করিবে এবং পূর্ব্বমুখ হইয়া চতুর্নেমিযুক্ত চক্রের অঙ্কন করিবে। বর্ণচক্র এইরূপে অঙ্কিত করিয়া বাহিরে একটি বেষ্টন দ্বারা ঘেরিবে। ২৫

এই চক্র দ্বারা মেষাদি রাশির উদয় পরিজ্ঞাত হওয়া যায় এবং ইহা শ্রীবৃদ্ধির কারক। ২৬

উত্তরমুখ বা পূর্ব্বমুখে উপবিষ্ট, বিশুদ্ধ সমভূমিতে এইরূপ চক্র অঙ্কিত করিয়া ইষ্টগুরুকে প্রণাম করত বর্ণের বিন্যাস করিবে। ২৭

প্রদক্ষিণ করত উত্তর দিক্ হইতে ক্রমশঃ বর্ণের বিন্যাস করিবে। প্রথমে বকার বা ককার লিখিবে না। ২৮

হে সুরেশ্বরি! ঋকার এবং দীর্ঘ ঈকারেরও বর্জ্জন। ঝ, ট, ড, ঞ, ণ বর্জ্জিত অকারাদি ক্ষকারান্তবর্ণসমূহ প্রদক্ষিণক্রমে লিখিয়া আপনার নামের আদ্যক্ষর গ্রহণ করিবে। যে পর্য্যন্ত মন্ত্রের আদ্যক্ষর প্রাপ্ত না হয়, ক্রমশঃ গণনা করিবে এবং উহাতে সিদ্ধাদিরও যোগ করিবে। ২৯-৩০

১। পুরো নেমাবকারবিন্দু ককারং……। ২। ঙ ঞ ঙ ঞ চ……।

দ্বাদশাষ্টচতুর্থেষু[১] শাত্রবঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
সিদ্ধেনৈবাচিরাৎ সিদ্ধিঃ সাধ্যঃ কালেন সিধ্যতি ॥ ৩২
ক্রমান্নাশয়তে শত্রুঃ সুসিদ্ধঃ সিদ্ধিদোঽচিরাৎ।
যো যো বর্ণক্রমঃ প্রোক্তো মন্ত্রে দক্ষিণগোচরে ॥ ৩৩
বাম্যারাধনমন্ত্রেষু ক্রমং শৃণ্বিহ ভৈরব।
ঋ ৯ দ্বয়ং ঙঞণমাবর্জ্জ্যাশ্চ বর্ণগোচরে ॥ ৩৪
লিখেদ্বামক্রমেণৈব তত্র বর্ণান্তু মন্ত্রবিৎ।
নৃসিংহার্কবরাহাণাং প্রাসাদপ্রণবস্য চ ॥ ৩৫
একাক্ষরদ্ব্যক্ষরাণাং ন সিদ্ধাদিবিচিন্তনম্।
বীজেষু চাপি সর্ব্বেষু দীক্ষার্থেষু চ ভৈরব ॥ ৩৬
সিদ্ধাদিচিন্তা নো কার্য্যা গ্রাহ্যাস্তু দশ বশ্যকম্।
সুসিদ্ধং কামদং গ্রাহ্যং সাধ্যসিদ্ধবিচারাণাং ॥ ৩৭
ন গ্রাহ্যঃ শাত্রবো ধীরৈর্গৃহীত্বাপ্নোতি চাপদম্।
যো যস্যৈকাক্ষরো মন্ত্রস্তন্নাম্না স নিগদ্যতে ॥ ৩৮
সহিতশ্চন্দ্রবিন্দুভ্যাং তদ্বীজমিতি গদ্যতে।
তথা শক্রো নকারঃ স্যাৎ সার্দ্ধচন্দ্রঃ সবিন্দুকঃ ॥ ৩৯
স এব শক্রবীজং স্যাত্তথান্যত্রাপি যোজয়েৎ।
মন্ত্রোদ্ধারেষু সর্ব্বত্র পরতঃ পরতঃ পুরঃ ॥ ৪০

আপনার নামের আদ্যক্ষর হইতে মন্ত্রের আদ্যক্ষর নবম, প্রথম বা পঞ্চম হইলে সিদ্ধ হয়, ষষ্ঠ, যুগ্ম বা দশম হইলে সাধ্য এবং তৃতীয়, সপ্ত বা একাদশ হইলে সুসিদ্ধ হয়। ৩১

দ্বাদশ, অষ্টম বা চতুর্থ হইলে শাত্রব বলিয়া গণ্য হয়। সিদ্ধ হইতে অচিরেই সিদ্ধি লাভ হয়, সাধ্য বহুকালে সিদ্ধিদায়ক। ৩২

শত্রু কামের বিনাশকারী এবং সুসিদ্ধও অচিরকালে সিদ্ধি প্রদান করে। ৩৩

মন্ত্রের দাক্ষিণ্য বিষয়ে এইরূপ বর্ণ ক্রম উক্ত হইয়াছে, এক্ষণে বাম্যারাধন মন্ত্রের ক্রম বলা যাইতেছে। ঋ হ্রস্ব-দীর্ঘ এই প্রকার ইকার, ঙ, ঞ, ণ, ন এবং ব, র, ষ বর্ণমন্ত্রবিৎ এই সকল বর্ণকে বর্ণচক্রে ক্রমশঃ লিখিবে। ৩৪-৩৫

নৃসিংহ, অর্ক, বরাহ, প্রাসাদ এবং প্রণব এই সকলের যে একাক্ষর বা দ্ব্যক্ষর বীজ আছে, তাহাতে সিদ্ধাদির চিন্তা করিবে না। ৩৬

হে ভৈরব! দীক্ষার্থ সমুদয় বীজেই সিদ্ধাদির চিন্তা করিবে, এবং যে মন্ত্রকে আবশ্যক বিবেচনা করিবে তাহাকেই গ্রহণ করিবে। সাধ্য এবং সিদ্ধির বিনিশ্চয়ে যাহা সুসিদ্ধ এবং কামপ্রদ হইবে, তাহারই গ্রহণ করিবে। ৩৭

পণ্ডিতেরা শাত্রব মন্ত্রের গ্রহণ করিবেন না, উহা গ্রহণ করিলে বিপৎ প্রাপ্ত হয়। যে বর্ণ যাহার একদেশ, উহা তন্নামক মন্ত্র বলিয়া প্রসিদ্ধ হয়। ৩৮

উহাও অর্দ্ধচন্দ্র ও বিন্দুযোগ করিলে বীজ বলিয়া বিখ্যাত হয়। যেমন শক্রের মন্ত্র শকার, উহা অর্দ্ধচন্দ্র এবং বিন্দুযুক্ত হইলে বীজ বলিয়া কথিত হয়, এইরূপ অন্যত্র জানিবে। ৩৯

সকল প্রকার মন্ত্রের উদ্ধারে পরে পরে অর্থাৎ অনুলোম ক্রমে গণনা করিতে হইবে। ৪০

১। শক্রবর্ণাস্তু মন্ত্রাবৎ।

পূর্ব্বতোঽপি পরে কার্য্যমনুক্তঃ পূর্ব্বপক্ষকঃ।
যদা ষোড়শসাহস্রং বৈষ্ণব্যা মন্ত্রসঞ্চয়ম্ ॥ ৪১
চক্রে নিরীক্ষ্যতে তত্র ষোড়শারং তু চক্রকম্।
বিংশতিস্তু সহস্রাণি ত্রিপুরায়া যদীক্ষতে ॥ ৪২
দ্বাত্রিংশারং তত্র চক্রং লেখনীয়ং সদা বুধৈঃ।
ইদমেব মহাচক্রং ষোড়শারাদিকং কৃতী ॥ ৪৩
কুর্য্যাদধিকরেখাভির্মন্ত্রশুদ্ধ্যন্তরে সুত
ইয়ন্তে কথিতা পুত্র মন্ত্রসিদ্ধিরভীষ্টদা ॥ ৪৪
জানাতি সম্যক্ য ইমাং স জয়ী কামমাপ্নুয়াৎ।
রহস্যং পরমং পুত্র প্রয়োগাদিপ্রকারতঃ।
বক্ষ্যামি তৎসমাসেন শৃণু বেতালভৈরব ॥ ৪৫
দন্তঃ পক্ষবিড়ালস্য তত্ত্বচা পরিবেষ্টিতঃ।
নির্ম্মাল্যেন তু বৈষ্ণব্যা তৎ সংবেষ্ট্য গুণত্রয়ম্ ॥ ৪৬
তত্ত্বা বামসূত্রস্য তত্তন্মন্ত্রেণ মন্ত্রিতম্।
গৃহীত্বা দক্ষিণে পাণৌ মন্ত্রাণাং শতমাদিতঃ ॥ ৪৭
সঞ্চয়েদথ বৈষ্ণব্যা অষ্টম্যাং নিয়তেন্দ্রিয়ঃ।
ততস্তু দক্ষিণে বাহৌ ধার্য্যং যন্ত্রোত্তমং বুধৈঃ ॥ ৪৮
ততো দ্বাদশসিদ্ধঃ স্যাদ্ধর্ত্তা চেন্নাভিতিত্তিলীম্।
জয়ং সংগ্রামবাদেষু শরীরস্যাপ্যরোগিতা ॥ ৪৯
বশকৃদ্রাজপুত্রাণাং রাজ্ঞামপি চ সন্ততম্।
ভূতপ্রেতপিশাচাশ্চ নো যান্তি নেত্রগোচরে ॥ ৫০

কোন কোন মন্ত্রে পূর্ব্ব হইতে পরে অর্থাৎ বিলোমক্রমেই গণনা হইয়া থাকে, বিশেষ উক্তি না থাকিলে পূর্ব্বপক্ষই আশ্রয়ণীয়। ৪১

যেহেতু বৈষ্ণবীর ষোড়শ সহস্র চক্র দৃষ্ট হয়, এইজন্য চক্রকে ষোড়শ অরযুক্ত করিবে। ৪২

ত্রিপুরার মন্ত্র বিংশতি সহস্র, এই জন্য পণ্ডিতগণ ত্রিপুরার নিমিত্ত দ্বাবিংশতি অরযুক্ত চক্র করিবে। ৪৩

ষোড়শ অরাদি চক্রই প্রধান চক্র, পণ্ডিত মন্ত্রশুদ্ধিবিষয়ে আরও অধিক রেখাদ্বারা চক্র নির্ম্মাণ করিতে পারেন। ৪৪

হে পুত্র। তোমাকে এই অভীষ্টপ্রদ মন্ত্রশুদ্ধির বিষয় বলিলাম। যে ইহা সম্যক্‌রূপে জানে, সে জয়ী হইয়া সকল প্রকার অভীষ্ট লাভ করে। ৪৫

হে পুত্র বেতাল ও ভৈরব! ইহার প্রয়োগাদির প্রকার অতিরহস্য; আমি তাহাও সংক্ষেপে বলিতেছি শ্রবণ কর। ৪৬

পক্ষ বিড়ালের দন্ত উহার ত্বক্‌দ্বারা পরিবেষ্টিত করিয়া বৈষ্ণবীর নির্ম্মাল্যের সহিত উহাতে দ্বাদশসূত্র রজ্জুনির্ম্মিত গুণত্রয় বৈষ্ণবী মন্ত্রদ্বারা সম্মন্ত্রিত করিয়া পরিবেষ্টন করিবে। ৪৭

পরে উহা দক্ষিণ হস্তে গ্রহণ করিয়া অষ্টমীতে জিতেন্দ্রিয় হইয়া প্রথম হইতে বৈষ্ণবীর শত মন্ত্র জপ করিবে। ৪৮

অনন্তর সেই উত্তম যন্ত্র পণ্ডিতগণ দক্ষিণহস্তে ধারণ করিবেন। ঐ যন্ত্র ধারণ করিয়া কর্ত্তা যদি তিন্তিড়ী ভোজন না করে, তাহা হইলে দ্বাদশ সিদ্ধি লাভ হয়;

যোষিতাং সমদানাঞ্চ বশকৃচ্চিন্তনাৎ সকৃৎ।
রুধিরাণাং শ্লেষ্মণাঞ্চ ধাতূনাং স্তম্ভনং তথা ॥ ৫১
তেজসাং স্তম্ভকঞ্চৈব চক্ষুস্তেজঃপ্রদং তথা।
মূর্দ্ধ্নি পক্ষবিড়ালস্য হস্তং দত্ত্বা শতত্রয়ম্ ॥ ৫২
বৈষ্ণবীতন্ত্রমন্ত্র জপ্ত্বা তং স্থাপয়েৎ গৃহে।
তং বিড়ালন্তু যা পশ্যেন্মলিনীবনিতা সুত ॥ ৫৩
নাপুত্রা সা ভবিত্রী তু কদাচিদপি ভৈরব।
তাদৃক্‌পক্ষবিড়ালস্তু যস্য তিষ্ঠতি মন্দিরে ॥ ৫৪
মৃতাপত্যাপি তদ্গেহে জীবৎপুত্রা প্রজায়তে।
কোকিলো ভৃঙ্গরাজো বা চকোরো বা শুকোঽথ বা ॥ ৫৫
বৈষ্ণবীতন্ত্রমন্ত্রেণ মন্ত্রতো যত্র তিষ্ঠতি।
বিঘ্নং ন মন্দিরে তস্য ভবিতৃ সুপ্রজা ভবেৎ ॥ ৫৬
ন সর্পাস্তত্র গচ্ছন্তি গতাঃ খাদন্তি নো নরান্।
নারী ন বন্ধকী তস্য মন্দিরেঽপি প্রজায়তে ॥ ৫৭
পঞ্চমূর্ত্তেশ্চণ্ডিকায়া নির্ম্মাল্যানি চ পঞ্চমঃ।
তেষাং বলীনাং মাংসেন স্থাল্যাঃ পক্ত্বা দিনত্রয়ম্ ॥ ৫৮
অষ্টম্যাং তৎপুনর্দেব্যৈ দত্ত্বা তন্মন্ত্রমন্ত্রিতৈঃ।
তোয়ৈরভ্যুক্ষ্য ভুঞ্জীয়ান্মনসা চিন্তয়েচ্ছিবাম্ ॥ ৫৯
তস্মিন্ ভুক্তে তু দীর্ঘায়ুর্জ্জরাশোকবিবর্জ্জিতঃ।
তেজস্বী শত্রুদমনঃ কবির্বাগ্মী চ জায়তে ॥ ৬০

সংগ্রাম এবং বিবাদে জয় লাভ হয়, শরীর আরোগী হয়, রাজা এবং রাজপুত্রগণ বশীভূত হন; ভূত, প্রেত এবং পিশাচের দর্শন হয় না। ৪৯-৫০

সমদ যোষিদ্‌বৃন্দ বশীভূত হয়, ছিদ্র সকল নষ্ট হয়। রুধির, শ্লেষ্মা ধাতু এবং তেজের স্তম্ভন হয় এবং চক্ষুর তেজ বৃদ্ধি হয়। ৫১

পক্ষ বিড়ালের মস্তকে হস্ত রাখিয়া বৈষ্ণবীতন্ত্রমন্ত্র তিনশত বার জপ করিয়া ঐ বিড়ালকে গৃহে স্থাপন করিবে। ৫২

হে ভৈরব। যে কুলাঙ্গনা ঐ বিড়ালকে দেখিবে, সে কদাপি পুত্রহীন হইবে না। ৫৩

সেইরূপ পক্ষ বিড়াল যে স্ত্রীর গৃহে অবস্থিত হয়, সে মৃতাপত্যা (মড়াঞ্চে) হইলেও তাহার গৃহে জীবৎ পুত্র হয়। ৫৪

কোকিলই হউক, ভৃঙ্গরাজই হউক, চকোরই হউক অথবা শুকই হউক, বৈষ্ণবীতন্ত্রোক্ত মন্ত্রদ্বারা অভিমন্ত্রিত হইয়া যে গৃহে অবস্থান করে, তাহার প্রভাবে সে মন্দিরে কখন বিঘ্ন হয় না। ৫৫-৫৬

সে গৃহে সর্প প্রবেশ করে না, আর যদি কোনরূপে প্রবেশ করে, তবুও মনুষ্যকে দংশন করে না এবং সে গৃহে বন্ধ্যানারীও জন্মগ্রহণ করে না। ৫৭

পঞ্চমূর্ত্তি চণ্ডিকাদেবীর পাঁচটি নির্ম্মাল্য তাঁহাদিগের বলির মাংসের সহিত একত্র একটি স্থালীতে তিনদিন পাক করিয়া অষ্টমীতে সেই দেবীদিগের মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত জলদ্বারা উহার অভ্যুক্ষণ করিয়া পুনর্ব্বার দেবীকে উহা নিবেদন করিয়া মনে মনে দেবীকে স্মরণ করিয়া যে মনুষ্য ভোজন করিবে, সে দীর্ঘায়ুঃ, রোগহীন, তেজস্বী, শত্রুদমনকারী, কবি এবং বাগ্মী হয়। ৫৮-৬০

ললাটে মূর্দ্ধ্নি কণ্ঠে চ বাহ্বোঃ পার্শ্বোস্তথা হৃদি। ৬১
বৈষ্ণবীতন্ত্রমন্ত্রস্য যানি চাষ্টাক্ষরাণি চ ॥ ৬২
লিখিত্বা তানি চৈতেষু স্থানেষু মন্ত্রবিদ্‌বুধঃ।
কুঙ্কুমং ক্ষীরমলয়জাতপঙ্কঃ সুযাবকৈঃ ॥ ৬৩
অষ্টম্যাং সংযতো ভূত্বা নবম্যাং প্রথমং নরঃ।
প্রতিষ্ঠানে ন্যস্য করমষ্টাবষ্টৌ জপেদ্‌বুধঃ।
আবর্ত্তনেন মন্ত্রাণাং ততোঽনু পূজয়েচ্ছিবাম্ ॥ ৬৪
ততস্তস্মিন্ দিনে দেব্যৈ বিজাতীয়ং বলিত্রয়ম্।
দত্ত্বা সহস্রং মন্ত্রস্য সঙ্খ্যয়া জপমারভেৎ ॥ ৬৫
জপান্তে তু হবির্ভুক্ত্বা সংযতো রজনীং নয়েৎ ॥ ৬৬
এবং সকৃৎকৃতে পুত্র রণে তস্য পরাজয়ঃ।
কদাচিদপি নো ভূয়ান্ন চ বাদেষু শাস্ত্রতঃ ॥ ৬৭
বিধিমেবং সকৃৎ কৃত্বা রণকালে যথাতথা।
সদা লিখেৎ ক্ষত্রিয়স্তু বিজয়ায় রণেষু চ ॥ ৬৮
অপরস্তু রণাষ্টাঙ্গং গুহ্যমেতৎ প্রকীর্ত্তিতম্।
অনেনৈব তু গুহ্যেন বিজয়ী ত্বং ভবিষ্যসি ॥ ৬৯
ইতি নৌ কথিতং সর্ব্বং গুহ্যাদ্ গুহ্যতরং শুভম্।
সুখসম্পৎকরং মন্ত্রং যন্ত্রতন্ত্রসমন্বিতম্ ॥ ৭০
যচ্ছ্রোতুং ত্রিদশাঃ সর্ব্বে নিত্যং বাঞ্ছন্তি চামৃতম্।
তদিদন্তে সমাখ্যাতং পুত্র বেতালভৈরব ॥ ৭১

বৈষ্ণবীতন্ত্রমন্ত্রের যে আটটি অক্ষর আছে, উহাদিগকে ললাটে, মস্তকে, কণ্ঠে, বাহুদ্বয়ে, হস্ততলদ্বয়ে এবং হৃদয়ে কুঙ্কুমরস অথবা লাক্ষার সহিত ঘন চন্দন-দ্বারা লিখিয়া মন্ত্রবিৎ পণ্ডিত মনুষ্য সংযত হইয়া অষ্টমীতে অথবা নবমীতে উক্ত প্রত্যেক স্থানে করন্যাস করিয়া মন্ত্রের আবর্ত্তনপূর্ব্বক আট আটবার জপ করিবে। তদনন্তর শিবার পূজন করিবে। ৬১-৬৪

অনন্তর সেই দিনেই দেবীকে তিন জাতীয় তিনটি বলি প্রদান করিয়া সহস্র-বার মন্ত্র জপ করিতে আরম্ভ করিবে। ৬৫

জপের অবসানে ঘৃত ভোজন করিয়া সংযত হইয়া রাত্রি যাপন করিবে। ৬৬

হে পুত্র! এইরূপ একবার করিলে যুদ্ধে অথবা শাস্ত্রবাদে কখন তাহার পরাজয় হয় না। ৬৭

ক্ষত্রিয় রণকালে একবার এই বিধির অনুষ্ঠান করিয়া সকল যুদ্ধেই সর্ব্বদা বিজয় লাভের নিমিত্ত মন্ত্রাক্ষর উক্ত স্থানে লিখিবে। ৬৮

ইহা যুদ্ধের অপর একটি অষ্টাঙ্গস্বরূপ অতি গুহ্য বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে। এই গুহ্য অনুষ্ঠান দ্বারাই তুমি বিজয় লাভ করিবে। ৬৯

তোমাদের নিকট সকল প্রকারে গুহ্য হইতে গুহ্যতম সুখসম্পৎকর মন্ত্র যন্ত্র ও তন্ত্রের সহিত কীর্ত্তন করিলাম। ৭০

হে পুত্র বেতাল ও ভৈরব! যে অমৃত তুল্য মন্ত্র শ্রবণ করিবার নিমিত্ত দেব-গণও সর্ব্বদা অভিলাষ করেন, আমি তোমাদিগের নিকট তাহার কীর্ত্তন করিলাম। ৭১

এতৎ সর্ব্বং নরো জ্ঞাত্বা তত্ত্বতঃ পুত্র ভৈরব।
সকামানখিলান্ প্রাপ্য নিত্যং কৈবল্যমাপ্নুয়াৎ ॥ ৭২
শৃণোতি যঃ সকৃদিদং কথ্যমানো দ্বিজোত্তমৈঃ।
ন তস্য বিঘ্না জায়ন্তে নাপুত্রঃ স চ জায়তে ॥ ৭৩
দীর্ঘায়ুর্বলযুক্তশ্চ নিত্যং প্রমুদিতঃ কৃতী।
বাঞ্ছিতার্থমবাপ্নোতি দেবী গৃহমবাপ্নুয়াৎ ॥ ৭৪
গচ্ছতং কামরূপান্তঃপীঠং নীলাচলাহ্বয়ম্।
কামাখ্যানিলয়ং গুহ্যং কুব্জিকাপীঠসংজ্ঞকম্ ॥ ৭৫
আকাশগঙ্গা যত্রাস্তি তজ্জলৈরভিষিচ্য চ।
তত্র রাধয়তং পুত্রৌ মহামায়াং জগন্ময়ীম্।
সা প্রসন্না চিরাদ্দেবী বরদা নৌ ভবিষ্যতি ॥ ৭৬

ঔর্ব্ব উবাচ—

ইত্যুক্ত্বা বৃষভারূঢ়স্তদা বেতালভৈরবৌ।
স পুত্রৌ তু পরিত্যজ্য তত্রৈবান্তরধীয়ত ॥ ৭৭
ততস্তৌ নাটকং শৈলং পরিত্যজ্য তপস্বিনৌ।
আসেদতুর্মহাত্মানং বসিষ্ঠং ব্রহ্মণঃ সুতম্ ॥ ৭৮
স তু সন্ধ্যাচলগতস্তৌ দৃষ্ট্বা সমুপস্থিতৌ।
সভাজয়ামাস মুনিঃ শিষ্যবত্তৌ হরাত্মজৌ ॥ ৭৯
ততস্তস্যোপদেশেন বসিষ্ঠস্য মহাত্মনঃ।
জগ্মতুস্তৌ মহাশৈলং নীলং কামাখ্যয়াগতম্ ॥ ৮০

হে পুত্র বেতাল ও ভৈরব। যে মনুষ্য এই সকল স্বরূপতঃ জ্ঞাত হয়, সে নিত্য সমুদয় অভিলাষ প্রাপ্ত হইয়া কৈবল্য লাভ করে। ৭২

যে মনুষ্য ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক কথ্যমান ইহাকে একবার মাত্র শ্রবণ করে, তাহার কোন রূপ বিঘ্ন হয় না এবং সে অপুত্রও হয় না। ৭৩

সে মনুষ্য দীর্ঘায়ুঃ, বলযুক্ত, নিত্য প্রমুদিত এবং কৃতী হয় এবং ইহলোকে সমুদয় অভিলষিত প্রাপ্ত হইয়া অন্তে দেবীলোক প্রাপ্ত হয়। ৭৪

তুমি নীলাচলনামক সেই পীঠস্থান কামরূপে গমন কর। ঐ স্থানে কুব্জিকা পীঠনামক কামাখ্যা দেবীর গুহ্য নিলয় আছে। ৭৫

যে স্থানে আকাশগঙ্গা আপনার জলদ্বারা ঐ স্থানকে অভিষিক্ত করিতেছেন, হে পুত্রদ্বয়; সেই স্থানে জগন্ময়ী মহামায়া দেবীর আরাধনা কর। সেই দেবী অচিরে প্রসন্না হইয়া তোমাদিগকে বর প্রদান করিবেন। ৭৬

ঔর্ব্ব বলিলেন,—বৃষবাহন মহাদেব নিজ পুত্র বেতাল ও ভৈরবকে এই কথা বলিয়া সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন। ৭৭

অনন্তর সেই তপস্বী বেতাল ও ভৈরব নাটকশৈল পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মার পুত্র মহাত্মা বসিষ্ঠের নিকট গমন করিল। ৭৮

তখন সন্ধ্যাচল গত সেই মহামুনি বসিষ্ঠ মহাদেবের পুত্র বেতাল ও ভৈরবকে উপস্থিত দেখিয়া শিষ্যের মত তাহাদিগকে সমাদর করিলেন। ৭৯

অনন্তর সেই বেতাল ও ভৈরব মহাত্মা বসিষ্ঠমুনির উপদেশ কামাখ্যাদেবীর আশ্রয় নীলনামক পর্ব্বতে গমন করিল। ৮০

তত্র গত্বা মহাত্মানৌ বৈষ্ণবীতন্ত্রগোচরম্ ।
আদায় জাতাং তাং দেবীং মহামায়াং জগন্ময়ীম্ ॥ ৮১
ভৈরবাখ্যস্য লিঙ্গস্য নিকটস্থৌ শিবাত্মনঃ ।
আকাশগঙ্গামাপ্লাব্য স্থণ্ডিলে মণ্ডলোত্তমম্ ॥ ৮২
বিধায় নরশার্দ্দূলৌ জেপতুর্মন্ত্রমুত্তমম্ ।
তং জপ্ত্বা বিধিবন্মন্ত্রং সিদ্ধমষ্টাক্ষরাত্মকম্ ॥ ৮৩
বেতালস্য তথাসাধ্যমষ্টলক্ষাণি সংখ্যয়া ।
ত্রিভির্বর্ষৈস্তু লক্ষাণাং চতুর্ণামস্ততস্ততঃ ॥ ৮৪
ত্রিধাপুরশ্চরণঞ্চ তৌ ভক্ত্যা সমকুর্ব্বতাম্ ।
যদ্‌যদোত্তরতন্ত্রোক্তং কল্পোক্তং পূজনে কৃতম্ ॥ ৮৫
তৎসর্ব্বং চক্রতুস্তৌ তু তং ত্রিহায়ণসংবৃতৌ ।
কামাখ্যা ত্রিপুরাদীনামন্যাসামপি পূজনম্ ॥ ৮৬
সকৃৎ কৃত্বা পীঠযাত্রাং চেরতুর্বিধিবত্তদা ।
এবং তৌ বদ্ধকবচৌ কৃতন্যাসৌ হরাত্মজৌ ॥ ৮৭
সুপ্রীতা চানুজগ্রাহ মহামায়াঽথ তৌ তদা ।
ধ্যানস্থয়োস্তু জপতোর্যজতোশ্চ জগন্ময়ী ॥ ৮৮
শিবলিঙ্গং বিনির্ভিদ্য তদা প্রত্যক্ষতাং গতা ।
তস্যাং বিনির্গতায়াস্তু শিবলিঙ্গং ত্রিধাভবৎ ॥ ৮৯
ভৈরবো ভৈরবী চেতি হেরুকশ্চ তথা ত্রয়ঃ ।
তাং দদর্শ তদা দেবীং বেতালো ভৈরবস্তদা ॥ ৯০
তাং দৃষ্ট্বা চারুসর্ব্বাঙ্গীং পীনোন্নতপয়োধরাম্ ।
বরদাভয়হস্তাঞ্চ সিদ্ধসূত্রাসিধারিণীম্ ॥ ৯১

হে নরশার্দ্দূল ! মহাদেবের পুত্র মহাত্মা বেতাল ও ভৈরব সেই স্থানে গমন করিয়া ভৈরবনামক শিবলিঙ্গের নিকট অবস্থান করত আকাশগঙ্গায় অবগাহন-পূর্ব্বক মৃত্তিকায় একটি উত্তম মণ্ডল নির্ম্মাণ করিয়া ও জগতের অধিষ্ঠাত্রী দেবী জগন্ময়ী মহামায়াকে বৈষ্ণবীতন্ত্র গোচর করিয়া মন্ত্র জপ করিয়াছিল। ৮১-৮৩

বেতালের সাধ্য সেই অষ্টাক্ষরাত্মক সিদ্ধমন্ত্রের তিনবর্ষে অষ্টলক্ষ জপ করিয়া তাহারা ভক্তিপূর্ব্বক চারিলক্ষ মন্ত্র জপের পর তিনবার করিয়া পাঁচটি পুরশ্চরণ করিয়াছিল। তাহারা সেই তিন বৎসরের মধ্যে পূজাবিষয়ে উত্তর তন্ত্র এবং কল্পে যাহা উক্ত হইয়াছে, তাহা সকলই করিয়াছিল। ৮৪-৮৫

কামাখ্যা, ত্রিপুরা এবং অন্যান্য দেবীর একবার করিয়া পূজা করত বিধি-পূর্ব্বক পীঠযাত্রা করিয়াছিল। ৮৬

এইরূপে সেই মহাদেবের পুত্রদ্বয় কবচ ধারণ ও ন্যাস করিয়া সুপ্রীত হইলে মহামায়া তাহাদিগকে অনুগ্রহ করিয়াছিলেন। ৮৭

তাহারা ধ্যানস্থ হইয়া মন্ত্র জপ এবং মনে মনে জগন্ময়ী দেবীর পূজা করিতেছে, এমন সময় মহামায়া শিবলিঙ্গ ভেদ করিয়া তাহাদের প্রত্যক্ষ হইলেন। ৮৮

লিঙ্গ হইতে দেবী নির্গতা হইলে ঐ লিঙ্গ ভৈরব, ভৈরবী এবং হেরুক এই তিন প্রকারে বিভক্ত হইয়াছিল। বেতাল ও ভৈরব তখন সেই দেবীর মূর্ত্তি দর্শন করিয়াছিল। ৮৯-৯০

রক্তপদ্মপ্রতীকাশাং সিতপ্রেতাসনস্থিতাম্।
নিমীল্য নয়নদ্বন্দ্বং তদা বেতালভৈরবৌ ॥ ৯২
ত্রাহি ত্রাহি মহামায়ে উচতুস্তৌ মুহুর্মুহুঃ ॥ ৯৩
ততস্তয়া মহাদেব্যা তেজসাপ্যায়িতৌ তু তৌ।
পস্পর্শ বরহস্তস্য চাগ্রভাগেন বৈষ্ণবী ॥ ৯৪
আপ্যায়িতৌ ততস্তৌ তু স্পৃষ্টাবপি তথা পুনঃ।
আসেদতুশ্চ দেবত্বং মনুষ্যত্বং বিহায় চ ॥ ৯৫
দেবভূতৌ তদা তৌ তু মহামায়াং জগন্ময়ীম্।
স্তুতিভির্নুতিভিশ্চেতি তদা তুষ্টুবতুঃ শিবাম্ ॥ ৯৬

বেতালভৈরবাবূচতুঃ—

জয় জয় দেবি সুরগণার্চ্চিতপাদপঙ্কজে
বিশ্বস্য ভূতিভাবিনি শশিমৌলি-কেলিবিভাবিনি গিরিজে।
নেত্রত্রয়নির্জ্জিতবিবস্বদ্বিধু-বহ্নিকান্তিতুলিতকমলজে।
মধ্যনেত্রনতভ্রূভঙ্গভক্তরক্ত-মতিচয়জ্বায়কবিমলজে ॥ ৯৭
আজ্ঞাচক্রান্তশান্তনবকোটি-করোটিতুল্যকান্ত শান্ত শশধরে।
বহুমায়কায়ভোগযোগতরঙ্গ-সারস্য[১]পদ্মবসুচরে ॥ ৯৮
ত্রিনাড়ীনীতমধ্যবন্ধবিস্ফির-বল্লভশুভসুষুম্নসমাধারপরে।
বিবুধরত্নবিমোদি বিশ্বমূর্ত্তি-মহোময়ানবসি ষট্‌চক্রধরে ॥ ৯৯
আদিষোড়শচক্রচুম্বিতচারুদেহপীনতুঙ্গ-
কুচাচলালিঙ্গিতভূমিমধ্যনাগশাকগতে।
সিদ্ধসূত্রবরাভয়াসিশান্তপাতক-
পঙ্কজাতকমূলমণিচতুর্বাহুযুতে।
জ্ঞানতালকমন্ত্রতন্ত্রযোগিযোগ-
নিবন্ধসারসৃতভঙ্গবিনোদকৃতে।
আত্মতত্ত্বপরৈকশাররত্নহারক-
মুক্তিসূক্তিবিবেকসিতপ্রেতরতে ॥ ১০০
রত্নসারসমস্তসঙ্গতরঙ্গরাগ বিয়োগি মন্ত্রশান্তপুরবিশেষকৃতে।
যোগিনীগণনৃত্যভৃত্যভাবন-নিবন্ধনন্ধহারকঙ্কণমুখ্যভূষণপতে।

সেই দেবীমূর্ত্তি সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দরী, পীনোন্নত-পয়োধরা, বরদাভয়হস্তা, সিদ্ধ-সূত্রধারিণী, রক্তপদ্ম-সদৃশ আভাযুক্ত শ্বেতবর্ণ, প্রেতাসনসংস্থিত এইরূপ দেবী-মূর্ত্তি দর্শন করিয়া সেই বেতাল ও ভৈরব নেত্র নিমীলন করিয়া বারংবার 'মহামায়ে ত্রাহি ত্রাহি' বলিতে লাগিল। ৯১-৯৩

অনন্তর তাহারা মহামায়ার তেজে আপ্যায়িত হইলে সেই বৈষ্ণবী দেবী হস্তের অগ্রভাগ দ্বারা তাহাদের দু'জনকে স্পর্শ করিলেন। ৯৪

সেইরূপ তেজে আপ্যায়িত বেতাল ও ভৈরব মনুষ্যত্ব পরিত্যাগ করিয়া দেবত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল। ৯৫

তাহারা দেবত্ব প্রাপ্ত হইয়া স্তুতি ও প্রণতি করিয়া জগন্ময়ী মহামায়া শিবার স্তব করিয়াছিল। ৯৬

১। ……সারারসাস্তপ্রধ্বংসকরে।

সাট্টহাসবিনোদমোদিত মুক্ত-কেশসুরেশনিবদ্ধদেহপুটে।
দেহি দেবি শোকশোচনবন্ধ-মোচন-পাপশাতনশুদ্ধমতে ॥ ১০১
সর্ব্ববিদ্যাত্মিকাং গুহ্যাং মন্ত্রযন্ত্রময়ীং শিবাম্।
প্রণমামি মহামায়াং লোকে বেদে চ কীর্ত্তিতাম্ ॥ ১০২
পরাপরাত্মিকাং নিত্যাং সাধ্যাধারৈকসংস্থিতাম্।
কামাহ্লাদকরীং কান্তাং ত্বাং নমামি জগন্ময়ীম্ ॥ ১০৩
প্রপঞ্চপরমব্যক্তং জগদেকবিবন্ধিনি।
প্রভাবেনার্দ্ধরক্তাঙ্গি দেবি তুভ্যং নমোঽস্তু তে ॥ ১০৪
কামাখ্যা নিত্যরূপাখ্যা মহামায়া সরস্বতী।
যা লক্ষ্মীর্বিষ্ণুবক্ষঃস্থা নমাবো হ্যচ্যুতাং শিবাম্ ॥ ১০৫
মন্ত্রাণি যস্যাস্তন্ত্রাণি সহস্রাণি চ ষোড়শ।
মন্ত্রযন্ত্রাত্মকে তুভ্যং নমোঽস্তু মম পার্ব্বতি ॥ ১০৬
ইতি স্তুতা ততস্তাভ্যাং মহামায়া জগৎপ্রসূঃ।
উবাচ মুদিতা চেতি বরং বরয়তং যুবাম্ ॥ ১০৭
প্রত্যক্ষতো মহামায়াং পূর্ব্ববদ্ধ্যানগোচরাম্।
তৌ দৃষ্ট্বা ভর্গতনয়ৌ প্রাহতুশ্চেদমুত্তমম্ ॥ ১০৮

বেতালভৈরবাবূচতুঃ—

দেব্যনেন শরীরেণ ভবত্যাঃ শঙ্করস্য চ।
প্রার্থয়ে শাশ্বতীং সেবাং নিত্যং যাবদ্রবিঃ শশী ॥ ১০৯

তাহারা বলিয়াছিল, হে সুরগণার্চ্চিত-পাদপঙ্কজে! বিশ্ব-বিভূতিভাবিনি! * * দেবি! আপনার জয় হউক, আপনার জয় হউক, হে শোকমোচন বন্ধ-মোচন পাপশাতন শুদ্ধমতে! দেবি! আমাকে কৃপা বিতরণ করুন। ৯৭-১০১

হে দেবি! আপনি সর্ব্ববিদ্যাত্মিকা, গুহ্যরূপা, মন্ত্রতন্ত্রময়ী, শিবা, মহামায়া এবং লোকে ও বেদে কীর্ত্তিত আপনাকে নমস্কার করি। ১০২

আপনি পরাপরাস্বরূপা, শুদ্ধা, এক সাধ্যাধারে সংস্থিতা, কামাহ্লাদকরী, কান্তা এবং জগন্ময়ী আপনাকে নমস্কার করি। ১০৩

হে রক্তাঙ্গি দেবি! আপনি এই প্রপঞ্চ পর সুব্যক্ত জগতের এক মাত্র নিবন্ধন হেতু তত্ত্বরূপা আপনাকে নমস্কার করি। ১০৪

হে দেবি! আপনি কামাখ্যা, নিত্যরূপা, মহামায়া সরস্বতী বিষ্ণুর বক্ষঃ-স্থলস্থিত লক্ষ্মী, উদ্যমশালিনী এবং শিবরূপা, আপনাকে নমস্কার। ১০৫

যে ষোড়শ সহস্র মন্ত্র ও তাহার তন্ত্র আছে, আপনি সেই সকলের স্বরূপ; হে পার্ব্বতি! আপনাকে আমার নমস্কার। ১০৬

জগৎপ্রসবিনী মহামায়া তাহাদের দুইজন কর্ত্তৃক এইরূপে স্তুত হইয়া পরম আনন্দিতচিত্তে বলিলেন, তোমরা দুজনে বর প্রার্থনা কর। ১০৭

অনন্তর সেই মহাদেবের পুত্রদ্বয় মহামায়া দেবীকে ধ্যানে যেরূপ দেখিয়াছিল, সেইরূপ প্রত্যক্ষ দেখিয়া বলিতে লাগিল। ১০৮

বেতাল এবং ভৈরব বলিল,—হে দেবি! আমরা এই বর্ত্তমান দেহেই যাবৎ চন্দ্র ও সূর্য্য বর্ত্তমান থাকিবে, তাবৎ আপনার এবং শঙ্করের শাশ্বত সেবা প্রার্থনা করি। ১০৯

নান্যং বরং সাধয়াবো মায়ে ত্বত্তো জগন্ময়ি।
অন্যথা তব ভক্ত্যৈব স্থাস্যাবো গিরিকন্দরে ॥ ১১০
এবমুক্তা ততস্তাভ্যাং মহামায়া জগন্ময়ী।
এবমস্ত্বিতি চোবাচ ভরত্যেবং মুহুর্মুহুঃ ॥ ১১১
এবংসিদ্ধির্জগদ্ধাত্রী প্রোক্তা স্বস্যাথ চুচুকে।
নিষ্পীড্য কারয়ামাস ক্ষীরধারাদ্বয়ং শিবা ॥ ১১২
ততস্তু নিঃসৃতং ক্ষীরং পায়য়ামাস ভৈরবম্।
বেতালঞ্চ মহারাজ পিবতস্তৌ চ তত্তদা ॥ ১১৩
পীত্বা তৌ চ তদা ক্ষীরং দেবত্বং প্রাপ্য শাশ্বতম্।
অজরৌ চামরৌ ভূতৌ মহাতেজস্বিনৌ শুভৌ ॥ ১১৪
তস্যাস্তু ক্ষীরমমৃতং তৎ পীত্বা তৌ মহাবলৌ।
পীযূষপানাৎ সঞ্জাতৌ ততস্তৌ প্রাহ বৈষ্ণবী ॥ ১১৫
গণানাং দেবদেবস্য ভবতশ্চাধিপৌ যুবাম্।
দ্বাঃস্থৌ চ নিত্যমাসন্নৌ নন্দিবদ্ভবতং সুতৌ ॥ ১১৬

ঔর্ব্ব উবাচ—

ইত্যুক্ত্বা হরসম্মত্যা মহামায়া জগন্ময়ী।
যোগিনীগণসংযুক্তা তত্রৈবান্তরধীয়ত ॥ ১১৭
অন্তর্হিতায়াং তস্যাস্তু তদা বেতালভৈরবৌ।
মুদিতৌ পরমপ্রীতৌ কৃতকৃত্যৌ বভূবতুঃ ॥ ১১৮

হে মহামায়ে জগন্ময়ি! আমরা আপনার নিকট হইতে আর অন্য বরের প্রার্থনা করি না। যেন আপনার ভক্ত হইয়াই এই গিরিমন্দিরে স্থিতি করিতে পারি। ১১০

জগন্ময়ী মহামায়া দেবী তাহাদের দুইজন কর্ত্তৃক এইরূপে উক্ত হইয়া বারংবার এইরূপ হউক এইরূপ হউক, বলিতে লাগিলেন। ১১১

সেই শিবদায়িনী জগদ্ধাত্রী দেবী এই কথা বলিয়া নিজের স্তনদ্বয়ের অগ্রভাগ নিষ্পীড়ন করিয়া দুইটি দুগ্ধধারা নিঃসারিত করিলেন। ১১২

হে মহারাজ। সেই নিঃসৃত দুগ্ধ বেতাল এবং ভৈরবকে পান করিতে বলিলেন এবং তাহারাও উহা পান করিল। ১১৩

বেতাল ও ভৈরব সেই দুগ্ধ পান করিয়া শাশ্বত দেবত্ব প্রাপ্ত হইয়া মহাতেজস্বী, অজর এবং অমর হইয়াছিল। ১১৪

ভগবতীর স্তন্যদুগ্ধই অমৃত, তাহা পান করিয়া সেই মহাবল বেতাল ও ভৈরব অমৃতপায়ী হইয়াছিল। ১১৫

তখন বৈষ্ণবী দেবী তাহাদিগকে বলিয়াছিলেন,—হে পুত্রদ্বয়! তোমরা দেব দেব মহাদেবের গণের অধীশ্বর হইয়া নন্দীর ন্যায় নিত্য আসন্নদ্বারস্থিত হও। ১১৬

ঔর্ব্ব বলিলেন,—মহাদেবের সম্মতিক্রমে জগন্ময়ী মহামায়া এই কথা বলিয়া যোগিনীগণে পরিবৃত হইয়া সেই স্থানেই অন্তর্হিতা হইলেন। ১১৭

ভগবতী অন্তর্হিতা হইলে সেই বেতাল ও ভৈরব আনন্দিত, অতিশয় প্রীত এবং কৃতকৃত্য হইয়াছিল। ১১৮

অথাগচ্ছদ্দেবগণৈঃ সার্দ্ধং সপ্রমথো হরঃ।
ভোজয়িতুমত্যর্থং পুত্রৌ বেতালভৈরবৌ ॥ ১১৯
তাবাসাদ্য মহাদেবস্তদা নীলাহ্বয়ং গিরিম্।
সকলং দর্শয়ামাস পীঠন্তু স্থানভেদতঃ ॥ ১২০
কামাখ্যায়া গুহাং তত্র দর্শয়িত্বা মনোভবাম্।
ততঃ স্বীয়াং কামগুহাং ছায়াচ্ছত্রং স্বমালয়ম্ ॥ ১২১
স্বকীয়ং পঞ্চমূর্ত্তীনাং সংস্থানঞ্চাপ্যদর্শয়ৎ।
কামরূপস্থ সকলং পীঠং দেবময়ং তথা ॥ ১২২
প্রত্যেকং দর্শয়ামাস ক্রমতস্ত্রিপুরান্তকঃ।
প্রথমং করতোয়াখ্যাং সত্যগঙ্গাং সদাশিবাম্।
পুণ্যতোয়ময়ীং শুদ্ধাং দক্ষিণাব্ধ্যেকগামিনীম্ ॥ ১২৩

ইতি শ্রীকালিকাপুরাণে বেতাল-ভৈরবয়োঃ সিদ্ধিলাভো
নাম ষট্‌সপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭৬

অনন্তর পুত্র বেতাল ও ভৈরবকে সভাজন করিবার নিমিত্ত ভগবান্ হর, প্রমথ ও দেবগণের সহিত সেই স্থানে আগমন করিয়াছিলেন। ১১৯

মহাদেব নীলনামক পর্ব্বতে বেতাল ও ভৈরবকে প্রাপ্ত হইয়া সমুদয় পীঠ স্থান এক এক করিয়া দর্শন করাইয়াছিলেন। ১২০

প্রথমে মনোভবা কামাখ্যার গুহা দেখাইয়া, তাহার পর নিজের কাম গুহা, ছায়া, ছত্র, স্বকীয় আলয় দেখাইয়াছিলেন। ১২১

স্বকীয় পঞ্চমূর্ত্তির সংস্থানও দেখাইয়াছিলেন। অনন্তর ত্রিপুরান্তকারী মহাদেব সেই বেতাল ও ভৈরবকে ক্রমশঃ কামরূপস্থ সমুদয় পীঠ-দেবতা একে একে দেখাইয়াছিলেন। ১২২

প্রথমে দক্ষিণ সমুদ্রগামিনী, পুণ্যতোয়া শুদ্ধা সদা শিবদায়িনী করতোয়া নাম্নী সত্যগঙ্গা দেখাইয়াছিলেন। ১২৩

ষট্‌সপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৭৬

সপ্তসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ

ঔর্ব্ব উবাচ—

ততস্তু কামরূপস্য বায়ব্যাং ত্রিপুরান্তকঃ।
আত্মনো লিঙ্গমতুলং জল্পীশাখ্যং ব্যদর্শয়ৎ ॥ ১
যত্র নন্দী সমারাধ্য মহাদেবং জগৎপতিম্।
অভিন্নেন শরীরেণ গাণপত্যমবাপ্নুয়াৎ ॥ ২
নন্দিকুণ্ডং মহাকুণ্ডং যত্র নন্দী পুরাকরোৎ।
অভিষেকং লব্ধবরং পীতং তোয়মনুত্তমম্ ॥ ৩
তত্র স্নাত্বা চ পীত্বা চ কৃতকৃত্যো নরোত্তমঃ।
হরস্য সদনং যাতি নন্দিনোঽপি মহাশ্রিয়ঃ ॥ ৪
তস্যাসন্নে মহাদেবীং নাতিদূরে ব্যবস্থিতাম্।
সিদ্ধেশ্বরীং যোনিরূপাং মহামায়াং জগন্ময়ীম্ ॥ ৫
ত্র্যম্বকো দর্শয়ামাস ভৈরবায় মহাত্মনে।
যত্র নন্দী মহামায়ামাজ্ঞয়া শশিধারিণঃ ॥ ৬
স্তুতিভির্নতিভিঃ পূজ্য গাণপত্যমবাপ্নুয়াৎ।
সুবর্ণমানসর্ব্বত্র নদমুখ্যো মনোহরঃ ॥ ৭
নন্দিনোঽনুগ্রহায়াশু মানসাখ্যং সরস্তু তৎ।
আগতঞ্চাজ্ঞয়া শম্ভোঃ পূর্ব্বমেব তপস্যতঃ ॥ ৮
জটোদ্ভবা তত্র নদী হিমবৎপ্রভবা শুভা।
যস্যাং স্নাত্বা নরঃ পুণ্যমাপ্নোতি জাহ্নবীসমম্ ॥ ৯

কামরূপ প্রদর্শন—জল্পীশলিঙ্গমাহাত্ম্য

ঔর্ব্ব বলিলেন,—তাহার পর কামরূপের বায়ুকোণে মহাদেব জল্পীশনামক আপনার লিঙ্গ দেখাইয়াছিলেন। ১

যে স্থানে নন্দী জগৎপতি মহাদেবের আরাধনা করিয়া, এক শরীরেই গাণপত্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ২

তাহার পর নন্দিকুণ্ড, যে স্থলে পূর্ব্বে নন্দী তপশ্চর্য্যা করিয়াছিলেন, সেই পবিত্র জলশালী সর্ব্বোত্তম লব্ধবরনামক অভিষেকজলাশয়। ৩

যেখানে স্নান করিয়া ও যাহার জল পান করিয়া মনুষ্য কৃতকৃত্য হয় এবং নন্দীর সমান প্রিয় হইয়া মহাদেবের সদনে গমন করে। ৪

তাহার অদূরে অবস্থিত সিদ্ধেশ্বরী জগন্ময়ী যোনিরূপা মহাদেবীকে—মহাদেব, মহাত্মা ভৈরবকে দেখাইলেন। ৫

যেখানে নন্দী মহাদেবের আজ্ঞায় স্তুতি এবং নুতি দ্বারা মহামায়ার আরাধনা করিয়া, গণের আধিপত্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ৬

ঐ স্থানে সুবর্ণমানস নামে মনোহর একটি নদ আছে। ঐ নদ স্বয়ং মানস সরোবর, পূর্ব্বকালে মহাদেবের আজ্ঞায় তপশ্চরণকারী নন্দীর উপর অনুগ্রহ করিবার নিমিত্ত ঐ স্থানে আসিয়াছিল। ৭

সেই স্থানে হিমালয় হইতে নিঃসৃত শুভরূপা জটোদ্ভবা নামে নদী আছে, যে নদীতে স্নান করিয়া মনুষ্য গঙ্গাতুল্য পুণ্য লাভ করে। ৮

গৌরীবিবাহসময়ে সর্ব্বৈর্মাতৃগণৈঃ কৃতঃ।
জলাভিষেকো ভর্গস্য জটাজূটেষু যঃ পুরা ॥ ১০
তৈস্তোয়ৈরভবদ্ যস্মাজ্জটোদাখ্যা নদী ততঃ।
চৈত্রে মাসি সিতাষ্টম্যাং স্নাত্বা যস্যাং নরো ব্রজেৎ ॥ ১১
পূর্ণায়ুর্ব্বৈ নরশ্রেষ্ঠ শিবস্য সদনং প্রতি।
দ্বাপারস্য তু যা গঙ্গা ত্রিঃস্রোতাখ্যা সরিদ্বরা ॥ ১২
হিমবৎপ্রভবা শুদ্ধচন্দ্রবিম্বাদ্বিনির্গতা।
যস্যাং স্নাত্বা মহামাঘ্যাং মাতৃযোনৌ ন জায়তে ॥ ১৩
চন্দ্রসূর্য্যগ্রহে স্নাত্বা কৈবল্যং প্রাপ্নুয়ান্নরঃ।
সিতপ্রভা নাম নদী মহাদেবাবতারিতা ॥ ১৪
হিমবৎপ্রভবা সাপি সিতা দক্ষসমুদ্রগা ॥ ১৫
তস্যাং দশহরায়াস্তু দশম্যাং শুক্লপক্ষকে।
স্নাত্বা বিষ্ণুগৃহে যাতি নরো বৈ মুক্তপাতকঃ।
নবতোয়া নাম নদী ততঃ পূর্ব্বস্থিতা পুরা ॥ ১৬
নবং নবং নবং নিত্যং কুর্ব্বন্তী সা পুনাতি হি।
নবতোয়া ততঃ প্রোক্তা হিমবৎ প্রভবৈব সা ॥ ১৭
তস্যাং স্নাত্বা মহামাঘ্যাং নরো গচ্ছতি দেবতাম্।
সম্পূর্ণমাঘমাসন্তু স্নাত্বা বিষ্ণুগৃহং ব্রজেৎ ॥ ১৮
তাসাং নদীনান্তু পতিরগদো নাম বৈ নদঃ।
পীঠপূর্ব্বে স্থিতঃ পুণ্যো ব্রহ্মপাদসমুদ্ভবঃ ॥ ১৯

পূর্ব্বে গৌরীর বিবাহ সময়ে সমুদয় মাতৃগণ মহাদেবের জটাজুটে জলাভিষেক করিয়াছিলেন। ১০

সেই জল একত্র হইয়া নদীরূপে পরিণত হইয়াছিল বলিয়া ঐ নদী জটোদা নামে বিখ্যাত। হে নরশ্রেষ্ঠ! চৈত্র মাসের শুক্লপক্ষের অষ্টমী তিথিতে ঐ নদীতে স্নান করিয়া মনুষ্য দীর্ঘায়ু হয় ও মহাদেবের সদনে গমন করে। দ্বাপরযুগে ত্রিঃস্রোতানামে যে সরিৎশ্রেষ্ঠা গঙ্গা ছিল। ১১-১২

সেই শুক্লা নদী হিমালয়-নির্গত এবং চন্দ্রবিম্ব হইতে উৎপন্ন। এই নদীতে মহামাঘীর দিনে স্নান করিলে মনুষ্যের পুনর্ব্বার আর মাতৃগর্ভে জন্ম হয় না।১৩

চন্দ্র ও সূর্য্য গ্রহণের দিবস স্নান করিলে মনুষ্য কৈবল্য প্রাপ্ত হয়। সিতপ্রভা নামে একটি নদী আছে, উহা মহাদেবকর্ত্তৃক মর্ত্ত্যলোকে অবতারিত হইয়াছে, উহার জল শ্বেতবর্ণ এবং গতি দক্ষিণ সমুদ্র অবধি। ১৪-১৫

শুক্লপক্ষে দশহরা নামক দশমী তিথিতে ঐ নদীতে স্নান করিয়া মনুষ্য পাপ বিমুক্ত হইয়া বিষ্ণুগৃহে গমন করে। উহা হইতে কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে নবতোয়া নামে নদী অবস্থিত। ১৬

উহা প্রতিক্ষণ মনুষ্যকে নূতন নূতন করিয়া পবিত্র করে। এই নিমিত্ত উহা নবতোয়া নামে অভিহিত হয়। ১৭

মহামাঘীতে মনুষ্য উহাতে স্নান করিয়া দেবত্ব লাভ করে এবং সম্পূর্ণ মাঘমাস অবিচ্ছেদে স্নান করিয়া বিষ্ণুগৃহে গমন করে। ১৮

ঐসকল নদীর পতি অগদ নামক একটি নদ আছে, উহা পূর্ব্বপীঠে অবস্থিত, পবিত্র এবং ব্রহ্মপাদ হইতে উৎপন্ন। ১৯

হিমবৎপ্রভবঃ সোঽপি দেবগন্ধর্ব্বসেবিতঃ।
তত্র স্নাত্বা চ পীত্বা চ নরো ব্রহ্মগৃহং ব্রজেৎ ॥ ২০
কার্ত্তিকং সকলং মাসং যোগদাখ্যে মহানদে।
স্নানং করোতি মনুজস্তস্য পুণ্যফলং শৃণু ॥ ২১
ইহলোকে ত্বরোগঃ স প্রাপ্য চৈবোত্তমং সুখম্।
শেষে ব্রহ্মগৃহং প্রাপ্য ততো মোক্ষমবাপ্নুয়াৎ ॥ ২২
নন্দিকুণ্ডে নরঃ স্নাত্বা নক্তং কুর্য্যাস্তদা নিশি।
ততঃ পরস্মিন্ দিবসে গচ্ছেজ্জল্পীশমন্দিরম্ ॥ ২৩
তত্র স্নাত্বা মহানদ্যাং জল্পীশং প্রতিপূজ্য চ।
তস্যাং নিশি হবিষ্যাশী সংযতস্তাং নিশাং নয়েৎ ॥ ২৪
ততোঽনুদিবসে প্রাপ্তে গচ্ছেৎ সিদ্ধেশ্বরীং শিবাম্।
তাং পূজয়েত্তথাষ্টম্যামুপবাসং তথাচরেৎ ॥ ২৫
চতুর্ভুজা তু সা দেবী পীনোন্নতপয়োধরা।
সিন্দূরপুঞ্জসঙ্কাশা ধত্তে কর্ত্রীঞ্চ খর্পরম্ ॥ ২৬
দক্ষিণে বামবাহুভ্যামভীতিবরদায়িনী।
জটামণ্ডিতশীর্ষা চ রক্তপদ্মোপরিস্থিতা ॥ ২৭
পঞ্চাক্ষরজপাস্তাদির্মন্ত্রেঽস্যাঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
কামাখ্যাতন্ত্রমেবাস্যাঃ পূজনে তন্ত্রমীরিতম্ ॥ ২৮
এবং কৃত্বা নরো ধীরঃ পুনর্যোনৌ ন জায়তে ॥ ২৯
জামদগ্ন্যভয়াদ্ভীতাঃ ক্ষত্রিয়াঃ পূর্ব্বমেব যে।
ম্লেচ্ছচ্ছদ্মান্যুপাদায় জল্পীশং শরণং গতাঃ ॥ ৩০

সেই দেব ও গন্ধর্ব্ব-সেবিত নদ হিমালয় হইতে নির্গত হইয়াছে, উহাতে স্নান করিলে এবং উহার জল পান করিলে মনুষ্য ব্রহ্মগৃহে গমন করে। যে মনুষ্য সমস্ত কার্ত্তিকমাস অবিচ্ছেদে অগদনামক মহানদে স্নান করে, তাহার পুণ্যফল শ্রবণ কর। ২০-২১

সে মনুষ্য ইহলোকে নীরোগ হইয়া সকল প্রকার সুখভোগ করিয়া পরকালে দেবগৃহে গমন করে এবং অবশেষে মোক্ষপ্রাপ্ত হয়। ২২

মনুষ্য নন্দিকুণ্ডে স্নান করিয়া রাত্রে নক্তব্রত করিবে। তাহার পর দিন জল্পীশ দেবের মন্দিরে গমন করিবে। ২৩

সেই স্থানে মহানদীতে স্নান করিয়া এবং জল্পীশ লাভ করিয়া হবিষ্যাশী হইয়া সেই রাত্রি যাপন করিবে। ২৪

অনন্তর দিবা আগত হইলে শিবদায়িনী সিদ্ধেশ্বরী দেবীর মন্দিরে গমন করিবে। অষ্টমীতে তাঁহার পূজা ও উপবাস করিবে। ২৫

সেই দেবী চতুর্ভুজা, পীনোন্নতপয়োধরা, সিন্দূরপুঞ্জসদৃশ আভাশালিনী এবং দক্ষিণ বাহুদ্বয়ে কর্ত্রী ও খর্পরধারিণী। ২৬

বাম-বাহুযুগলে অভীতি ও বরদায়িনী, মস্তকে জটাধারিণী, আর রক্তবর্ণ প্রেতের উপর অবস্থিতা। ২৭

ইহাঁর মন্ত্র পঞ্চাক্ষর ও কামাখ্যাতন্ত্র অনুসারেই ইহাঁর পূজা হইয়া থাকে। বিধানপূর্ব্বক ইহাঁর পূজা করিলে মনুষ্য পুনর্ব্বার আর যোনিতে জন্ম গ্রহণ করে না। ২৮-২৯

তে ম্লেচ্ছবাচঃ সততমার্য্যবাচশ্চ সর্ব্বদা।
জল্পীশং সেবমানাস্তে গোপায়ন্তি চ তং হরম্ ॥ ৩১
ত এব তু গুণাস্তস্য মহারাজমনোহরাঃ।
তোষয়িত্বা তথা সর্ব্বান্ জল্পীশং পূজয়েন্নরঃ ॥ ৩২
বরদাভয়হস্তোঽয়ং দ্বিভুজঃ কুন্দসন্নিভঃ।
তৎপুরুষস্য তু মন্ত্রেণ পূজয়েদ্দেবমুত্তমম্ ॥ ৩৩
এবং পুণ্যকরঃ পীঠো জল্পীশস্য মহাত্মনঃ।
এবং জ্ঞাত্বা নরো যাতি শঙ্করস্য পুরং প্রতি ॥ ৩৪

ইতি শ্রীকালিকাপুরাণে সপ্তসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭৭ ॥

অষ্টসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

এতচ্ছ্রুত্বা তু সংবাদমুত্তমং শঙ্করস্য চ।
ভৈরবস্য তু বেতালসহিতস্য মহাত্মনঃ ॥ ১
ভূয়শ্চ সগরো রাজা মুনির্মৌর্ব্বং মহামতিম্।
পপ্রচ্ছ মোদসংহৃষ্টঃ সুনৃতং চেদমুত্তমম্ ॥ ২

সগর উবাচ—

বিচিত্রমিদমাখ্যাতং ভগবন্মুনিসত্তম।
কামরূপস্য পীঠস্য সংস্থানং নির্ণয়ং তথা ॥ ৩

পূর্ব্বে জামদগ্ন্যের ভয়ে ভীত কতকগুলি ক্ষত্রিয় ম্লেচ্ছত্ব প্রাপ্ত হইয়া জল্পীশের শরণাগত হইয়াছিল। ৩০

তাহারা জল্পীশ দেবের সেবা করত সর্ব্বদা ম্লেচ্ছভাষায় কথাবার্ত্তা কহিয়া এবং আর্য্যভাষা পরিত্যাগ করিয়া জল্পীশ দেবকে গোপন করিয়া রাখে। ৩১

হে মহারাজ! তাহারা জল্পীশ দেবের গণস্বরূপ হইয়াছে, অতএব তাহাদিগের সকলকে সন্তুষ্ট করিয়া জল্পীশ দেবের পূজা করিবে। ৩২

এই জল্পীশ বরদাভয়হস্ত কুন্দতুল্য শ্বেতবর্ণ। ইহাঁকে তৎপুরুষের মন্ত্রে পূজা করিবে। ৩৩

জল্পীশ দেবের পীঠ অতি পুণ্যকর। যে মনুষ্য ইহার বিষয় সম্যক্ বিদিত হয়, সে মহাদেবের গৃহে গমন করে। ৩৪

সপ্তসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৭৭

অষ্টসপ্ততিতম অধ্যায়

নৈর্ঋতাদিভাগের নির্ণয়

মহারাজ সগর মহাত্মা বেতাল ভৈরব ও শঙ্করের পরস্পর এই কথোপকথন শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্টচিত্তে পুনর্ব্বার মহাদ্যুতি ঔর্ব্ব মুনিকে অতিশয় প্রিয় বচনে জিজ্ঞাসা করিলেন। ১-২

ভূয়শ্চ শ্রোতুমিচ্ছামি বিস্তরেণ মহামতে।
বায়ব্যস্যাথ মধ্যস্য পূর্ব্বভাগস্য নির্ণয়ম্ ॥ ৪
যথা যস্মিন্ নিষ্ঠিতোঽস্তি মহাদেবোঽম্বিকা তথা।
তৎসর্ব্বং মুনিশার্দ্দূল কথয় শ্রোতুমুৎসহে ॥ ৫

ঔর্ব্ব উবাচ—

উক্তো বায়ব্যভাগস্য নির্ণয়ো নৃপসত্তম।
নৈর্ঋত্যোত্তরমধ্যাদ্রেঃ শৃণ্বিদানীং বিনির্ণয়ম্ ॥ ৬
বহুরোকা নাম নদী করতোয়া প্রদক্ষিণে।
উত্তরস্রাবণী চাস্তে তৎপূর্ব্বং কামরূপকম্ ॥ ৭
সুরসো নাম জীমূতঃ কামরূপং ততঃ স্থিতঃ।
নিঃসৃতা বহুরোকেতি নদী তস্মাৎ বৃষপ্রদা ॥ ৮
আসন্নে সুরসাখ্যস্য শিবলিঙ্গো মহাবৃষঃ।
মাহেশ্বরী তত্র দেবী যোনিমণ্ডলরূপিণী ॥ ৯
স্নাত্বা তু বহুরোকায়ামারুহ্য সুরসাচলম্।
মহাবৃষং পূজয়িত্বা মহাদেবীং মহেশ্বরীম্ ॥ ১০
ধূতপাপো জিতদ্বন্দ্বঃ পুনর্যোনৌ ন জায়তে।
চতুর্ভুজো বৃষারূঢ়ো বরদাভয়শূলধৃক্।
শুদ্ধস্ফটিকসঙ্কাশো জটাবান্ স মহাবৃষঃ ॥ ১১
অঘোরস্য তু মন্ত্রেণ পূজাস্য পরিকীর্ত্তিতা ॥ ১২

হে ভগবন্ মুনিসত্তম! আপনি কামরূপপীঠের সংস্থান ও নির্ণয় বিষয়ে অতি বিচিত্র কথা বলিলেন। ৩

হে মহামতে! আমি পুনর্ব্বার বায়ব্য মধ্য এবং পূর্ব্বভাগের নির্ণয় শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি। ৪

হে মুনিশার্দ্দূল! সেস্থানে মহাদেব এবং অম্বিকা কি ভাবে অবস্থিত, তাহা আমাকে বিস্তারপূর্ব্বক কীর্ত্তন করুন, আমার শুনিতে বড় উৎসাহ হইতেছে। ৫

ঔর্ব্ব বলিলেন,—হে নৃপসত্তম! বায়ব্য ভাগেরও নির্ণয় উক্ত হইয়াছে, এক্ষণে নৈর্ঋত, উত্তর এবং মধ্যাদির নির্ণয় শ্রবণ কর। ৬

বহুরোকা করতোয়া নামে উত্তরস্রাবিণী যেখানে প্রদক্ষিণ ভাবে আছে, সেই সকল ক্ষেত্র কামরূপের অন্তর্গত। ৭

কামরূপের মধ্যে সুরস নামে পর্ব্বত আছে, তাহা হইতে এই ধর্ম্মপ্রদা বহুরোকা নামে নদী নিঃসৃত হইয়াছে। ৮

সুরসের সমীপে মহাবৃষ নামে একটি শিবলিঙ্গ আছে, সেই স্থানে যোনিমণ্ডলরূপিণী মহেশ্বরী দেবীও অবস্থান করেন। ৯

বহুরোকা নদীতে স্নান ও সুরথ পর্ব্বতে আরোহণ করিয়া মহাবৃষ এবং মহেশ্বরী দেবীকে পূজা করিলে সকল পাপ বিনষ্ট হয়। ১০

স্বর্গ প্রাপ্তি হয়, পুনর্ব্বার আর যোনিমণ্ডলে জন্ম হয় না এবং সেই মহাবৃষ দেব চতুর্ভুজ, বৃষারূঢ়, বর, অভয় এবং শূলধারী। তাঁহার শরীরকান্তি শুদ্ধ স্ফটিকের মত, পরিধানে চর্ম্ম এবং মস্তক জটাভারে মণ্ডিত। ১১

অঘোর মন্ত্রদ্বারাই ইঁহার পূজা পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে। ১২

কামেশ্বর্য্যাঃ স্বরূপন্তু মাহেশ্বর্য্যাঃ প্রকীর্ত্তিতম্ ।
পূজাপি যদ্বদেবাস্যা-স্তদ্বৎফলপ্রদায়িকা ॥ ১৩
তত্র বসিষ্ঠকুণ্ডন্তু বসিষ্ঠমুনিসেবিতম্ ।
যত্র স্থিতো বসিষ্ঠস্তু নরকেণ নিবারিতঃ ॥ ১৪
অপ্রাপ্য গন্তুং জীমূতং নীলাখ্যং বাশপত্তু তম্ ॥ ১৫
স্বস্নানার্থং কৃতং তত্র কুণ্ডং দেবগণার্চ্চিতম্ ।
তত্র স্নাত্বা নরো যাতি নাকপৃষ্ঠং যথেচ্ছয়া ॥ ১৬
সুরসস্য চ পূর্ব্বস্যাং কৃত্তিবাসাহ্বয়ো গিরিঃ ।
কৃত্তিবাসাঃ স্বয়ং তত্র সত্যা সহাবসৎ পুরা ॥ ১৭
চন্দ্রিকাখ্যা নদী যত্র তস্যাং স্নাত্বা দিবং ব্রজেৎ ॥ ১৮
চন্দ্রিকায়াং নরঃ স্নাত্বা সম্পূজ্য কৃত্তিবাসসম্ ।
ভাদ্রশুক্লচতুর্থ্যান্তু নিষ্কলঙ্কো ভবেন্নরঃ ॥ ১৯
(পূর্ণভাদ্রপদং মাসং চন্দ্রিকায়াং নরোত্তমঃ ।
স্নাত্বা গচ্ছতি ভূতেশং দৃষ্ট্বৈব কৃত্তিবাসসম্ ।) *
উত্তরস্রাবিণীং নিত্যং চন্দ্রিকাখ্যা সরিদ্বরা ॥ ২০
নাতিদূরে চন্দ্রিকায়াঃ পূর্ব্বস্যাং দিশি ফেনিলা ।
সংজ্ঞয়া সা সরিচ্ছ্রেষ্ঠা শতানন্দাবতারিতা ॥ ২১
ব্রহ্মণো দুহিতা সা তু গঙ্গা পর্ব্বতসম্ভবা ॥ ২২
ফেনিলায়াং নরঃ স্নাত্বা ব্রহ্মোত্থানদিনে পুনঃ ।
ফাল্গুনে মাসি নরকং জিত্বা স্বর্গমবাপ্নুয়াৎ ॥ ২৩

মাহেশ্বরী ও কামেশ্বরীর স্বরূপ একই প্রকার। তাঁহাদের উভয়ের পূজাও একরূপ এবং উভয়েই সমান ফল প্রদান করেন। ১৩

সেই স্থানে বসিষ্ঠমুনি নির্ম্মিত একটি বসিষ্ঠ কুণ্ড আছে, যে স্থানে বসিষ্ঠঋষি নরককর্ত্তৃক কামরূপ গমনে অবরুদ্ধ হইয়াছিলেন। ১৪

বসিষ্ঠ নীল পর্ব্বতে যাইতে না পারিয়া সেই নরককে শাপ দিয়াছিলেন।১৫

তিনি আপনার স্নানের নিমিত্ত সেই স্থানেই দেবগণের পূজ্য একটী কুণ্ড নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। এই কুণ্ডে যথেচ্ছাক্রমে স্নান করিলেও মনুষ্য স্বর্গে গমন করে। ১৬

সুরসের পূর্ব্বদিকে কৃত্তিবাসা নামে একটি পর্ব্বত আছে। সেস্থানে পূর্ব্বে কৃত্তিবাস সতীর সহিত বাস করিয়াছিলেন। ১৭

সেই স্থানে চন্দ্রিকা নামে একটি নদী আছে। ১৮

মনুষ্য ভাদ্রমাসের শুক্লপক্ষের চতুর্থী তিথিতে চন্দ্রিকা নদীতে স্নান করিয়া কৃত্তিবাস মহাদেবকে পূজা করিলে কলঙ্কশূন্য হয়। ১৯

সেই সরিৎশ্রেষ্ঠা চন্দ্রিকা সর্ব্বদা উত্তর স্রাবিণী। ২০

চন্দ্রিকার অনতিদূরে পূর্ব্বদিকে শতানন্দা নামে একটি নদী আছে। ২১

ঐ নদী ব্রহ্মার দুহিতা এবং গঙ্গা পর্ব্বত হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। ২২

মনুষ্য ফেনিলায় ফাল্গুনমাসে পূর্ণিমার দিন স্নান করিলে নরক জয় করিয়া স্বর্গ প্রাপ্ত হয়। ২৩

---

* ক্বচিদয়মধিকঃ।

ততঃ সিতাহ্বয়া পূর্ব্বং সরিদুত্তরগামিনী।
তস্যাং স্নাত্বা মহাচৈত্র্যাং গঙ্গাস্নানফলং লভেৎ ॥ ২৪
ততঃ পূর্ব্বং সুমদনা যোজনদ্বিতয়ান্তরে ॥ ২৫
নদী জনকরাজেন সমারাধ্য বৃষধ্বজম্।
হিতায় ভৈরবাখ্যস্য সুতীক্ষ্ণাদবতারিতা ॥ ২৬
সুতীক্ষ্ণং গিরিমারুহ্য স্নাত্বা সুমদনাজলে।
মাঘশুক্লচতুর্থ্যাস্তু পূজয়িত্বা মহেশ্বরম্।
সম্প্রাপ্য সকলান্ কামান্ শিবলোকায় গচ্ছতি ॥ ২৭
এতা নদ্যঃ কামরূপৈর্নৈর্ঋত্যামুত্তরস্রবাঃ।
পীঠস্য পূর্ব্বতস্তত্র ত্রিপুরা যত্র পূজ্যতে ॥ ২৮
এবং তে কথিতং রাজন্ মহাপুণ্যদমুত্তমম্।
কামরূপস্য নৈর্ঋত্যাং যত্র শম্ভুঃ সদাম্বিকা ॥ ২৯
পুনরেব মহারাজ যা নদ্যো দক্ষিণস্রবাঃ।
হিমবৎপ্রভবা যাতাঃ ক্রমশঃ শৃণু ভূপতে ॥ ৩০
অগদস্য নদস্যোর্দ্ধং ভদ্রাখ্যা তু মহানদী।
ভাদ্রে কৃষ্ণচতুর্দ্দশ্যাং যস্যাং স্নাত্বা দিবং ব্রজেৎ ॥ ৩১
ততঃ পূর্ব্বসুভদ্রাখ্যা নদী পুণ্যতমা সদা।
বৈশাখস্য তৃতীয়ায়াং যস্যাং স্নাত্বা দিবং ব্রজেৎ ॥ ৩২
ততস্তু মানসা নাম নদী পুণ্যতমা মতা।
সরসো মানসাখ্যাত্তু তৃণবিন্দ্ববতারিতা ॥ ৩৩

তাহার পূর্ব্বদিকে উত্তরগামিনী সিতা নামে নদী আছে, যেখানে মনুষ্য চৈত্রমাসে পূর্ণিমায় স্নান করিয়া গঙ্গাস্নানের ফল লাভ করে। ২৪

তাহার পূর্ব্বে যোজনদ্বয়ের মধ্যে সুমদনা নামে নদী আছে, মহারাজ জনক বৃষভধ্বজের আরাধনা করিয়া ভৈরবের হিতের নিমিত্ত সুতীক্ষ্ণ পর্ব্বত হইতে এই নদীকে অবতারিত করিয়াছেন। ২৫-২৬

মাঘ মাসে শুক্ল চতুর্থীর দিন সুতীক্ষ্ণ পর্ব্বতে আরোহণ এবং সুমদনার জলে স্নান করিয়া মনুষ্য সকল কাম প্রাপ্ত হইয়া শিবলোকে গমন করে। ২৭

কামরূপের নৈর্ঋত কোণে এই সকল উত্তরবাহিনী নদী আছে, ত্রিপুরা দেবীর পূজার পীঠ তাহার পূর্ব্বদিকে। ২৮

হে রাজন্! যেখানে শম্ভু এবং অম্বিকা সর্ব্বদা অবস্থিত, কামরূপের সেই পুণ্যপ্রদ নৈর্ঋত প্রদেশের বিষয় বলিলাম। ২৯

হে ভূপতে! হে মহারাজ! হিমালয় হইতে প্রসূত যে সকল দক্ষিণবাহিনী নদী কামরূপে বর্ত্তমান আছে, ক্রমশঃ তাহাদের বিষয় শ্রবণ কর। ৩০

অগদনামক নদের ঊর্দ্ধে ভদ্রা নামে একটি মহানদী আছে, যে নদীতে ভাদ্র-মাসের শুক্লচতুর্দ্দশীতে স্নান করিলে মনুষ্য স্বর্গে গমন করে। ৩১

তাহার পূর্ব্বদিকে সর্ব্বদা পুণ্যতমা সুভদ্রা নামে নদী আছে, যাহাতে বৈশাখমাসের শুক্লতৃতীয়া তিথিতে স্নান করিলে স্বর্গ প্রাপ্তি হয়। ৩২

তাহার পর মানসা নামে আর একটী পুণ্যতমা নদী আছে। ঐ নদীকে তৃণবিন্দু ঋষি মানস সরোবর হইতে অবতারিত করেন। ৩৩

বৈশাখং সকলং মাসং তস্যাং স্নাত্বা নরোত্তমঃ।
বিষ্ণুলোকমবাপ্যৈব ততো মোক্ষমবাপ্নুয়াৎ ॥ ৩৪
হিমবন্নিকটে শৈলো বিভ্রাটঃ[১] স মহাদ্যুতিঃ।
যস্মিন্ বসতি ভূতেশঃ সদা ভৈরবরূপধৃক্ ॥ ৩৫
তস্মাত্তু ভৈরবী নাম নদী পুণ্যোদকা শুভা।
প্রাঙ্মানসাদ্যা স্রবতি গঙ্গেব ফলদায়িনী ॥ ৩৬
যস্যাং বসন্তসময়ে স্নাত্বা গচ্ছতি বৈ দিবম্।
যস্যাং সম্পূজ্য কামাখ্যামিষ্টং জ্ঞানমবাপ্নুয়াৎ ॥ ৩৭
সম্পূজ্যাথ মহামায়াং দ্বিগুণং প্রাপ্নুয়াৎ ফলম্।
ঊর্দ্ধং ততো[২] দেবগঙ্গা বর্ণাসাখ্যা সরিদ্বরা ॥ ৩৮
হিমবৎপ্রভবা নিত্যং ফলদা মানসোপমা।
সুভদ্রাদ্যাস্তু যাঃ প্রোক্তা বর্ণাসান্তাঃ সরিদ্বরাঃ ॥ ৩৯
হিমবৎপ্রভবাস্তাস্তু সর্ব্ব এবোত্তরপ্লবাঃ ॥ ৪০
পূর্ব্বে তু মদনারাস্তু ব্রহ্মক্ষেত্রস্য পশ্চিমে।
রবিক্ষেত্রং যত্র দেব আদিত্যঃ সততং স্থিতঃ ॥ ৪১
(ভৈরবস্য হিতার্থায় যত্র সর্ব্বেশ্বরাঃ স্থিতাঃ।
কামরূপে মহাপীঠে ব্রহ্মেন্দ্রবরুণাদয়ঃ।
তদা নত্বাহ্বয়ে শৈলে শ্রীসূর্য্যোঽপি ব্যবস্থিতঃ) *
ত্রিস্রোতা নাম যস্যাস্তি নদী পূর্ব্বদিশি স্থিতা।
কাপোতকরণং পশ্চাদস্য কুণ্ডদ্বয়ং স্থিতম্ ॥ ৪২

সমস্ত বৈশাখ মাস ঐ নদীতে স্নান করিলে মনুষ্য স্বর্গে গমন করে। তাহার পর বিষ্ণুলোক প্রাপ্ত হইয়া মোক্ষ প্রাপ্ত হয়। ৩৪

হিমালয় পর্ব্বতের নিকট বিভ্রাট নামে একটী বড় পর্ব্বত আছে, যে স্থানে ভূতনাথ মহাদেব সর্ব্বদা ভৈরবরূপে বাস করেন। ৩৫

সেই পর্ব্বত হইতে শুভরূপ ভৈরবী নামে নদী মানসার পূর্ব্বদিকে প্রবাহিত হইতেছে, ইহা গঙ্গার মত ফলপ্রদা। ৩৬

ঐ নদীতে বসন্ত সময়ে স্নান করিলে স্বর্গ লাভ হয়। যেখানে কামাখ্যা-দেবীর পূজা করিয়া আপনার অভিলষিত বস্তু প্রাপ্ত হয়, সেই স্থানে মহা-মায়ার পূজা করিয়া দ্বিগুণ ফল লাভ করে। ৩৭

সেই দেবগঙ্গার ঊর্দ্ধে হিমালয় প্রসূত বর্ণ নামে একটী নদী আছে, উহা নিত্য মানসাবীর তুল্য ফল প্রদান করে। ৩৮

সুভদ্রাদি বর্ণান্ত যে সকল নদী কথিত হইল, ইহারা সকলে হিমালয় হইতে প্রসূত এবং উত্তরবাহিনী সুমদনার পূর্ব্বে এবং ব্রহ্মক্ষেত্রের পশ্চিমে মহাক্ষেত্র নামে একটী ক্ষেত্র আছে, সেই স্থানে আদিত্য দেব সর্ব্বদা বাস করেন। ৩৯-৪১

তাহার পূর্ব্বদিকে ত্রিস্রোতা নামে নদী আছে, পশ্চাদ্ভাগে কাপোত এবং করুণ নামে দুইটী কুণ্ড আছে। ৪২

১। বিভাটাখ্যো মহাগিরিঃ।
২। .....ব গঙ্গায়া নাম্না খ্যাতা।

* অধিকঃ পাঠঃ।

কাপোতকুণ্ডে বিধিবৎ স্নাত্বা কারণকুণ্ডকে।
তত্ত্বাচলং সমারুহ্য সম্পূজ্য চ দিবাকরম্।
সকৃদেব নরো যাতি ভাস্করস্য গৃহং প্রতি ॥ ৪৩
সূর্য্যরশ্মিসমুদ্ভূতং কাপোতকরণামৃতম্।
পুণ্যতোয়সমাখ্যাতং পাপং কাপোত মে হর ॥ ৪৪
ইত্যনেন তু মন্ত্রেণ স্নাত্বা কাপোতপুষ্করে।
করণং সমুপস্পৃশ্য তত্ত্বশৈলে রবিং যজেৎ ॥ ৪৫
ত্রিবিধং ব্রহ্মবীজন্তু সহস্রপদমন্ততঃ।
রশ্ময়েঽপি চতুর্থ্যন্তু দেবীজায়া তু চেষ্টতঃ।
অঙ্গবীজমিদং প্রোক্তমাদিত্যস্যাতিকামদম্ ॥ ৪৬
পদ্মাসনঃ পদ্মকরঃ পদ্মগর্ভসমদ্যুতিঃ।
সপ্তাশ্বঃ সপ্তরজ্জুশ্চ দ্বিভুজো ভাস্করঃ সদা ॥ ৪৭
বর্ত্তুলং মণ্ডলং চাস্য অষ্টপত্রসমন্বিতম্।
অঙ্গুষ্ঠাগ্রাঙ্গুলীনাঞ্চ হৃদাদীনাং তথা চ ষট্[১] ॥ ৪৮
অঙ্গমন্ত্রেণ সহিত উপান্তে[২] বহ্নিসংযুতঃ।
সর্ব্বন্যাসে সমুদ্দিষ্টো মন্ত্রঃ সর্ব্বফলপ্রদঃ ॥ ৪৯
হৃচ্ছিরস্তু শিখাবর্ম্মনেত্রাস্যোদরপৃষ্ঠতঃ।
বাহ্বোঃ পাণ্যোর্জ্জঙ্ঘয়োস্তু পাদয়োশ্চাপি বিন্যসেৎ ॥ ৫০
জঘনে চ সমস্তানি ক্রমান্মন্ত্রাক্ষরাণি চ।
ক্রমাচ্চোত্তরতঃ প্রোক্তঃ পূজনে পরিকীর্ত্তিতঃ ॥ ৫১

কাপোত এবং করণ কুণ্ডে স্নান ও সেই পর্ব্বতে আরোহণপূর্ব্বক দিবাকর সূর্য্যের একবারমাত্র পূজা করিলে মনুষ্য সূর্য্যলোকে গমন করে। ৪৩

হে কাপোত ও করণ! তোমরা সূর্য্যরশ্মি হইতে সমুদ্ভূত এবং অমৃত। তোমাদের জল অতি পবিত্র। 'আমার পাপ নাশ কর।' ৪৪

এই মন্ত্র পাঠ করিয়া কাপোতপুষ্করে স্নান এবং করণের জলে আচমন করিয়া পর্ব্বতোপরি সূর্য্যদেবের পূজা করিবে। ৪৫

প্রথমে ত্রিবিধ ব্রহ্মবীজ, তাহার পর চতুর্থ্যন্ত 'সহস্র রশ্মি' এই পদ, তাহার পর 'দেবী জয়া' ইহা আদিত্যের অঙ্গবীজ এবং কামপ্রদ। ৪৬

সূর্য্য সদা পদ্মাসনে উপবিষ্ট, হস্তে পদ্মধারী, পদ্মের গর্ভের মত দীপ্তিমান্, সপ্তাশ্ব সপ্তরজ্জু এবং দ্বিভুজ। ৪৭

সূর্য্যের মণ্ডল বর্ত্তুলাকার এবং অষ্ট দলযুক্ত। অঙ্গুষ্ঠাদি অঙ্গুলীর হৃদয়াদি ষট্ অঙ্গের অঙ্গ মন্ত্র দ্বারা ন্যাস করিবে। ৪৮

উপান্তে বহ্নিসংযুক্ত অঙ্গমন্ত্র (শ্র এই রূপ মন্ত্রই অঙ্গ মন্ত্র) সকল প্রকার ন্যাসে বিহিত হইয়াছে; ইহা সকল প্রকার ফল দান করে। ৪৯

হৃদয়, মস্তক, শিখা, কবচ, নেত্র, আস্য, উদর, পৃষ্ঠ, বাহুদ্বয়, করতলদ্বয়, জঙ্ঘাদ্বয়, পাদদ্বয় এবং জঘন—এই সমস্ত অঙ্গে যথাক্রমে মন্ত্রের অক্ষর ন্যাস করিবে। উত্তর-তন্ত্রে পূজার যে ক্রম উক্ত হইয়াছে, সূর্য্যের পূজাতেও সেইরূপ ক্রম জানিবে। ৫০-৫১

১। বষট্। ২। জপান্তে।

বিসর্জ্জনং তথৈশান্যাং বিদ্যাদ্যা দশশক্তয়ঃ।
নির্ম্মাল্যধৃক্ তত্ত্বচণ্ডো মাঠরাদ্যাস্তু পার্শ্বয়োঃ ॥ ৫২
বীজমুত্তরতন্ত্রস্য পূর্ব্বতঃ প্রতিপাদিতম্।
অনেন বিধিনা তত্ত্বে পূজয়িত্বা নরোত্তমঃ ॥ ৫৩
স কামানখিলান্ প্রাপ্য ইহলোকে প্রমোদতে।
সুখী শেষে তথা গচ্ছেদ্ভাস্করস্যালয়ং প্রতি ॥ ৫৪
নাতিদূরে ভাস্করস্য দক্ষিণস্যাং শুভাহ্বয়ঃ।
তস্যোর্দ্ধ্বসানৌ বসতি লিঙ্গশাঙ্করমুত্তমম্ ॥ ৫৫
পরিবার্য্য সদা যান্তি মহাকায়াস্তু বানরাঃ।
পরিবার্য্যাবতিষ্ঠন্তে সেবমানাশ্চ শঙ্করম্ ॥ ৫৬
ত্রিস্রোতায়াং নরঃ স্নাত্বা যঃ পশ্যেত্তু শুভাচলে।
মহাত্মানং মহাদেবং কামমিষ্টং লভেন্নরঃ[১] ॥ ৫৭
ততঃ পূর্ব্বং সুরনদী নাম্না কুসুমমালিনী।
ক্ষীরোদাখ্যাপরা তস্মাত্তে গতে দক্ষিণস্রবে ॥ ৫৮
এতে অপি মহারাজ পুণ্যতোয়েঽমৃতস্রবে।
তয়োঃ স্নাত্বা নরো যাতি শঙ্করস্যালয়ং প্রতি ॥ ৫৯
ততোঽপি পূর্ব্বতো দেবী নীলাখ্যা চাপরা নদী।
যস্যাং[২] স্নাত্বা মহানদ্যাং শিবলোকায় গচ্ছতি ॥ ৬০
ততঃ পূর্ব্বং শিবা চণ্ডী চণ্ডিকাখ্যা মহানদী।
নির্যাতি ধবলাখ্যাত্তু পর্ব্বতাৎ সুমনোহরাৎ ॥ ৬১

ঈশানকোণে সূর্য্যের বিসর্জ্জন করিবে এবং বিদ্যা আদি আটটি সূর্য্যের শক্তি, ইঁহার নির্ম্মাল্যধারিণী উগ্রচণ্ডা এবং মাঠর আদি পার্শ্বি। ৫২

উত্তর তন্ত্রে ইঁহার বীজ পূর্ব্বেই প্রতিপাদিত হইয়াছে। হে পুত্র! যে নরোত্তম, এইরূপ বিধানে সূর্য্যের পূজা করে, সেই শ্রেষ্ঠ মনুষ্য ইহলোকে সমুদয় অভিলষিত প্রাপ্ত হইয়া সুখী হয় এবং মরণান্তে ভাস্করের উদয়স্থানে গমন করে। ৫৩-৫৪

ভাস্করের অনতিদূরে শুভাচল অবস্থান করে, তাহার উর্দ্ধ সানুতে একটি উত্তম শিবলিঙ্গ আছে। ৫৫

অত্যন্ত বীর্য্যশালী মহাত্মা মানব সকল সেই শিবলিঙ্গকে বেষ্টন করিয়া অবস্থান করত পূজা করে। ৫৬

ত্রিস্রোতা নদীতে স্নান করিয়া যে মনুষ্য সেই শুভাচলস্থিত মহাত্মা শঙ্করকে অবলোকন করে, সে আপনার ইষ্টকাম প্রাপ্ত হয়। ৫৭

তাহার পূর্ব্বে কুসুমমালিনী নামে দেবনদী, তাহার পর ক্ষীরোদাখ্যা নদী; এই উভয় নদীই দক্ষিণবাহিনী। ৫৮

এই নদীদ্বয়ে স্নান করিয়া মনুষ্য শঙ্করের আলয়ে গমন করে। তাহারও পূর্ব্বদিকে নীলা নামে আর একটি নদী আছে। মনুষ্য মহামাঘীতে ঐ স্থানে স্নান করিয়া শিবলোক প্রাপ্ত হয়। ৫৯-৬০

তাহার পূর্ব্বে শিবাচণ্ডী বা চণ্ডিকা নামে একটী মহানদী আছে। মনোহর ধবলনামক পর্ব্বত হইতে উহা নির্গত হইয়াছে। ৬১

১। .....অবাপ্নুয়াৎ। ২। মাঘ্যাং নরঃ স্নাত্বা।

শিবলিঙ্গদ্বয়ং তত্র নাতিদূরে ব্যবস্থিতম্।
গোলোকঞ্চাথ শৃঙ্গঞ্চ ক্রোশমাত্রান্তরে স্থিতম্ ॥ ৬২
চণ্ডিকায়াং নরঃ স্নাত্বা আরুহ্য ধবলেশ্বরম্।
দক্ষিণং সাগরং বীক্ষ্য পৃষ্ট্বা গোলোকসংজ্ঞকম্ ॥ ৬৩
ততোঽবতীর্য্য চ পুনঃ শৃঙ্গিণং ভূমিপীঠকম্।
শিবপূজাবিধানেন পূজয়িত্বা মহেশ্বরম্ ॥ ৬৪
অশ্বমেধস্য যজ্ঞস্য ফলং সম্প্রাপ্য মানবঃ।
সর্ব্বান্ কামানবাপ্যেহ দেহান্তে শিবতাং ব্রজেৎ ॥ ৬৫
এতা যাঃ কথিতাঃ নদ্যঃ সর্ব্বা বৈ দক্ষিণস্রবাঃ।
তস্মাদীশানকাষ্ঠায়াং পর্ব্বতো গন্ধমাদনঃ ॥ ৬৬
যত্র ভৃঙ্গাহ্বয়ং[১] লিঙ্গং শিবস্যান্তে মহত্তরম্ ॥ ৬৭
স এবং পর্ব্বতশ্রেষ্ঠঃ প্রাপ্তঃ ক্ষেত্রস্য পশ্চিমে।
ধৃত্বা ব্রহ্মশিলাং দেবীং সাবিত্রং প্রতিগামিনী ॥ ৬৮
গন্ধমাদনকস্যান্তে ভৃঙ্গেশস্য পদদ্বয়ম্।
স্রবদ্গঙ্গাজলং চান্তে কুণ্ডং তত্রান্তরালকম্।
অন্তরালককুণ্ডে তু স্নাত্বা পীত্বা চ তজ্জলম্ ॥ ৬৯
ভৃঙ্গেশস্য ততো দৃষ্ট্বা শিলাসংস্থং পদদ্বয়ম্।
পূজয়িত্বা মহাভৃঙ্গং গাণপত্যমবাপ্নুয়াৎ ॥ ৭০
শম্ভুপাদসমুদ্ভূতমন্তরালদৃশাকরম্।
বৃষধ্বজপদানাং ত্বং সংযোজয় মহাবৃষ ॥ ৭১

তাহার অনতিদূরে দুইটি শিবলিঙ্গ অবস্থিত। তাহার মধ্যে একটির নাম গোলোক, অপরটির নাম শৃঙ্গী, ইহাদের উভয়ের মধ্যে এক ক্রোশ ব্যবধান-মাত্র। ৬২

মনুষ্য, চণ্ডিকা নদীতে স্নান ও ধবলেশ্বর পর্ব্বতের উপর আরোহণ করিয়া দক্ষিণ সাগর, গোলোক নামক শিবলিঙ্গ দর্শন করিবে। ৬৩

তাহার পর সেই স্থান হইতে অবতীর্ণ হইয়া ভূমিতলস্থ শৃঙ্গী নামক মহেশ্বরে শিবপূজা বিধানানুসারে পূজা করিবে। ৬৪

এইরূপ করিলে মনুষ্য অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল এবং সকল প্রকার অভীষ্ট প্রাপ্ত হইয়া মরণান্তে শিবত্ব প্রাপ্ত হয়। ৬৫

এই যে সকল নদী কথিত হইল, ইহারা সকলে দক্ষিণবাহিনী। ঈশান-কোণে গন্ধমাদন নামে যে পর্ব্বত আছে, সেই স্থানে ভৃঙ্গেশ নামে শিবের একটি মহৎ লিঙ্গ আছে। ৬৬-৬৭

ক্ষেত্রের পশ্চিমে যে প্রান্ত নামে পর্ব্বত আছে, সেই স্থানে দেবী কুল-গামিনী হইয়া ব্রহ্মশিলা ধারণ করিয়াছিলেন। ৬৮

গন্ধমাদনের অন্তে ভৃঙ্গেশের দুইটি পদ আছে, উহা হইতে গঙ্গাজল নিঃসৃত হইতেছে, সেই স্থানে অন্তরালক নামে একটি কুণ্ড আছে। ৬৯

অন্তরালক কুণ্ডে স্নান ও তাহার জলপান পূর্ব্বক ভৃঙ্গেশের পদযুগল দর্শন করিয়া মহাভৃঙ্গকে পূজা করিলে গণাধিপত্য লাভ হয়। ৭০

১। দুগ্ধাহ্বয়ং।

ইত্যনেন তু মন্ত্রেণ স্নানং কৃত্বান্তরাজলে।
ভৃঙ্গদেবং ততঃ পশ্যেৎ কুব্জপীঠান্তবাসিনম্ ॥ ৭২
মণিকূটস্যাথ গিরের্গন্ধমাদনকস্য চ।
মধ্যে স্রবতি লৌহিত্যো ব্রহ্মণাগ্নিসমুত্থিতঃ ॥ ৭৩
বর্ণাশায়া[১] দক্ষিণস্যাং লোহিত্যো নাম সাগরঃ।
মণিকূটঃ স্থিতঃ পূর্ব্বে হয়গ্রীবো হরির্যতঃ ॥ ৭৪
স হয়গ্রীবরূপেণ বিষ্ণুর্হত্বা জরাসুরম্।
নিহত্য স হয়গ্রীবঃ ক্রীড়ায়ৈ যত্র স স্থিতঃ ॥ ৭৫
হত্বা জ্বরং তথা বিষ্ণুস্তত্র বাসমথাকরোৎ।
নরদেবাসুরাদীনাং যথা ভবতি বৈ হিতম্ ॥ ৭৬
জ্বরেণাপীড়িত[২]তনুর্জ্বরং হত্বা মহাসুরম্।
সর্ব্বলোকহিতার্থায় সোঽগদস্নানমাহরৎ ॥ ৭৭
অগদস্নানসম্ভূতং সঞ্জাতঞ্চ মহাসুরম্[৩]।
তস্য স্বয়ং হয়গ্রীবো নাম চক্রেঽপুনর্ভবম্ ॥ ৭৮
ন পুনর্জ্জায়তে যস্মাত্তত্র স্নাত্বা নরোত্তমঃ।
অপুনর্ভবসংজ্ঞং তৎ সরস্তু পরিকীর্ত্তিতম্ ॥ ৭৯
মণিকূটাচলে বিষ্ণুর্হয়গ্রীবস্বরূপধৃক্।
শতব্যাম প্রমাণেন বিস্তরেণৈব শোভিতম্[৪] ॥ ৮০

'হে অন্তরাল! তুমি শম্ভুপাদ হইতে উদ্ভূত এবং ধর্ম্মের আকর। হে মহাবৃষ! তুমি বৃষধ্বজ পদদ্বয়কে সংযোজিত কর।' ৭১

এই মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক অন্তরালজলে স্নান করিয়া কুব্জ-পীঠবাসী ভৃঙ্গদেবের দর্শন করিবে। ৭২

মণিকূট এবং গন্ধমাদন পর্ব্বতের মধ্যে ব্রহ্মপুত্র লৌহিত্যনদ বহন করিতেছে। ৭৩

বর্ণাশা নদীর দক্ষিণদিকে লৌহিত্য নামে সাগর আছে। তাহার পূর্ব্বে মণিকূট পর্ব্বত, এইখানে হয়গ্রীব বিষ্ণুর প্রতিমূর্ত্তি আছে। ৭৪

বিষ্ণু হয়গ্রীবরূপে জরাসুরকে এবং হয়গ্রীবকেও হত করিয়া ক্রীড়ার নিমিত্ত সেই স্থানে অবস্থিত হইয়াছেন। ৭৫

জরাসুরকে বিনাশ করিয়া সুরাসুর মনুজদিগের হিতের নিমিত্ত বিষ্ণু সেই স্থানে অবস্থান করিতেছেন। ৭৬

বিষ্ণু জ্বর কর্ত্তৃক পীড়িত হইয়া এবং জরাসুরকে বধ করিয়া সর্ব্বলোকের হিতের নিমিত্ত সেই স্থলে অগদস্নান করিয়াছিলেন। ৭৭

সেই অগদস্নান হইতে একটি বৃহৎ শব্দ উত্থিত হইয়াছিল। এই জন্য হয়গ্রীব বিষ্ণু সেই তীর্থের নাম অপুনর্ভব রাখিলেন। ৭৮

যেহেতু সেই স্থানে স্নান করিলে মনুষ্যের আর পুনর্ব্বার জন্ম হয় না, এই নিমিত্ত উহা অপুনর্ভব নামে কীর্ত্তিত হয়। ৭৯

মণিকূট পর্ব্বতে বিষ্ণু, হয়গ্রীবরূপে অবস্থান করিতেছেন, ঐ তীর্থের বিস্তার শত ব্যাম। ৮০

১। বর্ণালাপাঃ। ২। পীড়িতস্তত্র। ৩। মহাসরঃ। ৪। গাহিতে।